সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বকাপ ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী পররাষ্ট্র সচিব হচ্ছেন

বাংলাদেশ ডেস্ক: পররাষ্ট্র সচিবসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মিশনে রাষ্ট্রদূত পদে পরিবর্তন *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

II Weekly Bangladesh II New York, Vol. 29 • Issue 03 • Thursday, 25 June 2026 • ১১ আষাঢ় ১৪৩৩, ১০ মহররম ১৪৪৭

নিউইয়র্কে মামদানি ম্যাজিক : প্রাইমারিতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের জয়

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচনে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্য ড্যান *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

নিউইয়র্ক প্রাইমারিতে যারা বিজয়ী

বাংলাদেশ ডেস্ক :আগামী ৩ নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে প্রাইমারি নির্বাচনে *(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)*

স্টেট অ্যাসেম্বলিতে জিততে পারেননি ৫ বাংলাদেশি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির ২০২৬ সালের ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

বাংলাদেশের কূটনীতিতে নতুন মোড়

বেইজিংয়ে প্রধানমন্ত্রীকে লালগালিচা সংবর্ধনা

ঢাকা : বাংলাদেশের কূটনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। মোড় নিয়েছে নতুন দিকে। মালয়েশিয়ার পর চীনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে *(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)*

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন ভিসা নীতি যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সেখানে অবস্থানের দীর্ঘমেয়াদি *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

নাগরিকত্ব আবেদন ফি প্রায় দ্বিগুণ করার প্রস্তাব

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসরত *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

প্রবাসীদের জন্য চালু হচ্ছে টাকাভিত্তিক ব্যাংক হিসাব

ঢাকা : প্রবাসী বাংলাদেশীদের (এনআরবি) জন্য নতুন ধরনের হিসাব চালুর অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে প্রবাসীরা দেশের ব্যাংকগুলোর অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে (ওবিইউ) নন-রেসিডেন্ট কনভার্টিবল *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

২২ হাজার প্রবাসীর এনআইডি আবেদন বাতিল

ঢাকা : বিভিন্ন দেশ থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পেতে *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

আওয়ামী লীগের বয়সজনিত রোগব্যাধি!

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : গত ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ছিল। দলটি ৭৭ বছর পেরিয়ে ৭৮ বছরে পা *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের ইরান নীতিতে বড় পরিবর্তন

বাংলাদেশ ডেস্ক : একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিতে সই *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

নিউইয়র্ক টাইমসের কলাম

বিশ্বকে এক ভয়ংকর শিক্ষা দিল ইরান

এডওয়ার্ড ফিশম্যান : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান অবশেষে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। চুক্তি অনুযায়ী, আগামী ৬০ দিন তেহরান কোনো শুল্ক বা টোল ছাড়াই জাহাজগুলোকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেবে; যার বিনিময়ে ওয়াশিংটন তাদের *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1st Aide Home Care
1st AIDE HOME CARE INC
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
OUR GROUP OF COMPANIES
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায়
অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
GREE MECHANICAL YONKERS
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY

285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"
We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার চিকিৎসা
- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

তারেক রহমানের চীন সফরের বহুমাত্রিক তাৎপর্য

মালয়েশিয়ায় সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রীয় সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এখন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে চীনে রয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রথমবার সফরে গেছেন। মালয়েশিয়ায় তার সফর সৌজন্য সফর হলেও তার চীন সফর শুধু কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের এক ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দূরদর্শী নেতৃত্বে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও কূটনৈতিক ভারসাম্য দক্ষতার সাথে বজায় রাখা হয়েছিল। এই ধারাবাহিকতার প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর দুই দেশের সম্পর্কে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় চীনের রাজনৈতিক অর্থনীতি বহুল আলোচিত ও প্রভাবশালী মডেল। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ, দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা এবং অবকাঠামোকেন্দ্রিক উন্নয়ন মডেলের মাধ্যমে চীন বিশ্ব অর্থনীতিতে এক পরাক্রমশালী অবস্থান তৈরি করেছে। এই মডেলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখলেও বেসরকারি খাতকে সমানভাবে উৎসাহিত করে। অবকাঠামো, জ্বালানি, প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং খাতে চীনের এই সমন্বিত নীতি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশের জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা বহুমাত্রিক সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামরিক খাত, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এ সফরের মধ্য দিয়ে দেশের সড়ক, রেলপথ, সমুদ্রবন্দর, বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে, যা দেশের অর্থনীতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো দক্ষ জনশক্তির অভাব ও অবকাঠামোগত ঘাটতি। চীনের সহযোগিতায় বিভিন্ন মেগা প্রকল্প, যেমন আধুনিক সড়ক, সেতু, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বিশেষ শিল্পাঞ্চল বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি প্রযুক্তি ও উন্নত প্রশিক্ষণ বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চীন বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ অংশীদার। তৈরি পোশাক, চামড়া ও কৃষিপণ্য রপ্তানির বিপরীতে বাংলাদেশ চীন থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করছে, যা দেশের শিল্পায়নকে গতিশীল রাখছে। চীনের সাথে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু কৌশলগত চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান। অতিরিক্ত ঋণনির্ভরতা এড়ানো, বাণিজ্য ঘাটতি কমানো এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক চাপ, বিশেষ করে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমীকরণে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য বিবেচ্য। তাই, চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্ব ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য। এই জটিল ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বেশ কিছু কার্যকর ও বাস্তবসম্মত কৌশল গ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশকে চীনের বিনিয়োগ এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে, যা সরাসরি আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে এবং তা যেন কেবল ঋণনির্ভর প্রকল্পে সীমাবদ্ধ না থাকে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং ভারতের সঙ্গে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, ট্রানজিট ও জ্বালানি সহযোগিতা বাড়িয়ে একটি 'উইন-উইন' বা উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মূল দূরদর্শিতা হবে বাংলাদেশকে কোনো 'ভূ-রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র' না বানিয়ে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক হাব হিসেবে গড়ে তোলা। একটি বাস্তববাদী নীতি, দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত এবং নিখুঁত কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলে চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র, এই তিন পক্ষের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে দেশের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গতিতে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

২৫ জুন-০১ জুলাই ২০২৬ নামাজের সময়সূচি ১০-১৭ মহররম ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৫ জুন	৩.৪৬	৫.২৬	১২.৫৯	৫.৫৯	৮.৩১	১০.১১
২৬ জুন	৩.৪৬	৫.২৬	১২.৫৯	৫.৫৯	৮.৩১	১০.১১
২৭ জুন	৩.৪৭	৫.২৭	১২.৫৯	৫.৫৯	৮.৩১	১০.১১
২৮ জুন	৩.৪৭	৫.২৭	১২.৫৯	৫.৫৯	৮.৩১	১০.১১
২৯ জুন	৩.৪৭	৫.২৭	১২.৫৯	৫.৫৯	৮.৩১	১০.১১
৩০ জুন	৩.৪৮	৫.২৮	১২.৫৯	৬০০	৮.৩১	১০.১০
০১ জুলাই	৩.৪৯	৫.২৮	০১.০০	৬.০০	৮.৩১	১০.১০

উপসম্পাদকীয়

চোরতন্ত্র আর ব্যাংক ডাকাতির আখ্যান

মহিউদ্দিন আহমদ

নিকট অতীতে এই অঞ্চলে অনেক ডিক্টেটরের দেখা পাই। যেমন পাকিস্তানের আইয়ুব খান, দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক চুং হি, সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান হি, ইন্দোনেশিয়ার মুহাম্মাদ সুহার্তো এবং ফিলিপাইনের ফার্দিনান্দ মার্কোস। আইয়ুব, সুহার্তো আর চুন ক্ষমতা নিয়েছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। লি আর মার্কোস নির্বাচনে জিতে সরকারপ্রধান হয়েছিলেন। সবাই ছিলেন ডিক্টেটর। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একটা বড় অমিল আছে। গত কয়েক দশকে দক্ষিণ কোরিয়া আর সিঙ্গাপুর যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে, তার পেছনে এই দুজনের অনেক অবদান আছে। দেশের মানুষের কাছে তাঁদের পরিচয় 'ডেভেলপমেন্টাল ডিক্টেটর' হিসেবে। তাঁরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁদের দেশকে ইউরোপের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। অন্যদিকে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া আর ফিলিপাইন তার কাছাকাছিও যেতে পারেনি। এর কারণ, তাদের শাসকেরা শুধু ডিক্টেটর ছিলেন না, তাঁরা একই সঙ্গে ছিলেন দুর্নীতিবাজ। নিজ নিজ দেশে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চোরতন্ত্র। নিজেরা হয়েছিলেন অঢেল সম্পদের মালিক।ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। আইয়ুবের নামে পাকিস্তানে কোনো স্থাপনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল নিতান্ত পরিত্যক্ত অবস্থায়। সুহার্তো আর মার্কোস গণঅভ্যুত্থানে উৎখাত হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমৃত্যু ছিলেন ফেরারি।

এরপরও আমরা অনেক ডিক্টেটরের দেখা পাই। আমাদের দেশে হাল আমলে ছিলেন শেখ হাসিনা। ক্ষমতায় থাকার জন্য হেন অপরাধ নেই, যা তিনি করেননি। তাঁর সঙ্গে জুটেছিল একদল লুটেরা আর দলদাস। তারা দেশটা চুষে, নিংড়ে ছোবড়া বানিয়ে দিয়েছে। দগদগে ঘা নিয়ে ধুঁকছে দেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক খাত তার অন্যতম।

১২ জুন বাজেটউত্তর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর 'স্বীকারোক্তিমূলক' বক্তব্যে বলেছেন, 'ব্যাংক খাতের এক-তৃতীয়াংশ টাকা চুরি হয়েছে।' কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত অপরাধবিষয়ক বিদ্যা সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতিটি স্তরেই 'চুরি' অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বিদ্যার গুরুত্ব মহিমান্বিত হয়েছে 'চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ে ধরা' প্রবচনের মাধ্যমে। ব্যাংকের চুরি হওয়া টাকা হলো নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আমানতকারীদের। উচ্চবিত্তেরা টাকা ব্যাংকে অলস ফেলে রাখেন না। চুরি হয়েছে আমানতকারীদের টাকা। 'চাহিবা মাত্র ফিরে পাবে' বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে সাধারণ মানুষ ব্যাংকে টাকা রেখেছিল। রাষ্ট্র ও সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বিবৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠানটি কেবল ঘটে যাওয়া অপরাধের বিবরণ দেওয়ার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখল। চুরি হয়েছে ঘোষণা দিলেন গভর্নর, কিন্তু চুরির জন্য চোরদের বিরুদ্ধে চুরির মামলা হয়েছে কি না, সে তথ্য দিলেন না।যেসব ব্যাংকের টাকা চুরি হয়েছে, এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারীদের টাকা চুরি হওয়ার বিভিন্ন কাহিনি পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকেরা জানতে পেরেছেন। সেসব প্রতিবেদনে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে ব্যাংকটির মালিকানা পরিবর্তনের অপরাধটি ফৌজদারি আইনের 'চুরি'র (পেনাল কোডের ৩৭৮ ও ৩৭৯ ধারা) সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না; বরং বিবরণের উপাদান 'ডাকাতি'র সংজ্ঞার (পেনাল কোডের ৩৯১ ও ৩৯৫ ধারা) সঙ্গে মেলে।

অপরাধের নাম চুরি হোক বা ডাকাতি হোক, যাঁদের হেফাজত থেকে আমানতকারীদের টাকা লোপাট হয়েছে, তাঁরা কেউ তো এ অপরাধের জন্য কোনো প্রকার চুরি-ডাকাতির মামলা করেছেন বলে শুনিনি। তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে ব্যাংকের কর্মকর্তা বা মালিকেরা জানতেন না যে আমানতকারীদের টাকা চুরি হলে চোরদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে মামলা করতে হয়!

কেউ কেউ বলতে পারেন, টাকা লোপাট নিয়ে ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে এবং আদালত অন্তত একটিতে শাস্তিও দিয়েছেন। আমি বলতে চাচ্ছি, চুরি ও ডাকাতির অভিযোগে মামলা হয়নি। মামলা হয়েছে অন্য রকমের অপরাধের জন্য। আমি এখানে সবার কাছে পরিচিত দুটি গুরুতর অপরাধ চুরি ও ডাকাতি নিয়ে কথা বলছি। চুরি-ডাকাতি কী এবং কাকে বলে, তা এ দেশের মানুষকে বোঝানোর দরকার নেই। তাঁরা ভালোভাবেই জানেন।

হাসিনা আমলে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান পরিবর্তনের যে রোমহর্ষ বিবরণ পত্রিকায় এসেছে, সেটি সঠিক হলে সে ঘটনা নিয়ে ডাকাতি মামলা না হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। সে ঘটনার ভিকটিম তৎকালীন চেয়ারম্যান তখন থেকে এখন পর্যন্ত ডাকাতি মামলা করেছেন মর্মে কোনো সংবাদ দেখিনি। একইভাবে পরবর্তী গভর্নররা কেউ চুরি-ডাকাতির মামলা করেছেন বলে জানা নেই।যেসব ব্যাংক থেকে টাকা চুরি বা ডাকাতি হলো, সেসব ব্যাংকের কর্মকর্তা ও বোর্ডের সদস্যরা কেউ নিজেদের আইনি দায়িত্ব সম্পাদন করার সূত্রে চুরি-ডাকাতির মামলা করেছেন বলেও শুনিনি।প্রচলিত আইন বলছে, যাঁরা চুরি-ডাকাতি হওয়ার তথ্য জানা সত্ত্বেও মামলা করেননি, তাঁরা সবাই পেনাল কোডের ১৭৬ ধারার আলোকে জেল-জরিমানার শাস্তি পাওয়ার অপরাধ করে ফেলেছেন। পাঠক, মনে রাখবেন, ফৌজদারি আইনের অধীনে কৃত অপরাধের অভিযোগ-তদন্ত-বিচারের জন্য কোনো 'টাইম বার' নেই।

দেশের চূড়ান্ত আইন হলো সংবিধান। আমাদের সংবিধানের ২১ ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য 'জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা' একটি নাগরিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাংকে জমা রাখা আমানতকারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে কি না, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে আলোচনা চলতেই পারে। চুরি-ডাকাতি হওয়া টাকা হলো অপরাধের আলামত। গভর্নর বলেছেন, ব্যাংক থেকে চুরি-ডাকাতি হওয়া আমানতকারীদের দেওয়া টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু এই টাকা তো দেশের ১৮ কোটি মানুষের করের টাকা। এ দেশে গরিব-গুর্বা সবাই ভ্যাট-ট্যাক্স দেন। এই সিদ্ধান্ত কতটুকু নৈতিক?আমাদের দেশের সাক্ষ্য *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

গণতন্ত্র ও দারিদ্র্য

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

এটা খুবই সহজ কথা যে গণতন্ত্র ও দারিদ্র্য একসঙ্গে চলতে পারে না। সবাই বলে এ কথা। সরকারের মন্ত্রীরাও বলেন। আসলে দারিদ্র্য হচ্ছে একধরনের ব্যাধি। খুবই বাজে রোগ সে। মানুষকে হেয়, বিব্রত, বিপন্ন করে। ছোট করে ফেলে। খুবই আত্মসচেতন করে রাখে। বিপদে ফেলে দেয় যখনতখন যেখানেসেখানে। না, দারিদ্র্যের মধ্যে মাহাত্ম্য বলে কিছু নেই। অসামান্যদের কথা আলাদা, দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে পুড়ে তাঁরা অনেকেই খাঁটি সোনা হয়ে উঠেছেন এ আমরা জানি। জীবনীতে পড়েছি। তা ভিতরে সোনা ছিল বলেই 'খাঁটি' হয়েছেন, নইলে পুড়ে কয়লা হতেন, কিংবা ছাই : ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা সত্য। কাজী নজরুল ইসলামের সেই 'দারিদ্র্য' কবিতাটি আমি যতবার পড়েছি, কিংবা তাঁর সম্পর্কে যতবার ভেবেছি, ততবারই মনে হয়েছে কবি ব্যতিক্রমীদের একজন। নইলে দারিদ্র্য মহৎ করেছে মানুষকে, এমন তো দেখিনি। পঙ্গু করেছে, পাত্র করেছে ভিক্ষার কিংবা তার চেয়েও যা খারাপ। ক্ষেত্র করেছে অবজ্ঞার-এই তো দেখে এলাম সারা জীবন। আমার বাপ-দাদাও তাই দেখে এসেছেন, এই গরিব দেশে।

আমাদের যত যত সমস্যা ও ব্যর্থতা, তার পেছনে যে দারিদ্র্য রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে কি? যেমন পরিবার পরিকল্পনা। ছোট পরিবার সুখী পরিবার-এটা সত্য; কিন্তু তারও চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে ধনী পরিবার মানেই ছোট পরিবার। পরিবার ছোট হলেই যে সুখী হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অসুখবিসুখ, ঝগড়াকলহ, মনোমালিন্য, অধিক আদরে ছেলেমেয়ে নষ্ট-ইত্যাদি সমস্যা থাকতেই পারে। থাকেই। অনেকে তো বিয়েই করতে পারেনি। নিজেই নিজের পরিবার এবং পরিবার পরিকল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ বটে, কিন্তু তেমন পুরুষ কিংবা মহিলা, বিশেষ করে মহিলা, নিজেকে আদর্শ মানুষ কিংবা স্বর্গসুখ ভোগকারী ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন, এমনটা মনে হয় না। আলাপ করে দেখুন, বিষণ্ন হয়ে ফিরে আসবেন। এদের অনেকেই দুঃখের প্রতিমূর্তি।

ব্যতিক্রম সর্বক্ষেত্রেই সম্ভব, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যাবে ধনী পরিবারেই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফল হয়েছে। দরিদ্রদের মধ্যে তা ব্যর্থ। যেজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যাচ্ছে না। শত চেষ্টা করেও কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোও এখন আগের

তুলনায় সচেতন, তাদের ক্ষেত্রেও পরিবার এখন ছোট হয়ে আসছে। তবে মধ্যবিত্তও ধনীই বটে, বিপুলসংখ্যক দরিদ্র মানুষের তুলনায় ধনী।

দরিদ্র মানুষ আগামী বছরের কথা দূরে থাক, আগামীকালের কথাই ভাবতে পারে না। তারা সকালে ভাবে দুপুরে কী খাবে, দুপুরে ভাবে রাতের কথা, এর বেশি ভাববার ক্ষমতাই রাখে না। মনে করে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। এই হতাশা সবকিছু অপহরণ করে নেয়। গরিব মানুষ উচ্চতর জীবনের স্বপ্ন রাতেও দেখে না, দিনে তো নয়ই। ভাবে, এরকমই ছিল আমার বাবার, বাবার বাবা, এরকমই থাকব আমি, থাকবে আমার সন্তান-সন্ততি। ভবিষ্যতহীন, চেতনাহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন এই মানুষদের কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করা যায় না, পরিবার পরিকল্পনাও নয়। এটা পরিবার পরিকল্পনার কর্মীরাও বোঝেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই বলেন না। জানেন বলে লাভ হবে না, ক্ষতি হবারই আশঙ্কা।

এখন দেশে শিক্ষার ব্যাপারে আগের আগ্রহ নেই। বিশেষ করে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষায়। এর কারণটাও ওই দারিদ্র্যই। মানুষ দেখতে পাচ্ছে লেখাপড়া শিখে লাভ হচ্ছে না। চাকরি হচ্ছে না। উপার্জনের আশা নেই। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রসমাজের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক হতাশা দেখা দিয়েছে। শিক্ষার ব্যাপারে অনীহা এবং ঠিক বিপরীতে সন্ত্রাসের ব্যাপারে আগ্রহ ওই হতাশারই দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বটে।

মৌলবাদও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত। দরিদ্র মানুষ ভরসা করবার মতো কিছু পাচ্ছে না, আশ্রয় নেই, বিচার নেই, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নেই, এরকম মানসিক অবস্থায় ইহ-জাগতিকতার চর্চা অসম্ভব। আমরা বিদ্যাসাগরের কথা জানি। বিদ্যাসাগরের পক্ষে ইহজাগতিকতার চর্চা অসম্ভব হতো, যদি গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ থাকতেন, যদি তাঁকে পরনির্ভর হয়ে থাকতে হতো। সেটা ছিলেন না বলেই ইহ-জাগতিক হয়েছেন, অন্যরা হননি, তারা মন্ত্র পড়েছেন এবং দক্ষিণা কী পাওয়া যাবে বা যাবে না তার হিসাব করেছেন।

আমরা যে ব্যাপক হারে ইহকালের ভূমি ছেড়ে জীবিত অবস্থাতেই পরকালের দিকে প্রবল বেগে ধাবিত হতে পছন্দ করি, তার কারণ আর কিছুই নয়, ইহকালের দুরবস্থা ছাড়া। কেবলি উচ্ছেদ হচ্ছি, উদ্বাস্তু হয়ে পরকালে জায়গাজমির দরদাম করছি। এই যে অন্তঃসারশূন্য আধ্যাত্মিকতা, এই যে ফকিরি, উদাসীনভাব, এ বড়ই বাস্তবিক সত্য; এবং তা বাস্তবিক কারণ থেকেই উদ্ভূত। এর পেছনে কোনো অলৌকিক অনুপ্রেরণা নেই।

আর দারিদ্র্য তো আজকের নয়, যুগযুগান্তের। সেই অন্তহীন দারিদ্র্য ব্যক্তির জীবনে এমন হীনম্মন্যতা তৈরি করে রেখেছে যে অবস্থা ভালো হলেও গরিবই থেকে যাই-মনের দিক থেকে। ঈর্ষা, অবিশ্বাস, ক্ষুদ্র স্বার্থের পাহারাদারি, কলহ, কোন্দল কেবল যে কাজ হয়ে দাঁড়ায় তা নয়, প্রধান বিনোদনেও পর্যবসিত হয়। অন্য কোনো আনন্দে অভ্যাস নেই, ঝগড়াফ্যাসাদ ভিন্ন। আজকাল আমরা দারিদ্র্যও বিক্রি করছি দেশবিদেশে। কিন্তু দরিদ্র মানসিকতা বিক্রি করতে পারব না।

কেউ কিনবে না। বৈষয়িকভাবে মোটেই অভাবে নেই, কিন্তু দেখলেই মনে হবে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। সাহায্য চাইছেন না, কিন্তু তবু মনে হবে চাইছেন। এরকম অবস্থাপন্ন কিন্তু তবু দুস্থ মানুষ কি আপনি দেখেননি, দেখেছি। আপনিও দেখেছেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস। দারিদ্র্য যখন কারও সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে কাটিয়ে ওঠা দুঃসাধ্য। টাকাপয়সায় কাটে না। এক প্রজন্মে কাটতে চায় না। আর আগের প্রজন্মে আমরা কে-ই বা কী ছিলাম, বাপ-দাদা কীই-বা রেখে গেছেন, অভাব ছাড়া? শুধু ব্যাধি কেন বলব, দারিদ্র্য অত্যন্ত কঠিন ও জটিল ব্যাধি।

তাই বলে কি আমরা ভোগবিলাসের পক্ষে? না, অতিরিক্ত ভোগবিলাস কিংবা অপচয় কোনোটারই পক্ষে নই আমরা। আমরা চাই সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবন, তাতে আনন্দ থাকবে, অবকাশ থাকবে, থাকবে সৃষ্টিশীলতা। ভোগবিলাসে সৃষ্টি নেই, দেওয়া নেই, কেবল নেওয়াই আছে। দারিদ্র্যের সংজ্ঞা যে আপেক্ষিক তা-ও জানি। তবু দারিদ্র্য যে কী বস্তু, তা বাংলাদেশের মানুষ আমরা যদি না বুঝি, তবে কে বুঝবে।

এর সঙ্গে গণতন্ত্রের শত্রুতা একেবারেই স্বভাবগত। গণতন্ত্র ও দারিদ্র্য একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বভাবের। গণতন্ত্রের একটি মূল বিষয় হচ্ছে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া; কিন্তু দরিদ্র মানুষ কী ভাগ করবে, অভাব ছাড়া। অভাব তো অবিভাজ্য, যারটা তারই থাকে, ভাগ করতে গেলে নেওয়ার লোক পাওয়া যায় না খুঁজে। নাম শুনলেই দৌড়ে পালায়। গণতন্ত্র প্রকাশ্য, আবার গোপনীয়। গণতন্ত্র সবল, দারিদ্র্য দুর্বল। গণতন্ত্র মানুষকে মেলায়, দারিদ্র্য বিচ্ছিন্ন করে। *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

প্রবাসীদের খাটো করে দেখা যাবে না

ড. ইউসুফ খান

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ১৫০টিরও বেশি দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা রেমিট্যান্স পাঠান, যদিও এর সিংহভাগ আসে মাত্র কয়েকটি দেশ থেকে। যেমন সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর উল্লেখযোগ্য। তবে উন্নত দেশের তুলনায় মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীরা বেশি রেমিট্যান্স পাঠান। ওই সব দেশের প্রবাসীরা ব্যক্তিজীবনে কোনো প্রকার ভোগ বিলাসিতা না করে শুধু নিজের খরচ বাদ দিয়ে পুরো টাকাটাই পরিবারের জন্য দেশে পাঠিয়ে দেন।

সৌদি আরব এখনো প্রবাসী আয়ের প্রধান উৎস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মোট যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসে তার প্রায় ৬৫ শতাংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে প্রচুর বাংলাদেশি শ্রমিক কর্মরত। শুধু সৌদি আরবেই বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় ২৪ লাখ। গোটা মধ্যপ্রাচ্য থেকে যে ৬৫ শতাংশ রেমিট্যান্স আসে তার ৪৮ ভাগই আসে সৌদি আরব থেকে।

এ কাঁচা সোনা রেমিট্যান্স আহরণের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি সম্ভাবনাময় দেশ বাহরাইন। পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে বাহরাইন অন্যতম ছোট রাষ্ট্র। লোকসংখ্যা মাত্র ১৬ লাখ। তন্মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ প্রবাসী শ্রমিক। যাঁদের মধ্যে আবার ভারতীয়দের সংখ্যাই বেশি। এর পরই বাংলাদেশের অবস্থান। কোনো সুনির্দিষ্ট স্ট্যাটিসটিকস না থাকলেও জানা গেছে ২ লাখেরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক বাহরাইনে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তন্মধ্যে নির্মাণকাজে নিয়োজিত শ্রমিক-শ্রেণির সংখ্যাই বেশি। বাহরাইনে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য কাজের যথেষ্ট সুযোগসুবিধা রয়েছে, যা দেশের অনেকের কাছেই অজানা। মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির বাজার বলতে তাঁরা শুধু সৌদি আরব, দুবাই এবং কুয়েতকেই বেশি বোঝেন। সরকারি পর্যায়ে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বাহরাইনে আরও জনশক্তি রপ্তানির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি। ব্যাংকে চাকরি করার সুবাদে রেমিট্যান্স বিজনেসকে আরও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকবার বাহরাইন ভ্রমণের সুযোগ ঘটে আমার। আর তখনই তাদের অর্থনীতি খুব কাছে থেকে দেখি। মরুভূমির দেশ হলেও সেখানে গাছপালার অভাব নেই, কৃত্রিমভাবে ট্রান্সপ্লান্টেশন করা হয়েছে। অনেক খরচের বিনিময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ করে ভারতের কেরালা থেকে উন্নতমানের মাটি এনে মরুভূমির ওপর বালুর স্তরকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আর এ কৃত্রিম মাটির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে ঝকঝকে সুন্দর সাজানো শহর। দুই পাশে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে কৃত্রিম উপায়ে রোপণ করা সবুজ গাছপালা ও হরেকরকম বাহারি বাগান বিশেষ করে শত শত খেজুর গাছ দেখলে বোঝার উপায় নেই, এটি মরুভূমির দেশ।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বাহরাইনিদের অয়েল ফিল্ড কম। তবে বাহরাইন তার তেল শোধনাগারের জন্য বিখ্যাত। সেখানে রয়েছে বিশাল বিশাল তেল শোধনাগার। মূলত সৌদি আরব থেকে কম দামে অপরিশোধিত তেল ক্রয় করে এবং তা পরিশোধিত করে বহির্বিশ্বে বিক্রি করে। এসব রিফাইনারি ইন্ডাস্ট্রি মোটা মোটা পাইপের মাধ্যমে সৌদি আরব থেকে প্রতিদিন ক্রুড অয়েল এনে তা রিফাইন করে বিক্রি করে। এ খাত থেকে বাহরাইন প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, যা সাধারণত সরকারি কোষাগারে জমা হয় এবং পরবর্তী সময়ে ওই অর্থ রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে বাহরাইনিদের পোয়াবারো। আর তখন প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রের পাশাপাশি জনশক্তি আমদানিও বাড়িয়ে দেয়। ও দেশে দালানকোঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া পর্যন্ত সব ধরনের কাজ তারা প্রবাসী শ্রমিক দ্বারা করিয়ে নেয় এবং নিজেরা বেশির ভাগ সময় আমোদফুর্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

বাহরাইনের প্রায় সব কর্মক্ষেত্রেই ভারতীয় নাগরিকরা একচেটিয়া বাজার দখল করে আছেন। তাঁদের বেশির ভাগ লোকই যেকোনো বিষয়ে দক্ষ এবং শিক্ষিত। এমনকি স্বল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যাঁরা, তারাও ভালো ইংরেজি বলতে পারেন। ফলে চাকরির ক্ষেত্রেও তাঁরা সাধারণত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুপারভাইজার পদে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। আর এসব সুপারভাইজারের মাধ্যমেই বাহরাইনিরা অন্যান্য দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশি শ্রমিকদের কাজ বুঝে নেয়।

বাহরাইনে যাঁরা আমির এবং শেখ তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই অর্থকড়ি ও মর্যাদার দিক থেকে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। অনেক শেখ বা সম্পদশালী ব্যক্তি আছেন, যাঁদের গ্রামের বাড়িতে শত শত বিঘা জমি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে যাঁদের চাষবাসের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরা সাধারণত এসব পতিত জমির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিপরীতে তা লিজ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন করে থাকেন। জমি লিজ নেওয়ার সময় যেসব প্রবাসী বাংলাদেশি ওই গার্ডেন বা কৃষি ফার্মের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেন তাঁকে বিভিন্ন জাতের সবজি উৎপাদনে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর পছন্দমতো আরও বাংলাদেশি নিয়োগ দেওয়া হয়।

বাহরাইনে ছোটবড় ও মাঝারি বিভিন্ন সাইজের অনেক গার্ডেন বা কৃষি ফার্ম রয়েছে, যা প্রবাসী বাংলাদেশিরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেখভাল করে থাকেন। দেখা গেছে একটি মাঝারি সাইজের কৃষি ফার্মে ৩০-৪০ জন বাংলাদেশি একত্রে মিলেমিশে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন। বাহরাইনে সারা বছরই বিভিন্ন জাতের সবজি চাষ হয়ে থাকে বিধায় তাঁদের যেন নিঃশ্বাস ফেলারও সময় নেই। শুধু কাজ আর কাজ। একটাই ভাবনা-দেশে ফেলে আসা পরিবারকে কীভাবে দুটো পয়সা পাঠাবে। জমির মালিককে প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখে অর্থ প্রদানের পরও বর্গাচাষি হিসেবে তাঁদের হাতে ভালো উপার্জন থাকে। ফলে একজন সাধারণ লোক তাঁর নিজ খরচ মিটিয়েও মাসে কমপক্ষে ৩০-৩৫ হাজার টাকা দেশে পরিবারপরিজনের কাছে পাঠাতে পারেন। আবার অনেকে আছেন এ কষ্টের উপার্জন থেকে প্রতি মাসে কিছু কিছু সঞ্চয় করে যখন একটা বড় ধরনের অ্যামাউন্ট হয় তখন পাশাপাশি একাধিক কৃষি ফার্ম লিজ নিয়ে থাকেন। এ মরুদেশ বাহরাইন আজ অনেকটাই সবুজে পরিণত হয়েছে। এ সবুজায়নের পেছনে বাংলাদেশি শ্রমিকদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রতিটি বৃক্ষের মূলে জড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ঘামের গন্ধ।

বাহরাইনে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বেশির ভাগই এসেছেন কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ঢাকার দোহার অঞ্চল থেকে। কনস্ট্রাকশনের কাজ ছাড়াও তাঁরা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানা গেছে, বর্তমানে অনেক বাংলাদেশি বাহরাইনের বিভিন্ন গার্ডেন বা কৃষি ফার্মে কাজ করেন। এমনই একটি গার্ডেন যার নাম 'বারবার গার্ডেন'। এটি ঘুরে দেখার সময় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি তা সহৃদয় পাঠকদের জন্য এখানে তুলে ধরছি।

'বারবার গার্ডেনটি বাহরাইনের ক্যাপিটাল সিটি মানামা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে কান্ট্রি সাইডে অবস্থিত। তবে ও দেশের গ্রাম আমাদের দেশের গ্রামের মতো নয়। প্রতিটি গ্রামেই রয়েছে সব ধরনের আধুনিক সুযোগসুবিধা। এ ছাড়া প্রায় বাড়িতেই রয়েছে তাদের নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট। এখানে আরেকটি বিষয় ব্যাখ্যা না করলেই নয়, তা হচ্ছে, আমাদের দেশে গার্ডেন বলতে আমরা সাধারণত ফুলের বাগানকেই বুঝে থাকি। কিন্তু বাহরাইনের কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার কিছুসংখ্যক বাড়িঘর ওই এলাকার নাম অনুসারে গার্ডেন হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। যেমন বারবার নামক এলাকার ৫০টি বাড়ি নিয়ে 'বারবার গার্ডেন' নামকরণ করা হয়েছে। একইভাবে নূর নামক একটি এলাকার ৪০টি বাড়ি নিয়ে 'নূর গার্ডেন' নামকরণ করা হয়েছে।

এ গার্ডেনগুলোয় যেসব বাড়িঘর রয়েছে তাতে বেশির ভাগই স্থানীয় বাসিন্দা অর্থাৎ বাহরাইনিরা বসবাস করেন। প্রায় প্রতিটি বাড়িসংলগ্ন যেসব পতিত জমি পড়ে থাকে বাড়ির মালিক তাতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের লক্ষ্যে প্রবাসী শ্রমিকদের কাছে লিজ দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশি ওয়ার্কার যাঁদের কৃষিকাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁরাই সাধারণত এ ধরনের কাজে নিয়োজিত থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের সবজি যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, আলু, মুলা, করলা, ঝিঙ্গা, শসা, টম্যাটো ইত্যাদি উৎপাদন করে থাকেন। আমাদের দেশে ঢাকা থেকে কুমিল্লা হয়ে চট্টগ্রাম অথবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে সিলেট যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে আমরা যে ধরনের বিভিন্ন জাতের সবজি চাষ দেখে থাকি, সুদূর বাহরাইনের বারবার গার্ডেনেও এমন সমাহার দেখেছি। তবে ওই দেশের সবজি আরও উন্নতমানের এবং চাষের পদ্ধতিও আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক। সব ধরনের প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ কতটুকু পানি, আলো, ফারটিলাইজার বা তাপমাত্রা প্রয়োজন হবে তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ণয় করা হয়ে থাকে বিধায় ও দেশের সবজি দেখার মতো হয়ে থাকে। তা-ই তো কঠোর পরিশ্রম এবং আধুনিক কৃষিব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে ওই দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিরা সবজি চাষে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন। মরুর বুকে শাকসবজি ফলিয়ে অনেকেই এখন স্বাবলম্বী এবং সফল উদ্যোক্তা।

মরুভূমির দেশে এই সতেজ, সবুজ, টাটকা সবজির ব্যাপক ফলন দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আর আমাদের দেশের লোকেরাই তা সুদূর বাহরাইনের কৃত্রিম মাটিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদন করছে। যে লোকগুলো নিজের দেশে অভাবের তাড়নায় পেটপুরে দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে পাননি এবং অন্যরা যাঁদের অবজ্ঞার চোখে দেখেছে, সেই *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্জ ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

রমরমা সময়ে মোহিত আলস্য

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

এনবিএ ফাইনাল নিয়ে টানটান উত্তেজনা শেষ হতে না হতেই বিশ্বকাপ। একই সময়ে বাড়ির পেছন আঙিনায় সবজি চাষ। সময় রমরমা বটেই। দৌড়ঝাঁপের বয়স হতেই শুনে আসছি বলখেলা, শুদ্ধ শব্দ ফুটবল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হওয়া অবধি লেখাপড়া, প্রেমপ্রেম সমান্তরালে সমানতালেই চলেছিল ফুটবল। ক্লাব সৃষ্টি, মাঠ তৈরি করতে গিয়ে গ্রাম্য রাজনীতির কুৎসিত দিকের সাথে মুখোমুখি পরিচয় হয়েছে এ সময়েই ফুটবল ক্লাব সৃষ্টি নিয়েই। কেউ অন্য রকম দাবি করে পূর্বেই করেছেন বলে বা লিখে কৃতিত্ব নেওয়ার অপচেষ্টা করলে তা নাকচ করে দেওয়াই সঙ্গত। রতনপুর-মাদারগড়ার ষাট দশকের তরুণ সমাজের উদ্যোগেই এমআর স্পোর্টিং ক্লাবের পত্তন হয়েছিল। দাবি সব মোকাবিলা করে এমআর ক্লাব পত্তন করা সম্ভব হয়েছিল। নজু-মিয়া, ছাবুমিয়ার সফল প্রয়াস জাম্বুরা পর্যায় উত্তরণে এলাকায় প্রাণচঞ্চল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এ ধারাবাহিকতায় ফুটবল বা সকারপ্রেম উজ্জীবিত এখনো এই আশি বছর বয়সে। বিশ্বকাপের উত্তেজনার মাধুর্যে, মহিমায়, ঝগড়াঝাটিতে সেই কৈশোর, তরুণ বয়সে যেন ফিরে যাই। লেখালেখি শিকেয় ওঠে। এ সময়ে এনবিএ, বিশ্বকাপ অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ের সাথে ঋতুচক্রের অমোঘ আকর্ষণে আমার এ আরেক নেশাড় সীমিত আকারে বহিরাঙ্গনে সবজি চাষাবাদের এ ভর মৌসুমে সবজি বাগান ও এর পরিচর্যা। এ কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং কাজে আমার ছোট বোন সবুতারা সাহায্য করে নিত্য, তাই বাঁচোয়া। এতসব সরগরম বিনোদনে লেখালেখির বেলায় চরম আলসেমিতে ভুগছি ইদানীং।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে প্রতিমুহূর্তের অনুষঙ্গ, সেখানে দুর্বল পক্ষ সমর্থনে আমি বরাবরই এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ফলাফল নৈরাশ্য, তবে হতোদ্যম হই না। মেসির তিন গোল দেওয়াটা আনন্দ দিয়েছে। তেমনি কেপ ভার্দে স্পেনের দুর্দান্ত টিমকে ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে, এতেও দারুণ পুলকিত হয়েছি। এশিয়া বা আফ্রিকার কোনো দল কি ফাইনালে পৌঁছাতে পারবে–এ ভাবনা নিত্যই তাড়িত করে। হয়তোবা জাপান, সাউথ কোরিয়া বা মরক্কো চমক দেখিয়ে দিতে পারে। এমনটি কায়মনোবাক্যে কামনা করি। আশা করতে দোষ কী! মেসির হ্যাটট্রিক, যুক্তরাষ্ট্রের আশাব্যঞ্জক শুরু, কেপ ভার্দের শক্তিশালী স্পেনের সাথে গোলশূন্যভাবে পয়েন্ট শেয়ার, ফ্রান্সের অনবদ্য নৈপুণ্য মোহিত করে। এরলিং হালান্ড কি মেসির সমকক্ষ হয়ে উদিত হবেন? কে জানে। বিস্ময় আর চমকের খেলা ফুটবল বা সকার। প্রতি মুহূর্তেই উত্তেজনা, অপার বিস্ময়, আনন্দ, আবার বুক-ভাঙা হতাশা! ডেমোক্রেটিক কঙ্গো রোনালদোর পর্তুগালকে ঠেকিয়ে রুখে দিয়ে পয়েন্ট সমান ভাগ নিলড় এ এক চরম উত্তেজনাকর খেলা ছিল। এ রকম চমক গত পাঁচদিনের খেলায় ঘটেছে, আরও ঘটবে বলা যায়। আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া খেলাটি কি হতে পারবে আমেরিকার ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রথম খেলাটির মতো? বিশ্বকাপের প্রতিদিনের প্রতিটি প্রতিযোগিতাই উত্তেজনায় ভরপুর, সংশয় আর আশাবাদের জন্ম দেয় খেলা চলাকালীন প্রতি মুহূর্তেই।

আজ খেলার ১৩ দিন পেরিয়ে গেল। মেসি তার কুশলী খেলা অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছে। ফ্রান্সের তুখোড় খেলোয়াড় এমবাপ্পেও এ পর্যন্ত ২০২৬ বিশ্বকাপে মেসির মতোই ৫টি গোল করেছে। পর্তুগালের স্টার প্লেয়ার তথা বর্তমানকালের সেরাদের অন্যতম ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এ মুহূর্তে (০৬/২৩/২০২৬) উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি গোলের ১টি করে ৩-০ গোলে এগিয়ে আছেন। তবে আজকের এ খেলাটি পর্তুগালের রাউন্ড অব ৩২-এ উন্নীত হওয়া নির্ধারণ করবে না। আজ পর্যন্ত ৭টি দেশ–মরক্কো, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, ফ্রান্স এবং কলম্বিয়া–রাউন্ড অব ৩২-এ উন্নীত হয়েছে। এ রাউন্ড শুরু হবে ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখ থেকে। সারা বিশ্ব উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে বিশ্বকাপ কে জিতে নেবে।

বাংলাদেশে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা–এ দুই দলের বিরাট সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে। নানান ধরনের উন্মাদনা, এমনকি প্রাণহ-ানির মতো ঘটনাও এ দুই দলের মধ্যে ফাইনাল খেলা হলে ঘটে থাকে। ফেসবুকে দেখলাম, বাংলাদেশে জমিজমা বিক্রি করে এক পিতা-ছেলের শখ মেটাতে ৭ মাইল লম্বা আর্জেন্টিনার পতাকা বানিয়েছে। শখ, জেদ আর প্রতিযোগিতার পাগল ফুটবলপ্রেম একসাথে চলে বিপর্যয়ের জন্ম দেওয়ার আরেক ঘটনা এটি নিশ্চয়ই!

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহ:
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতির উত্তরাধিকার

আবদুল লতিফ মাসুম

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ এবং সমৃদ্ধির চাবিকাঠি হলো তার দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে এমন কিছু কৌশলগত সিদ্ধান্ত রয়েছে, যেগুলোর গুরুত্ব কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল, দলীয় সংকীর্ণতা কিংবা সরকারের শাসনকালের সীমা অতিক্রম করে কালজয়ী 'রাষ্ট্রীয় দর্শনে' পরিণত হয়েছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি (Look East Policy) বা 'লুক ইস্ট' কৌশল তেমনই একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় দর্শন, যার গভীর ও কাঠামোগত প্রভাব আজও বাংলাদেশের কূটনৈতিক গতিপ্রকৃতিতে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। অর্ধশতাব্দী আগে স্নায়ুযুদ্ধের চরম উত্তেজনার পটভূমিতে যে কৌশলগত চিন্তার বীজ বপন করা হয়েছিল, বর্তমান সময়ে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া ও চীন সফরের মধ্য দিয়ে সেই দর্শনেরই একটি আধুনিক, সময়োপযোগী এবং বাস্তবমুখী প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিশীলতা এবং ভূ-অর্থনৈতিক উপযোগিতার নিরিখে এই সফর শুধু একটি কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারে এক যুগান্তকারী মোড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর সাধারণত একটি গভীর প্রতীকী, মনস্তাত্ত্বিক ও কৌশলগত বার্তা বহন করে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক পরাশক্তি মালয়েশিয়া এবং বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক মহাপ্রতিবেশী চীনকে বেছে নেওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা বা নিছক ঘটনাচক্র নয়। বরং এটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে একমুখী নির্ভরতার বৃত্ত থেকে বের করে এনে একটি সুপরিকল্পিত, বহুমাত্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ দিকে ধাবিত করার সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত। এই সফর স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, ঢাকা তার জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে কোনো নির্দিষ্ট ভূরাজনৈতিক অক্ষের অন্ধ অনুসারী হবে না, বরং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Strategic Autonomy) বজায় রাখবে।

১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর হাল ধরা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গভীর প্রজ্ঞা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে দেশকে বহুমাত্রিক ও বহুমুখী কূটনৈতিক পরিসরে নিয়ে যেতে হবে। তার কাছে পররাষ্ট্রনীতি কোনো আবেগনির্ভর ভাবাবেগ কিংবা অন্ধ আদর্শিক আনুগত্যের বিষয় ছিল না। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে দেখেছিলেন জাতীয় স্বার্থ, অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং কৌশলগত নিরাপত্তার একটি পরম বাস্তববাদী

হাতিয়ার হিসেবে। এই বাস্তবতাবোধ থেকে চালিত হয়ে তিনি একদিকে যেমন মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের অবসান ঘটিয়ে সম্পর্ক জোরদার করেন, অন্যদিকে তেমনি চীন, জাপান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্ব বৃদ্ধির ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মালয়েশিয়া সফর এবং পরবর্তীকালে আসিয়ান (ASEAN)-ভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সুনিপুণ যোগাযোগ বৃদ্ধি ছিল তার সেই বৃহত্তর দূরমুখী কূটনৈতিক কৌশলেরই অংশ। আজ থেকে পাঁচ দশক আগেই তিনি দূরদর্শিতার সঙ্গে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, আটলান্টিক থেকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ক্রমান্বয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন, এ অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক শুধু আনুষ্ঠানিক ও প্রটোকল-সর্বস্ব কূটনৈতিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; বরং একে বাণিজ্য ও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি, বিকল্প শ্রমবাজারের সম্প্রসারণ এবং কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করতে হবে। আজ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বা লাইফলাইন হলো যে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স, তার ভিত্তি মূলত রচিত হয়েছিল রাষ্ট্রপতি জিয়ার সময়কার দূরদর্শী কূটনৈতিক তৎপরতার হাত ধরেই। মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মীদের মর্যাদাপূর্ণ প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়ের 'লুক ইস্ট' নীতির সরাসরি ফসল হিসেবে, যা আজ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে টিকিয়ে রেখেছে।

একইভাবে, গণচীনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক নতুন এবং বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে তার ঐতিহাসিক চীন সফর ছিল বাংলাদেশের সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের জটিল ও বৈরী আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা মোটেও সহজসাধ্য কাজ ছিল না। কিন্তু জিয়াউর রহমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথের নিখুঁত সমীকরণ মেলাতে পেরেছিলেন। সমকালীন বাংলাদেশে চীন আমাদের বৃহত্তম একক বাণিজ্যিক অংশীদার এবং দেশের মেগা অবকাঠামো উন্নয়নের প্রধান কারিগরি ও আর্থিক সহযোগী। পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ, কর্ণফুলী টানেল (বঙ্গবন্ধু টানেল), পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বিভিন্ন মহাসড়ক উন্নয়নে চীনের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ল্যান্ডস্কেপকে আমূল বদলে দিয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতি জিয়ার পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে কালজয়ী ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল কৌশলগত ভারসাম্য। তিনি কখনোই কোনো একটি নির্দিষ্ট শক্তিকেন্দ্রের ওপর অতিনির্ভরশীলতা বা 'হেজেমনি'-এর পক্ষে ছিলেন না। তার প্রবর্তিত কূটনৈতিক দর্শন ছিলড়সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়; তবে তা হতে হবে জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বাস্তববাদী সম্পর্কের নিরিখে। তিনি ছোট রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বহুপক্ষীয়তাবাদের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই দর্শনেরই সবচেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক (SAARC) প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক উদ্যোগে। এর মাধ্যমে তিনি শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দিগন্তই উন্মোচন করেননি, বরং বৈশ্বিক মানচিত্রে বাংলাদেশকে একটি নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা রাষ্ট্রের কাতার থেকে তুলে এনে একটি উদ্যোগী, দূরদর্শী ও নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্র (Proactive State) হিসেবে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদতের পর, তার দেখানো পথ ধরেই পরবর্তীকালে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারও একই দূরদর্শী কূটনৈতিক ধারা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অনুসরণ করে। বিশেষ করে, ১৯৯১-৯৬ এবং ২০০১-০৬ মেয়াদে বিএনপি সরকার 'লুক ইস্ট' নীতিকে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করে এবং এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে। এ সময়কালে বাংলাদেশ চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ককে কৌশলগত ও বাণিজ্যিক দিক থেকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দেড় দশকের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ইতিহাসে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে সবচেয়ে বড় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে ভারতকে কেন্দ্র করে। ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ভূরাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণেই বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য এবং অনস্বীকার্য। তিন দিক থেকে ভারতবেষ্টিত বাংলাদেশের জন্য সীমান্ত নিরাপত্তা, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, কানেকটিভিটি, অববাহিকার অভিন্ন নদীর পানি *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

হিন্দুত্ববাদের দুর্গে তেলাপোকাদের হানা ও ভারতের নতুন রাজনীতি

সালেহ উদ্দিন আহমদ

দেশে দেশে শাসক ও সরকার পরিবর্তন নতুন কিছু নয়, আদিকাল থেকেই হয়ে আসছে। প্রাচীন গ্রিসে কোথাও রাজা আবার কোথাও মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী রাজ্য চালাতেন। যখনই তাঁদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিত, নতুন রাজা বা নতুন বুদ্ধিজীবীরা এসে ক্ষমতা দখল করতেন।

কোথাও কোথাও এখনো রাজতন্ত্র আছে। তবে পুরোনো রাজারা যে হারে বিদায় হচ্ছেন, সেই তুলনায় নতুন রাজা আসছেন না। মিসরের সাবেক রাজা ফারুককে যখন বিদায় নিতে হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, বিশ্বে শেষ পর্যন্ত মাত্র পাঁচজন রাজা অবশিষ্ট থাকবেনড়তাসের চার রাজা এবং ইংল্যান্ডের রাজা।

তাঁর কথাই হয়তো একদিন সত্য হবে। তবে রাজা চলে গেলেও রাজপ্রাসাদের দাবিদারের কমতি নেই। আমরা কথা বলব ক্ষমতা কীভাবে যুগে যুগে হাত বদলেছে এবং কীভাবে এখন জেন-জি ও তেলাপোকারাও ক্ষমতার ভাগীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক সময়ে যেখানে রাজতন্ত্র নেই, সেই সব দেশে নির্বাচনকে সরকার পরিবর্তনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু নির্বাচনের অনেক প্রকারভেদ আছে। রাজনীতিবিদেরা নিজেদের সুবিধার জন্য অনেক কিসিমের নির্বাচন উদ্ভাবন করেছেন। যেমন আনুপাতিক হারে নির্বাচন, মৌলিক নির্বাচন, রাতের নির্বাচন, তুমি-আমি নির্বাচন, হ্যাঁ-না নির্বাচন, বিরোধীদের বাদ দিয়ে নির্বাচন। তা ছাড়া কয়টা নির্বাচনই বা সুষ্ঠু হয়? অনুন্নত দেশগুলোতে অনেক সময় জনগণের এত ধৈর্য থাকে না যে পরের নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করবে, তার আগেই শুরু হয় সরকার পরিবর্তনের তোড়জোড়।

একসময় দেশে সরকার পরিবর্তন হতো সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল বা মার্শাল লর মাধ্যমে। দেশে অসন্তোষ দেখা দিলে কিংবা উপযুক্ত সুযোগ থাকলে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করত। আমাদের দেশেও অনেকবার মার্শাল ল হয়েছে। সেনাশাসকেরা কিছুদিন দেশকে শান্ত রাখেন। তারপর তাঁরাও রাজনীতিতে ঢুকে সিস্টেমের অংশ হয়ে যেতেন।

মার্শাল লর কার্যকারিতা নিয়ে মানুষের এখন আর উৎসাহ নেই। তাই বলে শাসকেরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না। এখন স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে যখন অসন্তোষ দেখা দেয়, আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

সাধারণত আন্দোলন শুরু করে ছাত্র ও তরুণেরা। তবে আন্দোলন যে সব সময় সফল হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। জনসমর্থন এবং আন্দোলনের ধার একটা 'সর্বোচ্চ সীমায়' না নিতে পারলে আন্দোলন সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আরেকটি ফ্যাক্টর হলো শাসকদের দমননীতি, সেটা যত ধারালো হবে জনগণের রোষ এবং অংশগ্রহণ তত বাড়বে।

আগে জেন-জি, তেলাপোকা এমন বাহারি নাম ছিল না। কিন্তু ছাত্র ও তরুণেরাই সব সময় আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকত। তবে জেন-জিদের সঙ্গে আগেকার তরুণদের পার্থক্য হলো, আগে আন্দোলনকারী তরুণেরা নিজেরা ক্ষমতার ভাগ চাইত না। তারা আন্দোলনের সফলতা তুলে দিত রাজনীতিবিদদের হাতে।

এখন জেন-জি, তেলাপোকাদের যুগ। তারা শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনে অবদান রেখে খুশি নয়, তারাও ক্ষমতায় যেতে চায় এবং দেশের পরিবর্তনে নিজেদের প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে চায়।

ইন্টারনেট যুগে জেন-জি সফলতার একটা বড় কারণ হলো, খুব কম সময়ে তারা বিপুল সমর্থকদের সংঘবদ্ধ করতে পারে। বাংলাদেশের জেন-জি জুলাই আন্দোলন গড়তে সময় নিয়েছিল সম্ভবত দুই সপ্তাহ। ভারতীয় তেলাপোকার খবর ছড়িয়েছে গত তিন-চার মাসে, এর মধ্যে বিপুল সাড়া মিলেছে। কিন্তু গতানুগতিক রাজনৈতিক দলগুলো যেমন তাদের কর্মীদের দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে পারে, জেন-জিরা তা পারে না। তারা সম্ভবত একটা মাইলস্টোন পার হলেই সমর্থক হারায়।

যে কয়টি দেশে পরিবর্তন এসেছে, তাতে মনে হচ্ছে জেন-জিরা সরকারে পরিবর্তন এনে যতটুকু বাহবা কুড়িয়েছে, সরকারে গিয়ে পরিবর্তন আনতে ততটুকু সফল হয়নি। প্রতিটি দেশে তার ভিন্ন ভিন্ন কারণ রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কারণ হলো অভিজ্ঞতার অভাব। দেশের শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন চাওয়া এক কথা, কিন্তু পরিবর্তন ঘটিয়ে সফল করা এক বিশাল দায়িত্ব।

বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলনকারীরা আমাদের চোখের সামনেই একটা সরকার পরিবর্তন করেছে এবং জনগণের অভূতপূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। তারা একটা অন্তর্বর্তী সরকার বসিয়ে দেশের আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। তাদের সেই চাওয়া যে অপূর্ণই থেকে গেল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের জেন-জিদের ব্যর্থতা নিয়ে খুব বেশি পর্যালোচনা হয়নি, যা হয়েছে তাও খুব খণ্ডিত।

আমি শুধু দুচারটি বিষয় তুলে ধরতে পারি। আমাদের জুলাই গণঅভ্যুত্থানকারী ছাত্রনেতারা প্রথম থেকেই নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। যদিও তাঁরা সবাইকে একটা বড় কোয়ালিশনের মধ্যে এনে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারকে বিতাড়িত করতে পেরেছেন, কিন্তু আন্দোলন সফল হওয়ার পরেই তাঁরা নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ইচ্ছাগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের সেই ইচ্ছাগুলো কখনো মবের আকারে ধরা পড়েছে, কখনো বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, আবার কখনোবা দেশের পরিবর্তনের চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে দৃশ্যমান হয়েছে। তাতে করে আমার মনে হয় আন্দোলনের পিউরিটি বা বিশুদ্ধতা জুলাই *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বাজেট ঘাটতি মেটাতে রাষ্ট্রীয় অপচয় বন্ধ করা জরুরি

হোসেন জিল্লুর রহমান

আগামী অর্থবছরের জন্য ৯ কোটি ৩৮ লাখ টাকার প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করা হয়েছে। আমরা বাজেট বক্তৃতা শুনলাম আর বরাদ্দ দেখলাম। আমি মনে করি, এখানেই বাজেটের শেষ নয়। এখানে আরও দুটি বিষয় যুক্ত করা সময়ের দাবি। একটি হলো, বাস্তবায়নের রোডম্যাপ। বাস্তবায়ন মানে কেবল এটা নয় যে, টাকা অনুযায়ী বরাদ্দ দেওয়া; বরং বরাদ্দের বিন্যাস। অর্থাৎ কোথায় খরচ হবে এবং কীভাবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি মনিটরিং। মানে বাজেট কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে, সময়ে সময়ে তার তদারকি। এখানে একটা সূচকের রূপরেখা তৈরি করা দরকার। তিন মাস পরপর তদারকি হতে পারে। জুনে বাজেট উপস্থাপন ও সংসদে পাস হয়ে যাওয়ার পর জুলাই থেকে বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ও সূচকের অগ্রগতির তদারকি শুরু হবে। এই তদারকি কিংবা সূচক নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরাও সরকারকে সহযোগিতা করতে পারি।

বাজেটে বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়। কিন্তু বৈষম্যের বিষয় আরেকটু কৌশলগত পর্যায়ে ঠিক করা দরকার। কেবল প্রান্তিক গোষ্ঠীর ওপর কিছু অতিরিক্ত ভাতা দিলেই হবে না। এখানে আরও গভীর মনোযোগ দিতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানেরও মূল স্পিরিট ছিল বৈষম্য নিরসন। বৈষম্যগুলো খাত অনুযায়ী দেখতে হবে। যেমন কৃষক বাজেটের সুফল পাবে কিনা। আমরা দেখছি, শিক্ষায় সরকার ওয়ান টিচার ওয়ান ট্যাবের কথা বলছে। গণস্বাস্থ্যে আমাদের কেবল চি-কিৎসক কিংবা ওষুধনির্ভর প্রাইমারি হেলথকেয়ার জরুরি না। আমাদের কম্প্রিহেনসিভ একটা কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ দরকার। অনুরূপভাবে শিক্ষায় ওয়ান টিচার ওয়ান ট্যাবের আওতায় প্রযুক্তিই সব সমাধান করে দেবে না। আমরা বারবার দেখেছি, যথেষ্ট প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকলে এবং সেই শিক্ষককে একটা মর্যাদার জায়গায় নিয়ে যেতে না পারলে এই প্রযুক্তি দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সমাধান করা যায় না।

বাজেট বক্তৃতায় ১০টি ভিশনের কথা বলা আছে। সেখানে বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি সেভাবে আসেনি। অথচ সফল বাজেট বাস্তবায়ন এর ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অধীনে যে ফ্যামিলি কার্ড বা কৃষক কার্ড দেওয়া হবে, সেখানে দক্ষ স্থানীয় সরকারের উপস্থিতি না থাকলে এসব কার্ডের সুবিধাভোগী নির্ধারণে সমস্যা থেকে যাবে।

বাজেট সাধারণত এক বছরের বিষয়। এবারের প্রস্তাব, যেমন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য। কিন্তু এবারের বাজেট বক্তৃতায় মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক কৌশলের কথাও আছে। এই মধ্যমেয়াদি কৌশল নির্ধারণে নতুন পরিস্থিতি আমলে নিতে হবে। যেমন কৃষির মধ্যে কী পরিবর্তন এসেছে; আমাদের গ্রামাঞ্চলে নতুনত্ব কী এসেছে; জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী ধরনের নতুন হটস্পট তৈরি হচ্ছে, তা জানা জরুরি। বাজেটের তৃতীয় অধ্যায়ে এই মধ্যমেয়াদি কৌশলের বিষয় এলেও সেখানে এসব বিষয়ে অতটা জোরালো বয়ান দেখিনি। এই বাজেট পাস হওয়ার পর বাস্তবায়নের রোডম্যাপে এগুলোর প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে।

শিক্ষায় কিছু সূচক এখন আর খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন কত শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক পর্যায় সম্পন্ন করেছে। আগে আমাদের এনরোলমেন্টের হার খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

জাতিসংঘের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল- এম-ডিজির সময়ে আমরা এনরোলমেন্ট রেট নিয়ে খুব খুশি ছিলাম। এখন কমপ্লিশন রেট নিয়েও আমরা খুশি, কিন্তু এটিই সব নয়। কারণ আমাদের শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি রয়ে গেছে। স্কুলের ১১-১২ বছর সম্পন্ন করার পরও অনেকের দক্ষতার মান পাঁচ-ছয় বছরের। এই ঘাটতি বোঝা জরুরি। শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বাড়লেও এই উপলব্ধি না হলে সংকট থেকে যাবে। কারণ কত শতাংশ শিক্ষা সম্পন্ন করল, তার চেয়ে জরুরি কত শতাংশ যথাযথ শিখন অর্জন করল। অনুরূপ কর্মসংস্থানের বিষয়ও ভাবতে হবে।

স্বাস্থ্য খাতেও অনুরূপ উদ্বেগের জায়গা আছে। আমরা যদি শুধু টেকনোলজি-নির্ভর কিছু জায়গায় বরাদ্দ ব্যয় করি আর পুরো প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করি তাতে পুরো বরাদ্দ খরচ হবে বটে, কিন্তু প্রত্যাশিত ফল আসবে না। বাজেট আরও বড় করে খরচ করার চেয়ে দক্ষভাবে খরচ করা গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে বাজেট বাস্তবায়নই বড় বিষয়। তবে এটা দুটো ট্রেনিং বেশি দিয়ে হবে না।

তিনটি রাষ্ট্রীয় ব্যাধি আমাদের সব সদিচ্ছাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে নাগরিকদের সদিচ্ছা, সরকারের সদিচ্ছা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা। এই তিনটি রাষ্ট্রীয় ব্যাধিকে আমাদের জোরালোভাবে আনা দরকার। দুর্নীতি নিয়ে খুব আলোচনা হয়। ১৫ টাকার খরচ ১৫ টাকা হলো কিনা, নাকি এর মধ্যে পাঁচ-ছয় টাকা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। এই রাষ্ট্রীয় ব্যাধি নিয়ে সবাই বলে এবং সিভিল সোসাইটিও এ বিষয়ে অনেক মনোযোগী। কিন্তু সমগুরুত্বপূর্ণ কিংবা আরও বড় দুটি রাষ্ট্রীয় ব্যাধিও বিদ্যমান। একটি হচ্ছে বাস্তবায়ন ব্যর্থতা। আমরা দেখেছি, ঢাকা ওয়াসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট তথা পানি শোধনাগার প্রকল্পের বরাদ্দ শুরু হয়েছে ২০১৫ সালে। এই প্রকল্পের জন্য ২০২৬ সালেও বরাদ্দ আছে। এই যে দীর্ঘসূত্রতা তথা সময়মতো শেষ করতে না পারা, এই বাস্তবায়ন ব্যর্থতাকে দুর্নীতির সমগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে আমাদের নিয়ে আসতে হবে এবং সেখানে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাধিটি হচ্ছে অপচয়। শুধু অপ্রয়োজনীয় খরচ নয়, বরং অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানও আমরা তৈরি করে বসে আছি, যা অপচয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সাম্প্রতিক একটা গবেষণা প্রতিবেদন বেরিয়েছে, সেখানে দেখা গেছে ১২২টির মতো রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য মাত্র ৩৭টি শুধু লাভজনক। এর মধ্যে ২২টায় কোনো কাজই হচ্ছে না অর্থাৎ অকার্যকর। কাল যদি এসব অকার্যকর প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে সেখান থেকে যে টাকা বাঁচবে, তা দিয়েও বাজেট ঘাটতি অনেকটা পূরণ করা সম্ভব। অপচয়ের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প একই মাপকাঠিতে দেখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণও বন্ধ করা দরকার। রাষ্ট্রীয় এসব অপচয় বন্ধ হলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমবে এবং বছর বছর ঘাটতি টানতে হবে না।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান: অর্থনীতিবিদ ও এক্সিকিউ-টিভ চেয়ারম্যান, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

মহররম মাস প্রেরণার বাতিঘর

জাফর আহমাদ

আরবী বর্ষ পরিক্রমার প্রথম ও সম্মানিত মাস মহররম। এটি 'আশহারুল হুরুম' হারামকৃত মাস চারটির একটি। মহররম মানে সম্মানিত। নামের মাধ্যমেই সম্মানিত ও মর্যাদা পরিস্ফুট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন হতে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তখন হতেই তাঁর নিকট মাসগুলির সংখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে বারটি। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। ইহা নির্ভূল ব্যবস্থা। সুতরাং তোমরা এ মাস সমুহে নিজেদের ওপর জুলুম করো না। (সুরা তওবা: ৩৬) হযরত আবু বাকারাহ রা: নবী স: থেকে বর্ণনা করেন, "বছর হলো, বারটি মাসের সমষ্টি, তার মধ্যে চারটি হলো অতি সম্মানিত। তিনটি হলো পরপর লাগোয়া জিলক্বদ, জিলহজ্জ ও মহররম আর জমাদুস সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব। (বুখারী:৩১৯৭,)

ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত ঘটনাসমুহ এ মাসেই সংঘটিত হয়েছে। এ মাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো ১০ই মহররম, যা আশুরা নামে অধিক পরিচিত। ইতিহাসের নানা ঘটনায় ভরপুর এ দিনটি। এদিন আল্লাহ তা'আলা মুসা আ: ও তাঁর কওমকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী স: মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। নবীজি বললেন, এটি কি? তারা বললো, এটি একটি ভালো দিন। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাইলকে তাদের দুশমনের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন। তাই মুসা আ: রোজা পালন করেছেন। রাসুলুল্লাহ স: বললেন, মুসাকে অনুসরণের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। অত:পর তিনি রোজা রেখেছেন এবং রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।(বুখারী: ই.ফা নং ১৮৭৮, আন্ত: নাম্বার: ২০০৪, কিতাবুস সাওম, বাবু সিয়ামে ফি ইয়াউমুল আশুরা, মুসলিম:২৫২৭)

আশুরার দিন রোযা রাখার ব্যাপারে রাসুল স: অনেকগুলো হাদীস সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হাদীসের বর্ণনা ছিল এ রকম যে, আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ স: বলেছেন, রমযানের সওমের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মহর্‌রমের সওম এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত।(মুসলিম: ২৬৪৫, আন্ত. নাম্বার ১১৬৩, ইফা:২৬২২, ই.সে:২৬২১ কিতাবুস সিয়াম, বাবু ফাদলি সাওমে মুহর্‌রম) এ দিনটিকে আহলে কিতাব তথা ইহুদী খৃষ্টানরাও বড় সম্মান করে। তাদের থেকে বৈচিত্র আনার জন্য আল্লাহর রাসুল স: নবম দিনেও রোযা রাখতে বলেছেন। এদিনে কি হয়েছে এ দিনে কি হবে তা বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং এ মাসে এ দিনে প্রেরণার একটি বাতিঘর রয়েছে, যেটিকে পাশ্চাত্য ও দেশীয় ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী ভেঙ্গে তথায় একটি রঙিন বাতিঘর স্থাপন করেছে। যাতে মুসলমানগণ কোন দিন সে প্রেরণায় উজ্জিবীত হতে না পারে। মুসলমান ষড়যন্ত্রমূলক রঙিন সেই বাতিঘরের ধাঁ ধাঁয় পড়ে ইমামের প্রতি সস্তা ভালবাসা প্রকাশে মাতম করে করে শুধু বুকই পাঠিয়েছে। কিন্তু সঠিক প্রেরণার ইতিহাস তারা জানতে পারেনি এবং নিজেদেরকে সেভাবে উজ্জিবীত করতে পারেনি।

আশুরায় দিনে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ট্রাজেটি হলো কারবালার মরু প্রান্তরে ইমাম হোসাইন রা: ও তার পরিবারের হত্যাকান্ড। পৃথিবী তার বিশাল বুকে যতগুলো দুঃখ আর বেদনাকে ধারণ করে এখনো ঠিকে আছে এবং যতগুলো মর্মান্তিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা ইতিহাসকে বার বার কাঁদায়, তন্মোধ্য শাহাদাতে কারবালা সর্বোচ্চ আসনকে সিক্ত করেছে। প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও নারী হযরত ইমাম হোসাইনের রাঃ শাহাদাতের ঘটনায় আন্তরিক দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করে থাকে। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সঃ প্রতি ঈমানের স্বাভাবিক প্রতিফলন এবং মানবতার প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

আমরা যদি ইমাম হোসাইন রা: এর মূল চেতনাকে

উপলব্ধি না করি, তবে তাঁর প্রতি ভালবাসার পরিবর্তে সুস্পষ্ট জুলুম করা হবে। কিয়ামাতের দিন ইমাম যদি তাঁর রক্তমাখা জামা আর ছেট্র শিশু বাচ্চাদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয় এবং আমাদের কাছে প্রশ্ন করে বসেন যে, আমি কি আমার ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য শহীদ হয়েছিলাম? তখন আমাদের কি কোন জবাব থাকবে ? সুতরাং আমাদেরকে সঠিক ইতিহাস এবং মহররমের সঠিক শিক্ষা জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমাদের কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। ইমাম যেই চেতনার কারণে তৎকালীন স্বৈরশশাসক ও জালিমশাহীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তা নিম্নরূপ:

নেতৃত্বের পালাবদলে ভূল :

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মুল কথা হলো যে সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন পর্যায়ে পদ দাবী করার বা চেয়ে নেয়া যাবে না, আবার দায়িত্ব এলে তা শরয়ী ওজর ব্যতিত অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সঃ আমাকে বলেছেন ঃ "তুমি নের্তৃত্ব চেয়ে নিবে না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নের্তৃত্ব লাভ কর তাহলে তোমাকে উক্ত পদের হাওয়ালা হবে। (সে অবস্থায় তুমি আলাহর কোন সাহায্য পাবে না।) আর যদি কোন রকম প্রার্থনা করা ব্যতিত তুমি নের্তৃত্ব লাভ করো, তাহলে আল্লাহর তরফ হতে তোমাকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে।"(বুখারী-মুসলিম) দ্বিতীয়তঃ এটি কেবলমাত্র পুরুষানুক্রমিক বা বংশ পরম্পরায় গদিনশিন হওয়া বা মনোনীত করারও কোন বিষয় নয়। রাসুল সঃ বলেছেনঃ "মুসলিম জনগনের সাথে পরামর্শ না করে কেউ কাউকে নেতা হিসেবে বায়আত করলে, সে বায়আত গ্রহণযোগ্য হবে না।"(মুসনাদে আহমাদ) এ ধরনের গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বের জন্য ইসলাম যে সমস্ড় বিষয়কে সামনে রাখার বা বিবেচনা করার ওপর গুরুত্বারূপ করা হয়েছে তা হলো:- নেতৃত্বের দায়িত্বভার অর্পনের প্রাক্কালে ব্যক্তির আল্লাহ ভীর্তি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, রাসুল সঃ এর প্রতি আনুগত্য, দ্বীনি ইলম, প্রজ্ঞা, আমানতদারী, নেতৃত্বের গুণাবলী, দূরদৃষ্টি, সুন্দর ব্যবহার ও মেজাজের ভারসাম্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ- "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, তোমাদের মধ্যে যে আল্লহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।"(সুরা আল হুজরাত-১৩) আল্লাহর কাছে যেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, তিনিই নেতৃত্ব পাওয়ার অধিক হকদার বলে মনে করি। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের তাক্ওয়া সম্পন্ন সমাজের উন্নতির দুয়ার খুলে দেয়ার ওয়াদাও করেছেন। ইসলাম নেতৃত্ব পরিবর্তন বা নেতৃত্ব বাচাই করার যে নিয়ম বা পন্থা বলে দিয়েছে, এটিই অত্যন্ত সুষমপন্থা। এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র সকল প্রকার বিকৃতি থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এ পন্থা বাদ দিলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি ও স্বেচ্ছাচারিতা বাসা বাধেঁ। ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সকল স্তরে অশান্তি আর অস্থিরতা প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্বেষ,পেশীশক্তি, সংকীর্ণ গোত্র বা বংশ মর্যাদা এবং কুৎসীত ঘরোয়া প্রতিদ্বন্ধীতা ও সংঘর্ষ দানা বেধেঁ উঠে। নেতৃত্বের পালাবদলের যে নিয়ম ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে, নেতৃত্ব সেই নিয়মই মানতে হবে। হযরত হোসাইন রাঃ যেহেতু একজন বিচক্ষণ, শরীয়তের অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি, হযরত রাসুলে আকরাম সঃ, হযরত আলী রাঃ ও হযরত ফাতিমা রাঃ যাকে কোল-পিঠে করে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। যার শৈশব থেকে বার্ধক্য দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের উন্নত পরিবেশে। যিনি রাসুল সঃ ও আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর থেকে হযরত আলী রাঃ পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক বিশেষত্ব নিজ চক্ষে অবলোকন করেছেন। যিনি ভালো করে জেনেছেন এবং দেখেছেন ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের পালাবদলের নিয়মতান্ত্রিক রূপরেখা। তিনি তৎকালিন শাসকবর্গের ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দিক পরিবর্তনের ব্যাপারটি সহসাই বুঝতে পারেন এবং নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে এর করুন পরিণতির চিন্তা করেন। তাই তিনি দ্রুতগতিসম্পন্ন দিকবিভ্রান্ত গাড়ী থামিয়ে তার সঠিক লাইনে পরিচালিত করার জন্য নিজের জান কোরবান করে দেন।

২. জুলুম ও স্বৈরশাসকের প্রতিরোধ:

অবৈধভাবে নেতৃত্বের পালাবদলের কারণে নেতৃত্ব জুলুমতন্ত্র কায়েম হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল স্তরে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি, স্বেচ্ছাচারিতা, অশান্তি আর অস্থিরতা প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্বেষ, পেশীশক্তি, সংকীর্ণ গোত্র বা বংশ মর্যাদা এবং কুৎসীত ঘরোয়া প্রতিদ্বন্ধীতা ও সংঘর্ষ দানা বেধেঁ উঠে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ চরমভাবে অসহায়, মানবিক অধিকার বঞ্চিত দাসানুদাসে পরিণত হতে থাকে। রাজতান্ত্রিক শাসনের ফলে জনগণের ওপর মর্মস্পশী স্বৈরচারী শাসন পরিচালনা হতে থাকে এবং আল্লাহর বিধি-বিধানকে বিভিন্নভাবে অবহেলিত হতে থাকে। রাষ্ট্রের সহায়তায় মদ ও বারের আসন জমজমাট হতে থাকে। যেসব প্রতিষ্ঠানে আল্লাহর নাম উচ্চরিত হয়, সেগুলো গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। নেতৃত্ব যা চিন্তা করে, যুক্তিকতা সকলকেই মেনে নিতে হয়। যখন বলে দিয়েছে, তখন আর সে বিষয়ে জনগণের কিছু বলবার সুযোগ থাকে না। তার কথাই হবে আইন, জনগণ তা অকুণ্ঠিত মনে ও নির্বাক চিত্তে মেনে নিতে হবে। তার শাসনের যাঁতাকলে জনগণ নির্বোধ বনে যায়। কেউ তার স্বাধীন বিমুক্ত চিন্তা-বিবেচনা শক্তিও প্রয়োগ করতে পারে না।

৩. বর্তমানের স্বৈরতন্ত্র :

আন্তর্জাতিক স্বৈরাচারঃ একটি হলো আন্তর্জাতিক স্বৈরাচার। সে দুর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে বিভিন্ন অজুহাত তথা 'গণতন্ত্র পুণরুদ্ধার' 'সন্ত্রাস দমন' ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দেশে যেখানে যেটি প্রযোজ্য সেটি ব্যবহার করে মূলতঃ তারাই সন্ত্রাস করে যাচ্ছে এবং জোর পূর্বক নিজেদের স্বৈরতান্ত্রিক ও জুলুমতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোশেশ করছে। অন্যদিকে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে গায়ের জোরে পৃথিবীর মানবতার সাথে পাশবিক আচরণ করছে। এরা দেশের সীমানা প্রাচীর অতিক্রম করে মরণাস্ত্র নিয়ে অন্যের প্রাচীরের ভেতর প্রবেশ করার জন্য কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। অন্যের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্বকে যে কোন সময় তছনছ করে প্রবেশ করার অধিকার তার রয়েছে। কারো নিন্দা জ্ঞাপণ বা আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনকে সে পরোয়া করে না। এরা পৃথিবীর দেশে দেশে বহু দালাল ও লোভী শ্রেনীর স্বৈরাচার সৃষ্টি করেছে। তাদের সহযোগীতা নিয়ে বর্তমানে দেশে দেশে নিরীহ মানবতার রক্তের হোলী খেলায় মেতে উঠেছে।

দেশীয় স্বৈরাচারঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঁকা পথে ক্ষমতারোহী কিছু শাসক রয়েছে যারা স্বৈরাচারী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরা সাধারণত আন্তর্জাতিক স্বৈরাচারের দোসর অথবা দালাল অথবা উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে থাকে। কোন কোন দেশের শাসক পার্শ্ববর্তি দেশের সমর্থন ও সহগোগীতা নিয়ে জনগণের ওপর শাসন চালায়। দেশের সম্মানিত লোকদের অপমানিত করে। পরবর্তি ক্ষমতারোহনের পথে যারা হুমকী, তাদের জেল-জরিমানা, জুলুম-নির্যাতন এমনকি দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৪. আমাদের করণীয়:

ইমাম হোসাইন রা: শাহাদাত আমাদের জন্য প্রেরণার বাতিঘর। আমাদেরকে ঈমামের শাহাদাতের মুল উদ্দেশ্য ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতি সংরক্ষণের জন্য ইমামের শাহাদাত ছিল এক ঐতিহাসিক নযরানা। আমাদেরকে প্রথমতঃ ইসলামী সমাজ বিনির্মানের পথে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই ইমামের প্রতি ভালবাসার যর্থার্থতা প্রকাশ পাবে। মনে রাখতে হবে এ পথে বাঁধ সাজবে পৃথিবীর তাবত তাগুতী শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। ইমাম হোসাইন রা:-এর মতো দৃঢ় ঈমান নিয়ে আমাদেরকে এ সকল শক্তির মোকাবেলায় এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশ কেন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলতে পারে না

সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ

বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আসর বিশ্বকাপ ফুটবল। বিশ্বকাপ এতটাই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু যে যুদ্ধের মতো বিষয়কেও তা ছাপিয়ে যায়। এর চেয়ে বড় বৈশ্বিক আসরের কথা চিন্তাও করা যায় না। অথচ দুনিয়ার ৪৮টা দেশ এই চলমান টুর্নামেন্টে অংশ নিলেও অংশ নিতে পারছে না পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দুটি দেশ ভারত আর চীন। যদিও এই দুই দেশে বিশ্বকাপ নিয়ে মাতামাতির অভাব নেই। বিশ্বকাপের ধারেকাছেও নেই অষ্টম জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। দেশটির জন্য অবশ্য আরেকটা বড় লজ্জা আছে, বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মানুষের দেশ, যারা কখনো অলিম্পিকে একটা পদকও জেতেনি। অথচ দেড় লাখ লোকের কুরাসাও বিশ্বকাপ খেলে, মাত্র ৩৪ হাজার লোকের দেশ স্যান ম্যারিনো অলিম্পিকে পদক পেয়েছে। আধুনিক যুগে একটা দেশের শ্রেষ্ঠত্বের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি খেলাধুলা। কেবল যে পদক জেতা বা বড় আসরে খেলা তা-ই না, খেলাধুলা জাতি গঠনে ও পরিচয় নির্মাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। পরিসংখ্যান বলে যে খেলাধুলার অর্জনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ তলানির দিকে। অথচ এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে ফুটবল নিয়ে মাতামাতির শেষ নেই।

বিশ্বকাপ এলেই গোটা দেশ ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনায় ভাগ হয়ে যায়, বড় বড় পতাকায় ছেয়ে যায়। খোদ আর্জেন্টিনার চেয়ে এই দেশে আর্জেন্টাইন সমর্থক বেশি, হয়তো পাগলামিও। কিন্তু বাংলাদেশ কেন বিশ্বকাপ খেলতে পারে না? অতি সংক্ষেপে আলাপ করা যাক। ইউরোপে ফুটবলের উত্থান হয়েছে শিল্পবিপ্লবের পর জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে জীবিকার খোঁজে শহরে যাওয়া শ্রমিক শ্রেণির হাত ধরে। নিজেদের পরিচয় খোঁজার তাড়নায় ক্লাব গঠন করেছে অথবা বিভিন্ন ক্লাবের সমর্থক হয়েছে। এশিয়ার দেশগুলো ঐতিহাসিকভাবেই ছিল কৃষিভিত্তিক। একটা সময় একটা বড় অংশের মানুষ শহরে এসেছেন, কিন্তু তাঁরা শহুরে হননি বরং গভীরভাবে নিজেদের গ্রামীণ শিকড় বজায় রেখেছেন। ফলে ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার যে ঢল দেখা যায়, সেই সব মানুষ শহুরে ক্লাবের সঙ্গে তেমন শক্তভাবে একাত্ম হননি। পশ্চিমবঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান আর মোহামেডান ঘিরে যে আত্মপরিচয়ের টান, সেটা হয়েছে দেশভাগের মতো ঘটনার কারণে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে তো আবাহনী আর মোহামেডান নিয়ে উত্তেজনা ছিল। *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

চোরের অভিমানী চিঠি

সাঈদুর রহমান লিটন

ফুটবল আমার দুর্বলতা। ছোটবেলা থেকেই খেলা দেখতে ভালোবাসি। মাঠে নেমে খেলতে পারিনি কখনো। অল্প বয়সে প্যারালাইজড হয়েছিলাম। সেই আঘাতের রেশ আজও পায়ে রয়ে গেছে। মন চাইত বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে দৌড়াতে, গোল দিতে, উল্লাস করতে। কিন্তু নিয়তি আমাকে দর্শক বানিয়ে রেখেছে। তাই খেলা দেখে দেখে দইয়ের সাধ ঘোলে মেটাই।

সেদিনও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

বিশ্বকাপ ফুটবলের উত্তেজনা তুঙ্গে। স্পেন বনাম সৌদি আরবের খেলা। আর্জেন্টিনা আমার প্রথম প্রেম হলেও স্পেনের খেলাও আমার ভীষণ পছন্দ। তাই টেলিভিশনের সামনে বসে এক মিনিটও চোখ সরাইনি।

রাত বাড়ছিল। বাড়ির সবাই একে একে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি খেলার নেশায় ডুবে আছি। বারান্দার গ্রিলে তালা দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু পাশের কিচেন রুমের দরজার কথা মাথায় ছিল না।

খেলা শেষ হলো প্রায় রাত একটা নাগাদ। স্পেনের জয়-পরাজয়ের হিসাব মাথায় নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, টেরই পাইনি।

হঠাৎ রাত তিনটার দিকে আমার স্ত্রী আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল। স্ত্রীর নাম মনোয়ারা রহমান। তবে আমি তাকে আদর করে ভানুমতী বলি। সে নাম শুনে সে মুচকি হাসে। কোনোদিন আপত্তি করেনি। ভানুমতীর কণ্ঠে অদ্ভুত আতঙ্ক।

শোন, আলমারির ড্রয়ার নাই!

আমি আধো ঘুমে বললাম,

কী বলো?

সত্যি বলছি, ড্রয়ারটাই নাই!

ঘুম যেন মুহূর্তেই উড়ে গেল। তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়ালাম। গিয়ে দেখি সত্যিই আলমারির ড্রয়ার উধাও।আমার বুকের ভেতর ধুকপুকানি শুরু হলো।

বারান্দার পাশের কিচেন রুমে গিয়ে দেখি, ড্রয়ারটি সেখানে পড়ে আছে। তার ভেতরের কাগজপত্র সব এলোমেলো। আমার মানিব্যাগ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মেঝেতে। ভানুমতীর ভ্যানিটি ব্যাগও সেখানে।

ঘটনা বুঝতে আর বাকি রইল না।

চোর মহাশয় যখন আমি খেলা দেখছিলাম, তখনই নিশ্চয় ঘরে ঢুকে কোথাও লুকিয়ে ছিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর ধীরে সুস্থে তার কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন।

খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেল, খুব বেশি কিছু নেননি। মানিব্যাগে থাকা আড়াই হাজার টাকা গেছে। কয়েক বছর ধরে মাটির ব্যাংকে জমিয়ে রাখা টাকাগুলোও উধাও। ছেলের ব্রিফকেস থেকে কিছু জামা-প্যান্ট নিয়েছেন। এমনকি ছেলের এক জোড়া বুটও ছাড়েননি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলোড্রয়ারে থাকা দুটি মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, এমনকি আরও কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে। চোরের রুচি যে বেশ বিচিত্র, তা বুঝতে বাকি রইল না। আমরা যখন ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করছি, তখন টেবিলের নিচে একটা রঙিন কাগজ চোখে পড়ল। ভাঁজ খুলতেই দেখি লাল কালিতে লেখা একটি চিঠি।

স্যার,

আপনার ছেলের বিয়েতে দাওয়াত পাইনি। তাই দাওয়াতের টাকা নিজ দায়িত্বে নিয়ে গেলাম। এতে কোনো অভিযোগ থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আমরা নিজেরাই, বাজার করে, রান্না করে খেয়ে নেব, তাই চিন্তার কিছু নেই। ভবিষ্যতে এমন ভুল যেন আর না হয়, সে বিষয়ে অনুরোধ রইল।

ইতি,

একজন অবহেলিত “অতিথি” (চোর নয়)

কিছুক্ষণ আমি আর ভানুমতী একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর কে আগে হাসবে, সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

চোর টাকা নিয়েছে, বুট নিয়েছে, জামা নিয়েছে- সাথে রেখে গেছে মনে রাখার মতো গল্প।

সেই রাতের পর বহুবার ভেবেছি, জীবনে নানা ধরনের চোর দেখেছি, গল্পেও পড়েছি, কিন্তু এমন ভদ্র, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এবং হিসাবি চোরের দেখা আর পাইনি। সে চুরি করেছে ঠিকই, কিন্তু অভিযোগের সঙ্গে নিমন্ত্রণ না পাওয়ার অভিমানও জানিয়ে গেছে।

ধরাছোঁয়ার বাইরে

আশরাফ আহমেদ

নাগালের বাইরে থাকে যারা
যেমন আকাশের তারা
গহীন সমুদ্রে বসতি যাদের
সেই সব জীবজন্তু মাছেদের
বিশ্বাসের বলয়ের বাইরে থাকা নারী
ছোট বেলায় গল্প শোনা অপরূপ পরী।
রাক্ষসখোক্কস কালো ভূত কৃষ্ণকলি
কলসী থেকে মুক্তি পাওয়া মহাবলী
যা কিছু দেখি তাই সত্যি মানি
অনুভবে গলে গেলেও অলীক দামিনী
নানী দাদীর মুখে শোনা সব কল্প কাহিনী।
বেহুলা লখিন্দরের প্রেম কাহিনী অনবদ্য
সবটা নয়, খুশী হয় না সর্পরাণী পেয়ে নৈবেদ্য।
রাগী আর হিংসুটে সর্পরাণী সদা হিসহিস
প্রেমসুধা বুঝেনা অকাতরে ঢেলে দেয় বিষ।

সত্য-মিথ্যার সংঘাত চিরন্তন চিরকাল

আবুল বাশার

সত্য-মিথ্যার সংঘাত চলে, চিরন্তন চিরকাল,
মিথ্যার প্রাসাদ চুর মার করে, সত্যের বজ্রজাল।
যুগে যুগে জালিম যতো গড়েছে,মিথ্যার সিংহাসন
সত্যের তোপে ধুমড়ে পড়ে, তাদের মিথ্যা আস্ফালন।
সত্য কখনো নোয়ায়না মাথা,অত্যাচারের ভয়ে,
রক্তমাখা পথ পেরিয়ে ফিরে,বিজয়মালা লয়ে।
মিথ্যা যতই পোষ পোষ করে,বিষাক্ত নাগিনীর মতো,
সত্যের মাত্র একটি ধ্বনি,কাঁপে মিথ্যার দূর্গ শতো।
ফিরআউনের মুকুট কোথায়?,কোথায় নমরুদের দাম্ভিকতা?
সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেছে তাদের, অহংকারের বারতা।
সত্যের ডাকে মূসা বুক চেতিয়ে উঠে,ভাঙে জুলুমের দেয়াল,
সত্য অমর হয়ে জ্বলে যুগে যুগে, শিরদাঁড়া সোজা করে অবিচল।
মিথ্যা আজও মুখোশ পরে,ন্যায়ের বেশে ঘোরে,
প্রতারণার রঙিন মেলা সাজায়,শহর নগর জুড়ে।
কিন্তু যখন জেগে ওঠে, বিবেকের দীপ্ত শিখা,
মিথ্যার দুর্গ ভস্ম হয়ে যায় ধ্বসে পড়ে তার অহমিকা।
সত্য মানে প্রতিবাদী কণ্ঠ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো,
সত্য মানে শৃঙ্খল ভেঙে,মুক্তির গান শোনানো।
সত্য মানে মাথা উঁচু করে কথা বলার, দুর্বার পণ
মিথ্যার চোখে চোখ রেখে, সত্যের সাহসী উচ্চারণ।
হে সত্যের সৈনিক,জাগো! ভাঙো ভীরুতার জাল,
মিথ্যার সাথে আপস নয়,যুদ্ধ চলে অনন্তকাল।
ঝড়ের বুকে দীপ জ্বেলে এগিয়ে চলো,নির্ভীক প্রাণ,
সত্যের পতাকা হাতে নিয়ে গড়ো,ন্যায়ের নতুন ভুবন।
সত্যের সূর্য অবিণাষী,যায় না অস্ত কোনোদিন,
মিথ্যার রাত যতোই দীর্ঘ হোক, ভোর হবে হবেই একদিন।
সত্য-মিথ্যার সংঘাত চলে, কালের পর মহাকাল।
শেষ বিজয় সত্যেরই হবে, সত্যই ইতিহাসের জ্বলন্ত মশাল।

সবুজ প্রাণে

মাসুদ রানা

গাছের ডালে শালিক ডাকে
পোকা মাকড়ের আশায়,
বৃষ্টি জলে পদ্মপুকুর
কচুরিপানা ভাসায়।
নতুন ধানের মাঠের ঘ্রানে
নতুন মেহমান আসে,
আমার গাঁয়ে সবুজ শ্যামল
লতা পাতায় হাসে।
পাখির গানে সবুজ প্রাণে
লতা পাতার ছায়া,
সোনার বাংলা সবুজ ঘাসে
রবি হাসে মায়া।
দোয়েল শ্যামা শালিক ছানা
গাছের থাকে ডালে,
ধানের ক্ষেতে পোকা মাকড়
প্রজাপতি আলে।
হাওয়ায় ভাসে কাশবনে ফুল
নীল আকাশে উড়ে,
শৈশব কালে নাটাই হাতে
ঘুড়ি উড়ে ঘুড়ে।

বাবার কষ্ট

মহসিন আলম মুহিন

মনটা সকাল থেকে খুবই খারাপ,
নেই আগের সেই রুদ্র’ প্রতাপ।
শক্ত সামর্থ্য দেহখানি আজ অচল,
কণ্ঠে নম্রতা সব কিছু তার বিকল।
খানা খাবার নেই কোন চাহিদা,
কথা বলে না বেশী বেশী সর্বদা।
পান খাবেন সেখানে আছে নিষেধ,
আজ প্রথম শুনি নেই তাতে ‘খেদ;
চোখে দেখে না হঠাৎ কোন জিনিস,
কান্না আসছে হৃদয় জুড়ে নালিশ।
এই অবস্থা কেন আজ অস্ত বেলায়,
তার এত কষ্ট যে ‘হৃদে রক্ত ঝরায়।
ওহে মহান প্রভু কর তুমি মার্জনা,
ভাল প্রদান করো দাতা রাব্বানা।
প্রভু সব দুঃখের তুমিই করো সমাধা-
দাও ফিরিয়ে চোখের জ্যোতির স্বল্পতা।
নিজ থেকে যেন পারে চলতে ফিরতে,
দুটি নয়নে সদাই পায় যেন দেখতে।
করো মার্জনা যত পাপ অতীতের,
হে আল্লাহ লাগব করো-সব কষ্টের।।

আমার অস্তিত্ব

কাজী শামসুল হক

রাত গভীর হলে পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে
ঘুম তখন দেহের, রূহের নয়।
দূর থেকে আমাকে লাশ বলে মনে হয়,
কারণ চোখ কেবল যা থেমে আছে, তা ই দেখে।
কিন্তু যে কাছে আসে, সে জানে
মৃত্যু মানে নিঃশব্দ হওয়া, নিঃশেষ হওয়া নয়।
সে অন্ধকারে কান পাতে,
শোনে এক স্পন্দন, যা হৃদয়ের নয়, চেতনার।
এই স্পন্দন বলে দেয়,
ঘুম ও মৃত্যু একই দরজা,
একটি পৃথিবীর দিকে বন্ধ হয়,
অন্যটি সত্যের দিকে খুলে যায়।
আমি তাই নিঝুম নই।
আমি আছি সেই জাগরণে,
যেখানে দেহ থেমে যায়, অথচ অস্তিত্ব জেগে থাকে,
আর রূহ নিজের দিকে ফিরে আসে।

নগ্নতা জরা আর মৃত্যুর রাতে

(কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে)

নূরুল মোস্তফা রইসী

‘বিদ্রোহী’ শব্দটি উচ্চারিত হতেই
যেমন কাজী নজরুল,
‘চব্বিশ’ বলতেই যেমন
আবু সাইদ, মুগ্ধ, ইয়ামিন,
আর সহস্র প্রাণের বলিদান।
‘পাঞ্জেরী’ বলতেই তেমনই
হে সিপাহসালার, কবি,
তোমার বিপ্লব-শানিত
স্বর্ণ ঈগল চোখ প্রশ্ন করে,
রাত পোহাবার কত দেরি?
হে রেনেসাঁর তূর্য বাদক,
তোমার অনিবার্য উপস্থিতির শূন্যতায়
ভ্রান্ত সোঁতায় আজও ঘুরপাক খায়
মানবতার কিশতি! আসেনা প্রভাত!
চারিদিকে জরা, মৃত্যুর উলঙ্গ রাত!
আমরা হারিয়েছি অগ্নিবীণা,
আগলে রাখিনি সাত সাগরের মাঝি,
পাঞ্জেরী বা সিন্দাবাদ।
কেউ কি আছো রাহবার?
এসো ফের যাত্রা করি
হিরন্ময় আলোকোজ্জ্বল
সিরাজুম মুনিরার দেশেড়
আত্মার লালিত স্বপ্ন
হেরার রাজ তোরণে।

ঐতিহ্য ঘেরা বাঙালি

মো. নজরুল ইসলাম

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি
ঐতিহ্যে ঘেরা বাঙালি
হাজারো বছর পুরোনো
ঐতিহাসিক রাখালি।
ইতিহাসে সাক্ষী আছে
বাংলা মায়ের প্রীতির,
ধ্রুপদী ভাষার আলো
বাংলা সাহিত্য গীতির।
বাংলা সাহিত্য অনন্য
সঠিক মর্যাদা লাভে,
আজ প্রতিষ্ঠিত জাতি
বিভেদ ভুলানো খাবে।
বঙ্কিম, রবীন্দ্র, কাজী
সোনার বাংলার ভাষা,
সাহিত্য সংস্কৃতি যতো
অমূল্য সম্পদে ঠাসা।
প্রাচীন ঐতিহ্য বাংলা
আধুনিক কালে দীপ্ত,
সমৃদ্ধ তাঁর সংস্কৃতি
সাহিত্যে ও পরিতৃপ্ত।
আজকের গুণীজনে
প্রচারে লাভ প্রসার,
বিবর্তিত ভাষা প্রেমি
বাংলা নয়কো অসাড়?
অত্যুৎসাহী মানুষের
ইংরেজি প্রীতি প্রেমে,
আদিম ভাষা নগন্য
ভাষাপ্রেমি নয় থেমে।
শহীদ, গাজী’র ভ্রমে
সাহিত্য আর সংস্কৃতি
শুভানুধ্যায়ী প্রয়াসে
ভাষা উন্নয়নে প্রীতি।

অদৃশ্য কাব্য

সফিউল্লাহ আনসারী

চিলেকোঠায় বর্ষা ভিজিয়ে দিয়ে যায়
জলের গানে গানে মনের মানচিত্র,
অপেক্ষার প্রহর চপল ছন্দে ছড়ায়
টিপটাপ আবহ সংগীত; আষাঢ় এখন।
নিষেধাজ্ঞা কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ম
উপেক্ষা করে ইচ্ছে খেয়া ভাসিয়ে নিয়ে যায়
ভাবনার ঢেউয়ে; উষ্ণতা সমৃদ্ধ চুম্বনের
সচকিত উন্মাদনায়, চলো মিলিত হই এই বর্ষায়।
তোমার নীরবতার অদৃশ্য কাব্যে
আমি দোয়েলের শিস,
কদমের সৌন্দর্যে মুগ্ধ বৃষ্টির জল
সকল মুগ্ধতা আমার ঘুরেফিরে তোমাতেই!

সব ভেদ আমিই খুলে বলবো

আল আমীন মুহাম্মদ

জলে আগুন লেগেছে,একটি কিশতী
লাফিয়ে উঠেছে ডাঙায়। পলকেই
ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো!
আসমান থেকে বৃষ্টি নামছেথথরক্তের!
পেছনে চোখ ফেরাতেই দেখি
একটি যুবতী সিংহী বেদনায়
ছটফট করতে করতে প্রসব করেছে-হরিণ,
শাবক দুটো দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে বনে!
উপাসনালয়ে গিয়ে কোনও
স্বপ্ন বিশারদের খোঁজ পাওয়া গেলো না।
গাট্টি বোঁচকা কাঁধে নিয়ে ঢুকে পড়েছি খানকায়।
আর ক’দিন পর স্বপ্নের সমস্ত ভেদ
আমিই খুলে বলবো।

জ্যাকসন হাইটস ও ডাইভারসিটি প্লাজার উন্নয়নে ৮ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ

বাংলাদেশ ডেস্ক : জ্যাকসন হাইটস ও ডাইভারসিটি প্লাজার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সৌন্দর্যবর্ধন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রাম্প প্রশাসন প্রায় ৮ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং।এ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে সম্ভাব্য এ বরাদ্দের বিষয়ে অবহিত করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ৭৪তম স্ট্রিট ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদ, জেবিবিএর উপদেষ্টা এটর্নি মইন চৌধুরী, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলাইমানসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

সভায় জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নয়ন, পথচারীদের সুবিধা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা জোরদার, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং ডাইভারসিটি প্লাজার আধুনিকায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন যে, এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জ্যাকসন হাইটস আরও আকর্ষণীয়, নিরাপদ ও ব্যবসাবান্ধব এলাকায় পরিণত হবে এবং স্থানীয় ব্যবসা ও অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ি কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ি কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন প্রেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারের কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ফাস্ট ক্লোজি
● ইনভেস্টমেন্ট ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

RED COW MILK IS BETTER
COW GUARAN
200% GUARANTEE
UNTOUCHED BY HANDS
786® حلال
START FRESH PACKED FRESH STAY FRESH
NO OTHER MILK POWDER HAS THIS GUARANTEE
RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate
RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE
RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE
RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES SO YOU CAN BE SURE IT IS FRESH
RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER
PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED
RED COW MILK IS THE BEST.
Why is RED COW milk the BEST?
1) Throughout the year, our family farms provide the same exceptional nutrition for their dairy cow: fresh grass and grains. 2) This diet helps them to be well-nourished and healthy milk producers.3) Cows are allowed to graze in green, grassy pastures- results in healthier, happier cow which produce the highest quality, hormone free milk possible.
100% PURE & NATURAL MILK
SEALED IN A CAN SO YOU CAN REST ASSURED IT IS 100% PURE
PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.
100% PURE & NATURAL BUTTER
RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE UNTOUCHED BY HANDS
Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882
100% PURE & NATURAL COW GHEE
WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY.
ORIGINAL Real Guyana 786 REAL & NATURAL CANE SUGAR
100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

PCA & HHA

FREE TRAINING

আমরা বাংলায় কথা বলি

Bestcare
Home care, your care

প্রশিক্ষন এর বিস্তারিত জানতে কল করুন..

516-666-5802, 516-731-3770

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

Queens	Nassau	Bronx	Corporate	Brooklyn	Highbridge	Manhattan	Staten Island	Westchester	Suffolk	Eastern Suffolk
70-50 Austin Street, Suite 130 Forest Hills, NY 11375	50 Clinton Street, Suite 201 Hempstead, NY 11550	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	3000 Hempstead Turnpike, Suite 205 Levittown, NY 11756	1781 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11210	1592 Jessup Avenue Bronx, NY 10452	240 West 26th Street, Suite 402 New York, NY 10018	60 Bay Street, Suite 506 Staten Island, NY 10301	35 East Grassy Sprain Road, Suite 2038 Yonkers, NY 10710	97 West Main Street Bay Shore, NY 11706	630 Middle Country Road Selden, NY 11784

নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ লাইসেন্স এজেন্সী।

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন
অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার
স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

We are Here to Serve you
as per your Taste
Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
GRAND
Opening
আশা রেস্টুরেন্ট
মান আপসহীন, স্বাদ সীমাহীন
সুধী, আগামী ২৬ শে জুন, রোজ শুক্রবার, বাদ জুমা আশা রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল-এর গ্রান্ড ওপেনিং হতে যাচ্ছে। আমাদের এই বিশেষ ক্ষণে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। একইসাথে আশা রেস্টুরেন্টের উদ্বোধনী খাবারের স্বাদ উপভোগের সাদর আমন্ত্রণ।
তারিখ:
২৬ জুন ২০২৬
শুক্রবার
সময়:
বিকেল ৩:০০
টা
ভেন্যু:
১৭৬-২০ জ্যামাইকা এভিনিউ,
নিউইয়র্ক, ১১৪৩২
আয়োজনে
আকাশ রহমান
এশা রহমান

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব নিশ্চিত যাদের, বাদ পড়েছে যারা

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার আগেই নকআউট পর্বের সমীকরণ অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৪৮ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত এবারের বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছে 'রাউন্ড অব ৩২' পর্ব, যেখানে জায়গা করে নেবে ৩২টি দল। এই পর্বের খেলা শুরু হবে ২৮ জুন এবং চলবে ৩ জুলাই পর্যন্ত। যেভাবে নির্ধারিত হবে নকআউটের দল : নতুন ফরম্যাট অনুযায়ী, ১২টি গ্রুপের প্রতিটি থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী দল সরাসরি রাউন্ড অব ৩২-এ উঠবে। এর সঙ্গে গ্রুপগুলোর তৃতীয় স্থানে থাকা দলগুলোর মধ্যে সেরা আটটিও নকআউটে খেলার সুযোগ পাবে। এরপর রাউন্ড অব ১৬, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ এবং ফাইনালের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। আগামী ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ।

সমান পয়েন্টে নতুন টাইব্রেকার : এবারের বিশ্বকাপে সমান পয়েন্ট পাওয়া দলগুলোর অবস্থান নির্ধারণে একটি নতুন নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। আগে গোল ব্যবধানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলেও এবার প্রথম বিবেচনায় রাখা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দলগুলোর পারস্পরিক ম্যাচের ফলাফল বা হেড-টু-হেড রেকর্ড। এই নিয়মের কারণে ইতোমধ্যে হাইতি, তুরস্ক, তিউনিসিয়া ও জর্ডানের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে গেছে। কারণ তারা নিজেদের গ্রুপের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে পিছিয়ে থাকায় সেরা তৃতীয় স্থানধারী দলের তালিকায় জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা হারিয়েছে।

সমান পয়েন্ট হলে যেভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে : একাধিক দলের পয়েন্ট সমান হলে প্রথমে দেখা হবে তাদের পারস্পরিক ম্যাচে অর্জিত পয়েন্ট। এরপর বিবেচনায় আসবে সেই ম্যাচগুলোর গোল ব্যবধান ও গোলসংখ্যা। যদি তাতেও অবস্থান নির্ধারণ সম্ভব না হয়, তাহলে গ্রুপের সব ম্যাচ মিলিয়ে গোল ব্যবধান, মোট গোল, ফেয়ার প্লে রেকর্ড এবং শেষ পর্যন্ত ফিফা র‍্যাঙ্কিং বিবেচনা করা হবে। অন্যদিকে সেরা তৃতীয় স্থানধারী দল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পয়েন্ট, গোল ব্যবধান, গোলসংখ্যা, ফেয়ার প্লে এবং প্রয়োজন হলে র‍্যাঙ্কিং ব্যবহৃত হবে।

যেসব দল ইতোমধ্যে নকআউট নিশ্চিত করেছে : সহ-আয়োজক মেক্সিকো প্রথম দল হিসেবে শেষ ৩২ নিশ্চিত করে। দক্ষিণ কোরিয়াকে হারানোর আগে তারা উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও পরাজিত করেছিল। গ্রুপ 'ডি' থেকে টানা দুই জয়ে নকআউট নিশ্চিত করেছে আরেক স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমে প্যারাগুয়ে এবং পরে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে তারা পরবর্তী পর্বে জায়গা করে নেয়। গ্রুপ 'ই' থেকে শেষ ৩২-এ উঠেছে জার্মানি। কুরাসাও ও আইভরি কোস্টের বিপক্ষে জয় পেয়ে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা নকআউট নিশ্চিত করেছে। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাও দাপটের সঙ্গে পরের পর্বে পৌঁছেছে। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে জয় তাদের শুধু নকআউট নয়, গ্রুপের শীর্ষস্থানও নিশ্চিত করেছে। অধিনায়ক লিওনেল মেসি ছিলেন দলের সাফল্যের প্রধান কারিগর। এ ছাড়া গ্রুপ 'আই' থেকে নকআউট নিশ্চিত করেছে ফ্রান্স ও নরওয়ে। ফ্রান্স ইরাককে হারিয়ে এবং নরওয়ে সেনেগালের বিপক্ষে জয় পেয়ে পরবর্তী পর্বে জায়গা নিশ্চিত করে।

যাদের বিশ্বকাপ যাত্রা শেষ : গ্রুপ 'সি' থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে হাইতির। ব্রাজিলের কাছে হারের পর তাদের আর এগোনোর সুযোগ থাকেনি। গ্রুপ 'ডি' থেকে ছিটকে গেছে তুরস্ক। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে পরাজয়ের ফলে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়। তিউনিসিয়াও গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি। জাপান ও সুইডেনের বিপক্ষে পরাজয়ের পর তাদের বিদায় নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া জর্ডানের স্বপ্নও গ্রুপ পর্বেই থেমে গেছে। আলজেরিয়ার বিপক্ষে হারের পর তারা টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়।

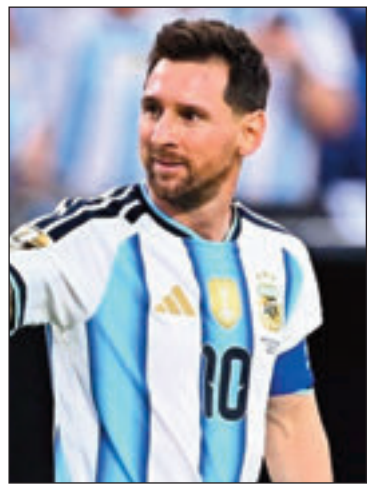

বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে 'জে' গ্রুপের ম্যাচে ৩৮ মিনিটে গোল করে তিনি এ রেকর্ড গড়েন। এটা ছিল বিশ্বকাপে মেসির ১৭তম গোল। এর মধ্য দিয়ে তিনি টপকে যান জার্মান গ্রেট মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। পরে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে করেন দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল। এটা বিশ্বকাপে তার ১৮তম গোল। মেসির কীর্তির দিনে ২-০ গোলের জয়ে নকআউট পর্বে নাম লেখায় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। এছাড়া, বিশ্বকাপে ব্রাজিলের রোনালদো নাজারিও ১৫ গোল, জার্মানির গার্ড মুলার ১৪ ও ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে ১৪ গোল করেছেন। এর মধ্যে কিলিয়ান এমবাপ্পের সুযোগ রয়েছে মেসিকে ছোঁয়ার। ম্যাচের শুরুর দিকে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন মেসি। তবে সমর্থকদের আনন্দে ভাসাতে খুব বেশি সময় নেননি দুদিন পরই ৩৯তম জন্মদিন পালন করতে যাওয়া মেসি। প্রথমার্ধেই দারুণ এক গোলে দলকে এগিয়ে দেন। থিয়াগো আলমাদার কাটব্যাক থেকে গোল করেন তিনি। বিশ্বকাপে এ নিয়ে টানা ছয় ম্যাচে গোল করলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ৯০ মিনিটের খেলা শেষ হওয়ার পর অস্ট্রিয়ার জালে আরেকবার বল পাঠান তিনি। শটটা প্রথমে নিয়েছিলেন স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেজ। অস্ট্রিয়ান গোলরক্ষক তা ফিরিয়ে দেয়ার পর প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হন মেসি। কিন্তু জটলার মধ্য থেকে নেয়া পরের শটে তিনি খুঁজে নেন জালের ঠিকানা। ম্যাচ শেষে আলভারেজ বলেছেন, 'মেসি যা করেছে তা বোঝানোর মতো কোনো শব্দই নেই।'

এ ম্যাচে মাঠে নামার আগে মেসি ও ক্লোসা দুজনের গোল ছিল ১৬টি করে। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের শুরুর দিকেই ক্লোসাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল মেসির সামনে। ম্যাচের অষ্টম মিনিটে বক্সের ভেতর ফরওয়ার্ড লাউতারো মার্তিনেজ ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। পেনাল্টির দায়িত্ব নেন দলের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় মেসি। যদিও তিনি বিস্ময়করভাবেই পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন। পেনাল্টি মিসে বিলম্বিত হয় ক্লোসার রেকর্ড ছোঁয়াও। তখন না পারলেও খুব একটা দেরি হয়নি। প্রথমার্ধেই তিনি জার্মান সাবেক স্ট্রাইকারকে ধরে ফেলেন। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে ঠিকই পেয়ে যান রেকর্ড ছোঁয়া সেই গোলের দেখা। ১৭তম গোল করে ক্লোসাকে নামিয়ে দেন দ্বিতীয় স্থানে। ১৬ গোল নিয়ে জার্মান কিংবদন্তি এখন মেসির পরে।

বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড ব্রাজিলের

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের নতুন রেকর্ড গড়েছে ব্রাজিল। ১৯ জুন ফিলাডেলফিয়ায় হাইতিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে 'সি' গ্রুপের শীর্ষে ওঠার পাশাপাশি বিশ্বকাপে নিজেদের মোট গোলসংখ্যা ২৪১-এ উন্নীত করেছে সেলেসাওরা। ম্যাচের আগে ২৩৮ গোল নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে ছিল ব্রাজিল। ২৩৯ গোল নিয়ে শীর্ষে ছিল জার্মানি। হাইতির বিপক্ষে তিন গোল করায় জার্মানিকে ছাড়িয়ে এখন সবার ওপরে ব্রাজিল। তালিকার তৃতীয় স্থানে থাকা আর্জেন্টিনার গোল ১৫৫, যারা ১৭ জুন আলজেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল।

তিন যুগ পর বিশ্বকাপে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দ্বৈরথ!

স্পোর্টস ডেস্ক : তিন যুগ পর বিশ্বকাপে দেখা যেতে পারে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দ্বৈরথ। কেবল তাই নয়, প্রথমবার বিশ্বমঞ্চে মুখোমুখি হতে পারেন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। মারাকানায় সেভেন আপ গল্পের এক যুগ পর নকআউটে আবারও দেখা হতে পারে ব্রাজিল-জার্মানির। ছন্দে ফেরার আভাস দিয়েও স্বস্তি নেই ব্রাজিলের। বিশ্বকাপের গ্রুপপর্ব পেরুনো নিয়ে এখনো কাগজে কলমে হিসাব শেষ হয়নি সেলেসাওদের। আর গ্রুপ পর্ব পার হলেও সেকেন্ড রাউন্ড বা কোয়ার্টার ফাইনালের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষও মাথাব্যথার কারণ হতে পারে তাদের। ব্রাজিল গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হলে এফ গ্রুপের দুইয়ে থাকা দলের মুখোমুখি হতে পারে। সেটাই সুযোগ এনে দেবে বিশ্বমঞ্চে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দ্বৈরথের। ১৯৯০ সালের পর থেকে আর কখনোই বিশ্বকাপে দুই দলের দেখা হয়নি। ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা নিজ নিজ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে টুর্নামেন্টে টিকে থাকলে সেরা চারে দেখা যাবে এই দ্বৈরথ। অবশ্য বিপদ বাড়বে ব্রাজিল গ্রুপ রানারআপ হলে। সেক্ষেত্রে সেকেন্ড রাউন্ডেই নেদারল্যান্ডসের সামনে পড়বে তারা। আর সেটা টপকালে সামনে পড়তে পারে জার্মানি। ৭-১ গোলে হারের দুঃসহ সেই যন্ত্রণা এখনো পোড়ায় ব্রাজিলকে। এবারেও দেখা যেতে পারে এই লড়াই। আর্জেন্টিনার পথটা আরও কঠিন। মেসি-রোনালদো দ্বৈরথ ফুটবল বিশ্বকে মাতিয়ে রেখেছে বিগত দেড় যুগ। এবারে দুই দলের দেখা হতে পারে কোয়ার্টার ফাইনালে। সেজন্য অবশ্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে হবে দুই দলকেই। আর ব্রাজিল টিকে থাকলে সেমিতে দেখা যাবে মেসি-নেইমার লড়াই। ফিফার নতুন নিয়মে বিশ্বকাপে দ্বিতীয় রাউন্ডেই সাড়ে ৪০০ এর বেশি বিন্যাস সম্ভব। কার প্রতিপক্ষ কে হচ্ছে, সেই অঙ্ক মেলানো তাই কিছুটা কঠিন। তবে, ৮ ম্যাচ শেষে বিশ্বকাপ জয়ের রাস্তাটা আপাতত সহজ হচ্ছে না কারো জন্যেই।

পেলের ৬৮ বছরের রেকর্ডে ভাগ বসালেন ইয়ামাল

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপে নিজের প্রথম গোলের দেখা পেলেন লামিনে ইয়ামাল। ২১ জুন সৌদি আরবের বিপক্ষে ম্যাচের মাত্র ১০ মিনিটে বাজিমাত করেছেন তরুণ এই স্ট্রাইকার। তার গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে স্পেন। কেপ ভার্দের বিপক্ষে ম্যাচে ৭১ মিনিটের সময় বদলি হিসেবে নেমেছিলেন ইয়ামাল। তবে সৌদি আরবের বিপক্ষে শুরুর একাদশে জায়গা পান তিনি। প্রথমবার শুরুর একাদশে সুযোগ পেয়েই বাজিমাত করলেন ইয়ামাল।

ম্যাচের ১০ মিনিটে দুর্দান্ত এক গোলে স্পেনকে শুরুতেই এগিয়ে নিলেন ইয়ামাল। এই গোলের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন এই তরুণ তুর্কি। বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১৮ বছর বা তার কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে ম্যাচের প্রথম গোল করার কীর্তি এতদিন ছিল ব্রাজিলের কিংবদন্তি পেলের দখলে। ১৯৫৮ বিশ্বকাপে ওয়েলসের বিপক্ষে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ব্রাজিলের হয়ে ডেডলক ভেঙেছিলেন মহানায়ক পেলে। দীর্ঘ ৬৮ বছর পর পেলের সেই অনন্য রেকর্ডে ভাগ বসালেন ১৮ বছর বয়সী ইয়ামাল।

ফিফার নতুন নিয়মে প্রথম লাল কার্ড দেখলেন প্যারাগুয়ের ফুটবলার

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ দিয়ে একের পর এক নতুন নিয়ম চালু করেছে ফিফা। হাইড্রেশন ব্রেক, থ্রো-ইন ও গোল-কিকে ৫ সেকেন্ড টাইমার, ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) ক্ষমতা সম্প্রসারণসহ বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। যার মধ্যে ফিফার নতুন নিয়মে প্রথমবারের মতো লাল কার্ডের ঘটনা ঘটেছে তুরস্ক-প্যারাগুয়ে ম্যাচে। প্রতিবাদে মাঠ ছাড়া, মুখ ঢেকে কথা বলাড়এসব কাজ করলে এবারের ফুটবল বিশ্বকাপে লাল কার্ড দেখানোর বিধান চালু করেছে ফিফা। সানফ্রান্সিসকোতে ১৯ জুন শুক্রবার তুরস্কের বিপক্ষে মুখ ঢেকে কথা বলায় প্যারাগুয়ের ফরোয়ার্ড মিগেল আলমিরোনকে লাল কার্ড দেখিয়েছেন রেফারি ইভান বার্তোন। ৪৫ মিনিটের পর যোগ করা সময়ে মুখ ঢেকে তুরস্ক ডিফেন্ডার মের্ত মুলদুরকে কিছু একটা বলেছেন আলমিরোন। তুর্কি ফুটবলাররা আবেদন করলে রেফারি বার্তোন ভিএআরের সহায়তা নিয়েছেন। তাতেই ফিফার নতুন নিয়ম অনুযায়ী লাল কার্ড দেখেন আলমিরোন। ওই ম্যাচে তুরস্ককে ১-০ গোলে হারায় প্যারাগুয়ে।

রোনালদোর জোড়া গোলে পর্তুগালের বড় জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : সমালোচনার জবাব কিভাবে দিতে হয়, তা ভালো করেই জানা ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর। বিশ্বকাপে পর্তুগালের প্রথম ম্যাচের পর তাঁকে নিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল চতুর্দিকে। মঙ্গলবার হিউস্টনে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে সেই জবাব রোনালদো দিয়েছেন জোড়া গোল করে। ম্যাচের ছয় মিনিটের সময়ই গোলের দেখা পেয়ে যান পর্তুগিজ তারকা। ডান পাশ থেকে জোয়াও কানসেলোর বাড়ানো বল ধরে গোলটি করেন রোনালদো। পর্তুগালের জার্সিতে সেটি ছিল তাঁর ১৪৪তম গোল। এবারের বিশ্বকাপে প্রথম। তবে আরেকটি জায়গায় ইতিহাসে নাম লেখান রোনালদো। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা ছয়টি বিশ্বকাপে গোলের রেকর্ড গড়েছেন তিনি। তাতে পেছনে পড়েছে লিওনেল মেসির পাঁচ বিশ্বকাপে গোল করার রেকর্ড।বয়সের দিক থেকেও রেকর্ডের পাতায় জায়গা করে নিয়েছেন রোনালদো। ক্যামেরুন কিংবদন্তি রজার মিলারের (৪২ বছর ৩৯ দিন) পর বিশ্বকাপে গোল করা সবচেয়ে বেশি বয়সী ফুটবলার এখন তিনি। রোনালদো গোল করেছেন ৪১ বছর ১৩৮ দিন বয়সে। বিশ্বকাপ ও ইউরো মিলিয়ে টানা ১০ ম্যাচ গোলহীন ছিলেন তিনি। সমালোচনার তীরে তাই বিদ্ধ হচ্ছিলেন ব্যাপকভাবে। প্রথম গোলের পর রোনালদোর বুনো উল্লাসই বলে দিচ্ছিল, কতটা কাঙ্ক্ষিত ছিল এই গোলটি তাঁর কাছে। রোনালদোর গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই দ্বিতীয় গোলের উল্লাসে মাতে পর্তুগাল। এবার বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত ফ্রি কিকে গোল করেন নুনো মেন্দেস। প্রথমার্ধের ১৭ মিনিটের সময় তাঁর নেওয়া শটটি ঠেকানোর কোনো উপায়ই ছিল না উজবেকিস্তান গোলরক্ষক আবদুভোহিদ নেমাতভের।

এই সময় অবশ্য ব্যবধান কমিয়েছিল উজবেকিস্তান। বক্সের ২০ গজ দূর থেকে দারুণ এক গোল করেছিলেন আজিজ গানিয়েভ। তবে গোলের ঠিক আগে পর্তুগিজ ডিফেন্ডার জোয়াও কানসেলোকে ফাউল করায় ভিএআর পর্যালোচনার পর সেটি বাতিল হয়। ম্যাচে এগিয়ে থাকা পর্তুগাল তখন আরো

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্ক প্রাইমারিতে যারা বিজয়ী

(প্রথম পাতার পর)

নিউইয়র্কের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, এটর্নী জেনারেল এই সব পদের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন প্রাইমারীতে। কারণ এই সব পদে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দলের অন্য কেউ প্রার্থী হননি। এই কারণে তাদের পদে নির্বাচন হয়নি। তবে ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে তাদেরকে অংশ নিতে হবে। আসন্ন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী গভর্নর ক্যাথি হোকুল এর সাথে রিপাবলিকান দলের ব্রুস ব্লেকম্যান গভর্নর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হিসাবে গভর্নর ক্যাথি হোকুল প্রাইমারীতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে দলের মনোনয়ন নিয়ে ৩ নভেম্বর নির্বাচনে অংশ নিবেন। ব্রুস ব্লেকম্যান রিপাবলিকান পদে প্রার্থী হিসাবে প্রাইমারীতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনে তিনি ক্যাথি হোকুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। যারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ওই সব ঘোষিত প্রার্থীরা আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

৩ নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের জন্য ২৩ জুন প্রাইমারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে ১৩ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত প্রাইমারী নির্বাচনে আগাম ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। অ্যাবসেন্টি ব্যালটের মাধ্যমেও অনেকেই ভোট দিয়েছেন। ২৩ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিভিন্ন পদে নির্বাচন হয়েছে। যেসব পদে নির্বাচন হয়েছে এরমধ্যে প্রাইমারীতে নির্বাচন হয় নিউইয়র্ক কম্পট্রোলার পদে। নিউইয়র্ক এর একাধিক ইউএস হাউজ অর্থাৎ কংগ্রেসের কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে কংগ্রেসম্যান ও কংগ্রেসওমেন পদে নির্বাচন হয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট, নিউইয়র্ক অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট এ অ্যাসেম্বলীম্যান ও অ্যাসেম্বলীওমেন পদেও নির্বাচন হয়েছে। এই সব পদে ২৩ জুনের নির্বাচনে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক দুই দল থেকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য ৩ নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে প্রার্থীরা অংশ নেন। এইসব পদে ছাড়াও জুডিশিয়াল ডেলিগেট ও অলটারনেট জুডিশিয়াল ডেলিগেট নির্বাচন হয়েছে । এই নির্বাচনে স্ব স্ব দলের ভোটাররা তাদের নিজেদের দলের পছন্দের প্রার্থীকে আগামীতে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ভোট দিয়েছেন। প্রাইমারীতে এবার ভোটার উপস্থিতি ভালই ছিল। নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্কুলে ও বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোট হয়েছে। সকাল থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। এই সময়ে যে যার সুবিধাজনক সময়ে ভোট দিয়েছেন।

মূলধারায় বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত যেসব প্রার্থী রয়েছেন ও জয়ী হয়েছেন এরমধ্যে একাধিক প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এরমধ্যে আছেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল, এটর্নী জেনারেল লেটেশিয়া জেমস, কংগ্রেসম্যান হাকিম জাফ্রিজ, আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ, গ্রেগরী মিক্সসহ বেশ কয়েকজন প্রার্থী।

২৩ জুন যেসব পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এরমধ্যে নিউইয়র্কের ১৬টি কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে নির্বাচন হয়। এরমধ্যে ছিল - কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট ১, ৩, ৬, ৭, ৯,১০,১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৭,২১,২৩,২৪,২৫।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রইমারীর নির্বাচনে যেসব কংগ্রেশনাল আসলে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন এরমধ্যে ছিল ২, ৪, ৫, ৮,১৮,১৯,২০,২২ ও ২৬। বাকিগুলোতে একাধিক প্রার্থী থাকায় নির্বাচন হয়েছে।

রিপাবলিকান পার্টির প্রাইমারীতে নির্বাচনে যেসব কংগ্রেশনাল আসলে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন এরমধ্যে ছিল কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট ১,২,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৬ ,১৭,১৮, ২০,২২,২৩,২৪,২৫,২৬। এছাড়াও ৩,৪,১৯,২১ বাকিগুলোতে একাধিক প্রার্থী থাকায় নির্বাচন হয়েছে।

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট পদে ১২টি আসনে নির্বাচন হয়েছে। এরমধ্যে সিনেট ডিস্ট্রিক্ট ১২,১৩,১৫,২৩,২৫,২৭,২৯,৩১,৩৯,৪৪,৫৪,৬১ তে নির্বাচন হয়।

নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাস্মেলী ডিস্ট্রিক্ট নির্বাচন হয়েছে। ৪১ টি অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্টে নির্বাচন হয়। যেখানে নির্বাচন হয়েছে এরমধ্যে ছিল -

২৩,২৮,৩০,৩২,৩৩,৩৪,৩৬,৩৭,৩৮,৩৯,৪৩,৪৬,৫০,৫২,৫৪,৫৬,৫৭,৫৯, ৬৫,৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭০,৭১, ৭২,৭৫, ৮১,৮২, ৮৪,৮৭,৯০,৯৬,১০২, ১০৬, ১০৯, ১২০,১২৩,১২৯, ১৩০, ১৩৭, ১৪৯।

জুডিশিয়াল ডেলিগেট নির্বাচেনের জন্য জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৬৬ তে ১৫ জনকে নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচন হয়। জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৬৮ তে ১০ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৭১এ ১১ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৭২ এ ৮ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ২ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৫৪ তে ৬ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ২ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৫৭ তে ১৩জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ২ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৫৮ তে ১০ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ৫ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ১২০ তে ৭ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ৭ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ১৩৭ তে ৮ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১১এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ২৪তে ৭ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১১ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ২৮ এ ৮ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১১ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৩৩ তে ১১ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১২ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৮১ তে ৯ জনকে নির্বাচিত করা হয়। এই সব পদে একাধিক প্রার্থী ছিলেন ।

অলটারনেট জুডিশিয়াল ডেলিগেট এর নির্বাচেনের জন্য জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৬৬ তে ১৫ জন কে নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচন হয়। নির্বাচেনের জন্য জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৬৮ তে ১০জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৭২ তে ৮জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ২ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৫৮ তে ১০জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ৫ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ১২০ এ ৭ জন, জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ১২ এ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক ৮১ তে ৯ জনকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও একাধিক প্রার্থী ছিল।

নিউইয়র্ক স্টেটের প্রাইমারি সিনেট'র জন্য ডেমোক্রাটিক প্রার্থীদের মধ্যে একাধিক প্রার্থী ছিল। বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত প্রার্থীদের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন অনেক প্রার্থী। আর বাকিরা ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। নিউইয়র্ক অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট এর মধ্যে বিভিন্ন প্রার্থীরা অংশ নেন। এইসব পদে ছাড়াও জুডিশিয়াল ডেলিগেট ও অলটারনেট জুডিশিয়াল ডেলিগেট নির্বাচিত হয়েছেন অনেকেই। তবে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে তাদের সম্পৃক্ততা সেইভাবে নেই। ডেমোক্রাটিক পার্টির পাশাপাশি রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হওয়ার জন্য ও প্রাইমারী হয়। সেখানে রিপাবলিকান প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নেন ও রিপাবলিকান ভোটারদের ভোটে তারা জয় লাভ করেন। নিউইয়র্ক স্টেট ডেমোক্র্যাটিক স্টেট হওয়ার

কারণে এখানে বেশিরভাগ পদে সাধারণ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিকরা জয়ী হন।

ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে কম্পট্রোলার পদে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ছিল ৬,০০২,০০৬ জন। এই পদে ডেমোক্র্যাটিক দলের একাধিক প্রার্থী থাকলেও এই পদে আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হিসাবে সাধারন নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য কম্পট্রোলার পদে থমাস পি. ডিনাপোলি জয়ী হয়েছেন।

ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে ৬ কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে সমস্ত কাউন্টি মিলে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ২০৯,৫৩৬। গ্রেস মেং বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়ে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন। ১০ কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টি মিলে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ৩২১,৪৭৬ জন। ড্যান গোল্ডম্যান ও ব্র্যাড ল্যান্ডার মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় । ব্র্যার্ড ল্যান্ডার জয়ী হয়েছেন। ১৪ কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টি মিলে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ২৫৪,১৬৯ । আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ জয়ী হন।

নিউইয়র্ক স্টেটের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারি সিনেট ১২ সিনেট ডিস্ট্রিক্ট সমস্ত কাউন্টির মোট নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট: ৯৮,৭৯১ ভোটার। প্রাইমারীতে জয়ী হয়েছেন আবের কাওয়াস জয় পেয়েছেন। স্টিভেন বি. রাগা ভাল করলেও জয় মিলেনি। ১৩ সিনেট ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টি মিলে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ৮৩,৯০১ জন। এখানে জেসিকা গঞ্জালেজ-রোজাস। জয়ী হতে পারেননি জেসিকা রামোস। অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট নিউইয়র্কে ভোট হয়েছে। সেখানে ৩০তম অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টি মিলে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ৩৫,০৬০। প্যাট্রিক মার্টিনেজ জয়ী হয়েছেন। দ্বিতীয় হন শামসুল হক। ৩২ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টি মিলে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ৫৪,৩১০। জয়ী হয়েছেন নাথানিয়েল হিজেকিয়া। মোহাম্মদ জে. মোল্লা তৃতীয় হয়েছেন। ৩৬ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টিতে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ৫৬,১৩৮, মেরি জোবাইদা দ্বিতীয় হয়েছেন। জয়ী হয়েছেন ডায়ানা সি. মোরেনো। তিনি বর্তমানে অ্যাসেম্বলী ওমেন হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ৩৭ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টিতে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ৪৭,৬৯৬, একাধিক প্রার্থী হন। এরমধ্যে সামান্থা কাটান জয়ী হয়েছেন। পিয়া রহমান তৃতীয় হয়েছেন। ৩৮ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টিতে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ৩৯,৫৮১। বেশি ভোট জয়ী হয়েছেন ডেভিড অরকিন। জেনিফার রাজকুমার পরাজিত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে অ্যাসেম্বলী ওমেন এর দায়িত্ব পালন করছেন। ৩৯ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টি নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যা ভোটার ৩৩,৮৪৪ জন। ক্যাটালিনা ক্রুজ জয়ী হয়েছেন। ৫৪ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টিতে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ৪৯,০৯০। ক্রিশ্চিয়ান সেলেস্তে টেট জয়ী হয়েছেন। ৬৬ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টিতে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ৫৯,৯৫৫ জন। জেনিন কাইলি জয়ী হয়েছেন। ৮৭ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, সমস্ত কাউন্টিতে নিবন্ধিত সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ভোটার ৪৭,৪১০ জন। কারিনেস রেইয়েস জয়ী হয়েছেন। জাকির চৌধুরী দ্বিতীয় হয়েছেন।

নিউইয়র্ক এর গভর্নর নির্বাচন: নিউ ইয়র্কে ২০২৬ সালের ৩ নভেম্বর গভর্নর ও লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রাথমিক নির্বাচনটি (প্রাইমারি) *(বাকি অংশ ২১ পাতায়)*

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

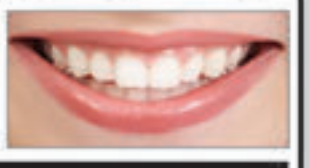

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়
Sleep and Lung Center
আপনাদের সেবায়
এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

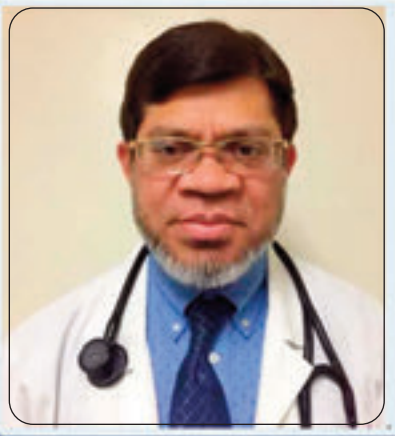

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইস্যুরেস গ্রহণ করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

আদালতের রায় : দ্রুত বহিষ্কার নীতি ফের কার্যকর হলো যুক্তরাষ্ট্রে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আপিল আদালত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের দ্রুত বহিষ্কার কার্যক্রম পুনরায় চালানোর অনুমতি দিয়েছে। এর ফলে শুধু সীমান্তবর্তী এলাকাই নয়, দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত অনথিভুক্ত অভিবাসীদেরও বিচারকের সামনে শুনানির সুযোগ ছাড়াই দ্রুত বহিষ্কার করা যাবে। ২৩ জুন মঙ্গলবার দেওয়া এক রায়ে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া সার্কিটের যুক্তরাষ্ট্র আপিল আদালতের তিন বিচারকের একটি বেঞ্চ নিম্ন আদালতের দেওয়া স্থগিতাদেশ বাতিল করে। এর মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসনের সম্প্রসারিত 'দ্রুত বহিষ্কার' নীতি আবার কার্যকর করার পথ খুলে যায়।

'দ্রুত বহিষ্কার' পদ্ধতিতে কোনো অভিবাসীকে অভিবাসন আদালতে পূর্ণাঙ্গ শুনানির সুযোগ না দিয়েই দেশ থেকে ফেরত পাঠানো সম্ভব। আগে এই ব্যবস্থা মূলত সীমান্তে আটক বা সমুদ্রপথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো। তবে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ট্রাম্প প্রশাসন এর আওতা বাড়িয়ে সারা দেশে বসবাসরত অনথিভুক্ত অভিবাসীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য করে। এর পর থেকে অভিবাসন সংক্রান্ত শুনানির জন্য আদালতে আসা অনেক ব্যক্তিকে আদালত চত্বর থেকেই আটক করে কয়েক দিনের মধ্যে বহিষ্কারের অভিযোগ ওঠে।

রায়ের পর অভিবাসী অধিকারকর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের অভিবাসী অধিকার প্রকল্পের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আনন্দ বালাকৃষ্ণন বলেন, এই নীতি এমন একটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে যেখানে ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি রয়েছে এবং অভিবাসীরা ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।তবে আপিল আদালতের বিচারক জাস্টিন আর ওয়াকার রায়ে বলেন, বাদীপক্ষ প্রমাণ করতে পারেনি যে সম্প্রসারিত দ্রুত বহিষ্কার নীতি সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করছে। তাঁর মতে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং কেন নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের জানানো হয় এবং জবাব দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়।

এর আগে নিম্ন আদালতের বিচারক জিয়া কব যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রশাসন এমন কোনো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি যা নিশ্চিত করবে যে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তিরা ভুলবশত দ্রুত বহিষ্কারের শিকার হবেন না। তিনি এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন, যেখানে দুই বছরের বেশি সময় ধরে দেশে অবস্থানকারী ব্যক্তিদেরও দ্রুত বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।যদিও আপিল আদালত স্বীকার করেছে যে কিছু ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে, তবে আদালতের মতে এসব ঘটনা পৃথক কর্মকর্তাদের আইন অনুসরণে ব্যর্থতার ফল, নীতিগত বা প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে নয় ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, অবৈধ অভিবাসন মোকাবিলায় দ্রুত বহিষ্কার ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বিচার বিভাগ আদালতে বলেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভিবাসনের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই নীতি প্রশাসনকে আরও কার্যকরভাবে বহিষ্কার কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করবে।অন্যদিকে অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও অধিকারকর্মীরা মনে করছেন, এই রায়ের ফলে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে লাখো অভিবাসীর মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়বে এবং বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ সীমিত হয়ে যাওয়ায় ভুলবশত বহিষ্কারের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেতে পারে।

ফ্লোরিডায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর মৃত্যু

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় কবির হোসেন মৃধা (৫৫) নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। তিনি বরিশালের উজিরপুর উপজেলার দক্ষিণ মোড়াকাঠী গ্রামের মৃত মেছের উদ্দিন মৃধার ছোট ছেলে। নিহতের স্বজন হেমায়েত হাওলাদার জানান, প্রায় ১৫ বছর আগে ডিভি লটারির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান কবির হোসেন। সেখানে তিনি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরিবারসহ বসবাস করতেন।

পরিবারের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, স্থানীয় সময় গত ২০ জুন সকালে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় একটি দ্রুতগতির ট্রাক তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।কবির হোসেনের স্ত্রী ও এক ছেলে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য অনুযায়ী, জীবদ্দশায় তাঁর ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পর নিজ গ্রামের বাড়িতে বাবা-মায়ের কবরের পাশে সমাহিত হওয়ার। সেই ইচ্ছা অনুযায়ী মরদেহ বাংলাদেশে নিয়ে পারিবারিক কবরস্থানে দাফনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।এদিকে তার মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছানোর পর স্বজন, প্রতিবেশী ও স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গ্রামের বাড়িতে চলছে শোকাহত মানুষের আনাগোনা।

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক

জ্যামাইকা ফার্মেসী

আমরা এখন নতুন করে

সিভিএস কেয়ারমার্ক-

এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি

Now we accept CVS CAREMARK

✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care

✓OTC Card

আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances

ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়

JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333

168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973

E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

চিকিৎসা খরচের চাপে নাভিশ্বাস অর্ধেকেরও বেশি মানুষ সংকটে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যয় এতটাই বেড়েছে যে, সাধারণ মানুষের বড় একটি অংশ এখন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে আর্থিকভাবে হিমশিম খাচ্ছে। বিশ্বখ্যাত জরিপকারী সংস্থা গ্যালাপ-এর নতুন সমীক্ষায় এমনই উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, গত বছর মাত্র ৪৯ শতাংশ মার্কিন নাগরিক নিয়মিত চিকিৎসা নেয়া, ডাক্তার দেখানো এবং প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ কেনার খরচ সহজে মেটাতে পেরেছেন। অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি মানুষ এখন কার্যত এই ব্যয়ের চাপে রয়েছে। ২০২২ সালে এই হার ছিল ৬১ শতাংশ। সময়ের ব্যবধানে তা কমে ২০২১ সালের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।

গ্যালাপের তথ্য বলছে, শুধু নিম্ন আয়ের মানুষ নয়, উচ্চ আয়ের পরিবারগুলোরও একটি বড় অংশ এখন চিকিৎসা ব্যয়ের চাপে। আগামী এক বছরে চিকিৎসা খরচ নিয়ে ৫১ শতাংশ মানুষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আর ৪২ শতাংশ মানুষ ওষুধ কেনার খরচ নিয়েও অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বছরে ১ লাখ ২০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯৯৯ ডলার আয় করা পরিবারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যয় সামলাতে পারছেন না। একইভাবে বছরে ১ লাখ ৮০ হাজার ডলারের বেশি আয় করা উচ্চবিত্ত পরিবারেরও প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মানুষ একই সমস্যায় পড়ছেন।

বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে সব বয়সের মানুষের আর্থিক সক্ষমতা কমেছে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণরা। এই বয়সীদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ চিকিৎসা ব্যয় নির্বিঘ্নে বহন করতে পারছেন। তবে ৫০ থেকে ৬৫ বছর বয়সীদের একটি অংশ তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো অবস্থানে রয়েছে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার ৬৬০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিকের ওপর ওয়েব ও ডাকযোগে এই জরিপ চালানো হয়।এই পরিস্থিতির মধ্যেই গত জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যবীমার প্রিমিয়াম কমানোর উদ্যোগ নেয়। পরবর্তী মাসে সুলভ মূল্যে ওষুধ সরবরাহের জন্য একটি বিশেষ ওয়েবসাইট চালুর ঘোষণাও দেয়া হয়। তবুও গ্যালাপের এই সমীক্ষা বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা ব্যয়ের চাপ এখন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এক গভীর সংকটে পরিণত হয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

নিউইয়র্ক প্রাইমারিতে যারা বিজয়ী

(১৮ পাতার পর)

২০২৬ সালের ২৩ জুন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এবং এতে প্রার্থিতা জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা ছিল ২০২৬ সালের ৬ এপ্রিল। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় প্রাথমিক নির্বাচনটি বাতিল করা হয়। নিউ ইয়র্কে গভর্নর ও লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদের প্রার্থীরা প্রাথমিক এবং সাধারণ-উভয় নির্বাচনেই একটি যৌথ প্যানেল বা 'টিকিট'-এর মাধ্যমে একসাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এটি ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ৩৬টি গভর্নর নির্বাচনের মধ্যে একটি। গভর্নর হলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তিনিই একমাত্র নির্বাহী পদাধিকারী যিনি ৫০টি অঙ্গরাজ্যেই সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। বর্তমানে ২৬ জন রিপাবলিকান এবং ২৪ জন ডেমোক্র্যাট গভর্নর দায়িত্বে রয়েছেন। ২০২৬ সালের ৩৬টি গভর্নর নির্বাচন হবে।

২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে দেখা যাচ্ছে যে, ২৩টি রাজ্যে রিপাবলিকানদের এবং ১৬টি রাজ্যে ডেমোক্র্যাটদের 'ট্রাইফেক্টা' রয়েছে, এছাড়া ১১টি রাজ্যে বিভক্ত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান যেখানে কোনো দলেরই ট্রাইফেক্টা নিয়ন্ত্রণ নেই। একইভাবে, ২৪টি রাজ্যে রিপাবলিকানদের এবং ২১টি রাজ্যে ডেমোক্র্যাটদের 'ট্রাইপ্লেক্স' রয়েছে এবং পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত সরকার ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে কোনো দলেরই ট্রাইপ্লেক্স নিয়ন্ত্রণ নেই। রাজ্য সরকারের 'ট্রাইফেক্টা' বলতে এমন পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে একটি দল রাজ্যের গভর্নর পদ এবং রাজ্য আইনসভার উভয় কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ন্ত্রণ করে। 'ট্রাইপ্লেক্স' বলতে এমন পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে গভর্নর, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট-এই তিনজনই একই রাজনৈতিক দলের সদস্য।

নিউ ইয়র্ক গভর্নর ও লেফটেন্যান্ট গভর্নর নির্বাচন, ২০২৬ (২৩ জুনের ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি), নিউ ইয়র্ক গভর্নর ও লেফটেন্যান্ট গভর্নর নির্বাচন, ২০২৬ (২৩ জুনের রিপাবলিকান প্রাইমারি), সাধারণ নির্বাচন এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তালিকাটি হয়তো সম্পূর্ণ নয়। নিউ ইয়র্কের গভর্নরের সাধারণ নির্বাচন ৩রা নভেম্বর, ২০২৬-এ অনুষ্ঠিতব্য নিউ ইয়র্কের গভর্নরের সাধারণ নির্বাচনে যেসব প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেইসব প্রার্থীর মধ্যে থাকছেন-ক্যাথি হোকুল (ডেমোক্র্যাটিক), ক্রস ব্লেকম্যান (রিপাবলিকান/কনজারভেটিভ পার্টি), ল্যারি শার্প (লিবার্টারিয়ান), এমি টেলর (ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি), জিন অ্যাংলেড (স্বতন্ত্র) জোনাথন মাকলি (প্রহিবিশন পার্টি) (রাইট-ইন)।

নিউইয়র্ক এর এটর্নী জেনারেল নির্বাচন: নিউ ইয়র্কে ২০২৬ সালের ৩ নভেম্বর অ্যাটর্নি জেনারেল পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রাথমিক নির্বাচনটি (প্রাইমারি) ২০২৬ সালের ২৩ জুন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এবং এতে প্রার্থিতা জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা ছিল ২০২৬ সালের ৬ এপ্রিল। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় এই প্রাথমিক নির্বাচনটি বাতিল করা হয়। নিউ ইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেল নির্বাচন, ২০২৬ (২৩ জুনের ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি), নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেল নির্বাচন, ২০২৬ (২৩ জুনের রিপাবলিকান প্রাইমারি। নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল পদের সাধারণ নির্বাচনে বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশা জেমস এবং সারিতা কোমাটিরেডি ২০২৬ সালের ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল পদের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি

বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

SHAMIM AHMED,MD, FACP

INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

* জেনারেল চেকআপ
* শারীরিক পরীক্ষা
* ডায়াবেটিস
* হাইপারটেনশন
* হাই কোলেস্টরল এজমা
* ইকেজি
* বয়স্ক ভেক্সিনেশান
* ব্লাড টেস্ট
* TLC/Motor Vehicle Exam
* মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

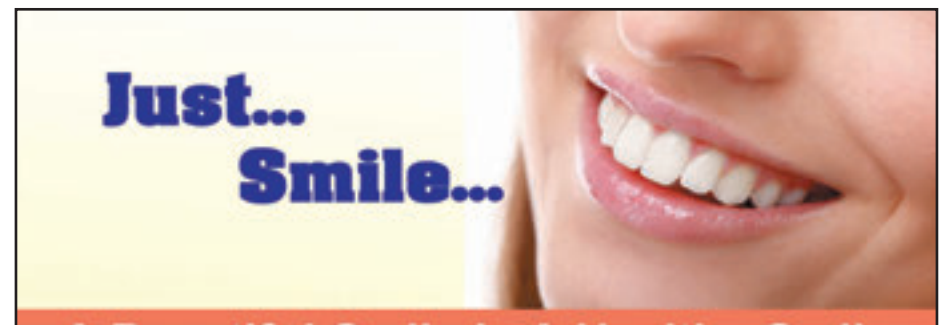

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

* General Dentistry
* Nitrous Oxide
* Crown & Bridges
* Dentures
* Extractions
* Cosmetic Dentistry
* Veneers
* Bonding
* Root Canal Therapy
* Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নাগরিকত্ব আবেদন ফি প্রায় দ্বিগুণ করার প্রস্তাব

(প্রথম পাতার পর)

লাখো অভিবাসীর জন্য নাগরিকত্ব অর্জন দীর্ঘ যাত্রার শেষ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে সেই প্রক্রিয়া শিগগিরই আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে। কারণ নাগরিকত্বের আবেদন ফি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন।যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (ডিএইচএস) নাগরিকত্ব আবেদনপত্র বা এন-৪০০ ফরম জমা দেওয়ার ফি বাড়ানোর প্রস্তাব প্রকাশ করেছে। এই ফরমের মাধ্যমে গ্রিন কার্ডধারীরা মার্কিন নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন।প্রস্তাব অনুযায়ী, কাগজে আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান ৭৬০ ডলারের ফি বাড়িয়ে ১ হাজার ৩৩০ ডলার করা হতে পারে। অন্যদিকে অনলাইনে আবেদনকারীদের জন্য ফি ৭১০ ডলার থেকে বেড়ে ১ হাজার ২৮০ ডলারে পৌঁছাতে পারে।শুধু ফি বৃদ্ধি নয়, বর্তমানে যেসব আবেদনকারী আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে কম ফি বা ফি মওকুফের সুবিধা পান, সেই সুযোগও বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে নিম্ন আয়ের অভিবাসীদের ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়তে পারে বলে মনে করছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্লেষকদের মতে, প্রস্তাবটি কার্যকর হলে অনেক গ্রিন কার্ডধারী নাগরিকত্বের আবেদন পিছিয়ে দিতে পারেন। কেউ কেউ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হতে পারেন।এই প্রস্তাবের প্রভাব ভারতীয় বংশোদ্ভূত অভিবাসীদের ওপরও উল্লেখযোগ্য হতে পারে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ লাখের বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ও ভারতীয় নাগরিক বসবাস করছেন। ২০২৪ সালে প্রায় ৬৬ হাজার ৮০০ ভারতীয় বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পেয়েছেন। যদিও ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২৭ হাজারের বেশি। অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য, নাগরিকত্ব কেবল ভোট-াধিকার বা পাসপোর্ট পাওয়ার বিষয় নয়; এটি কর্মসংস্থান, পারিবারিক পুনর্মিলন, সরকারি সুবিধা এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার সঙ্গেও সম্পর্কিত। ফলে আবেদন ব্যয় বাড়লে অনেক অভিবাসী সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিতে পারেন।তবে প্রস্তাবটি এখনই কার্যকর হচ্ছে না। মার্কিন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী, এটি জনমত গ্রহণেরধাপ অতিক্রম করবে। নাগরিক, অধিকারকর্মী, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো তাদের মতামত জমা দিতে পারবেন। এরপর পর্যালোচনা শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।ফলে নাগরিকত্ব আবেদন ফি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হতে এখনও কয়েক মাস সময় লাগতে পারে।অভিবাসন নীতির সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আলোচনা চলছে। এর মধ্যেই নাগরিকত্ব আবেদন ফি বাড়ানোর এই প্রস্তাব অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

‘জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব’ ট্রাম্পের নতুন নিয়মে বাড়ছে বিতর্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে থাকা ‘জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব’ বা বার্থরাইট সিটিজেনশিপের ঐতিহাসিক অধিকার রক্ষা নিয়ে দেশটিতে নতুন করে এক বড় ধরণের আইনি ও রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর প্রথম লাইনেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বা প্রাকৃতিক নিয়মে নাগরিকত্ব পাওয়া এবং মার্কিন বিচারব্যবস্থার অধীনস্থ সকল ব্যক্তিই দেশটির পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন।এই নিয়মের অধীনে মা-বাবার পরিচয় বা বংশমর্যাদা যাই হোক না কেন, মার্কিন মাটিতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করে। তবে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি বিশেষ নির্বাহী আদেশ এই ঐতিহাসিক অধিকারটিকে এক বড় ধরণের আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ২১ জুন রোববার মার্কিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিশেষ প্রতিবেদনে এই স্পর্শকাতর সাংবিধানিক বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার আইনের অধ্যাপক আমান্ডা ফ্রস্ট এই নাগরিকত্ব ধারার সাংবিধানিক ব্যাখ্যা দিয়ে জানান, আমেরিকার মাটিতে জন্মালে যে কেউ নাগরিক হবেনড়এই বিষয়ে সংবিধানে কোনো অস্পষ্টতা বা দ্বিমত নেই। এর কেবল দুটি অত্যন্ত সীমিত ব্যতিক্রম রয়েছে, যা হলো কোনো বিদেশি কূটনীতিকের সন্তান অথবা দেশ আক্রমণকারী কোনো বিদেশি সেনাবাহিনীর সন্তান। এই দুটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সবার ক্ষেত্রেই জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের নিয়মটি শতভাগ প্রযোজ্য।

তবে পিউ রিসার্চ সেন্টারের সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপে দেখা গেছে যে, আমেরিকার সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জরিপে অংশ নেওয়া ৫০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন যে, নথিপত্রহীন বা অবৈধ অভিবাসীদের সন্তানদেরও জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত, পক্ষান্তরে বাকি ৪৯ শতাংশ নাগরিক এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন। জনগণের এই মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মাঝেই গত বছরের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি বিতর্কিত নির্বাহী আদেশ জারি করেন।

সেই আদেশে বলা হয়, ১৪তম সংশোধনীকে কখনই এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি যাতে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জন্ম নেওয়া প্রত্যেকেই বিশ্বজনীনভাবে নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে। এই আদেশের মাধ্যমে মূলত দেশটিতে অবৈধভাবে বা সাময়িকভাবে বসবাসকারী অভিবাসীদের সন্তানদের জন্মসূত্রে স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার পুরোপুরি অস্বীকার করার কথা বলা হয়। এই নিয়ম কার্যকর হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর প্রায় আড়াই লাখেরও বেশি শিশু সরাসরি নাগরিকত্বহীনতার সংকটে পড়বে।

তবে ট্রাম্পের এই বিতর্কিত নির্বাহী আদেশটি জারির পরপরই দেশটির একটি নিম্ন আদালত সেটির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বা ব্লক আরোপ করে। বর্তমানে এই ঐতিহাসিক মামলাটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন রয়েছে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট আজ থেকে প্রায় ১৭০ বছর আগে ১৮৫৭ সালে প্রথমবার নাগরিকত্বের এই স্পর্শকাতর বিষয়ে রায় দিয়েছিল, যা ‘ড্রেড স্কট বনাম স্যান্ডফোর্ড’ মামলা নামে পরিচিত।

আইনের অধ্যাপক আমান্ডা ফ্রস্টের মতে, এটিকে সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক এবং লজ্জাজনক রায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ সেই রায়ে আদালত বলেছিল যে, কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিড়তিনি দাস হোন বা মুক্তড়কখনোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারবেন না। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ট্যানি তাঁর রায়ে উগ্র মন্তব্য করে বলেছিলেন, এই নিয়ম পছন্দ না হলে সংবিধান সংশোধন করা হোক।আর ঠিক সেটাই ঘটেছিল আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর ১৮৬৮ সালে, যখন কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার ও সমতা নিশ্চিত করতে সংবিধানে বিখ্যাত ১৪তম সংশোধনী পাস করা হয়। পুনর্গঠন কংগ্রেসের মূল লক্ষ্যই ছিল ৪০ লাখের বেশি প্রাক্তন দাস ও সকল অভিবাসীর সন্তানদের মার্কিন নাগরিকত্ব দেওয়া। এর প্রায় ৩০ বছর পর ১৮৯৫ সালে ‘ওয়ং কিম আর্ক’ নামের এক মার্কিন বংশোদ্ভূত চীনা নাগরিকের মামলাকে কেন্দ্র করে এই জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারটি আরও বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।সান ফ্রান্সিসকো শহরে জন্ম নেওয়া ওয়ংকে একবার চীন সফর শেষে পুনরায় আমেরিকায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি আদালতে নিজের নাগরিকত্বের অধিকারের পক্ষে লড়াই করেন এবং তীব্র বর্ণবাদের যুগেও সুপ্রিম কোর্ট তাঁর পক্ষে রায় দেয়। তবে বর্তমান যুগেও এর কিছু ভিন্নমত রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রজার্স স্মিথ মনে করেন, সংবিধানে এই ধারাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অনেক বিষয় সেখানে সরাসরি বলা নেই।

বিশেষ করে অবৈধ অভিবাসীদের সন্তানদের বিষয়ে সংবিধান রচনার সময় স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। ট্রাম্প প্রশাসন মূলত স্মিথের এই গবেষণাকেই তাদের আইনি ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। তবে স্মিথ নিজে ট্রাম্পের এই কট্টর অভিবাসী বিরোধী কঠোর পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁর গবেষণা বর্ণবাদী উদ্দেশ্যে ব্যবহার হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিশ্বের সিংহভাগ দেশ, বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলো ইতিমধ্যেই জন্মসূত্রে স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব দেওয়ার এই নিয়ম থেকে পুরোপুরি সরে এসেছে।২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে আয়ারল্যান্ড ছিল ইউরোপের সর্বশেষ দেশ, যারা তাদের দেশের ৭৯ শতাংশ জনগণের ভোটের ভিত্তিতে এই জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারটি সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়। অন্যদিকে, আইনের অধ্যাপক আমান্ডা ফ্রস্ট মনে করেন যে, অভিবাসীদের এই দ্রুত নাগরিকত্ব ও অধিকার দেওয়ার কারণেই আমেরিকা আজ অনন্য। তিনি জানান, আমেরিকার ফরচুন ৫০০ কোম্পানির প্রায় অর্ধেকই পরিচালিত হচ্ছে অভিবাসী বা তাদের সন্তানদের দ্বারা।ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও ফ্রস্ট মনে করেন, এই বিতর্কের মাধ্যমে আমেরিকার আদি ও আসল মূল্যবোধ, যা রাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের জন্মগত সমতাকে ধারণ করে, তা নিয়ে পুনরায় নতুন করে ভাবার এক দারুণ সুযোগ তৈরি হয়েছে। আর এই কারণে সাংবিধানিক গ্যারান্টির এই ধারাটি আমাদের জাতীয় মূল্যবোধের স্বার্থেই বজায় রাখা উচিত।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন ভিসা নীতি যুক্তরাষ্ট্রের

(প্রথম পাতার পর)

সুযোগ সীমিত করে একটি নতুন ভিসা নীতিমালার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে হোয়াইট হাউস। দীর্ঘদিনের প্রচলিত ‘ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস’ বা শিক্ষাক্রমের মেয়াদের ভিত্তিতে থাকার ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। হোয়াইট হাউসের অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট এই চূড়ান্ত নিয়মের পর্যালোচনা শেষ করার পর এটি এখন আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ও বাস্তবায়নের শেষ ধাপে রয়েছে। এর ফলে মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এখন থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং এক্সচেঞ্জ ভিজিটরদের জন্য এই নির্দিষ্ট সময়সীমার নিয়ম কার্যকর করতে পারবে। নতুন এই আইনি পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পড়তে যাওয়া হাজার হাজার এশীয় শিক্ষার্থী, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা এবং পড়াশোনা পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা বড় ধরনের অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে যাচ্ছে।

বিদ্যমান মার্কিন আইন অনুযায়ী এফ ওয়ান ক্যাটাগরির ভিসাধারী বিদেশি শিক্ষার্থীরা যতদিন তাদের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা বা একাডেমিক প্রোগ্রাম চালিয়ে যান এবং ভিসার শর্ত মেনে চলেন, ততদিন তাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে নতুন কাঠামো চালু হলে শিক্ষার্থীরা দেশটিতে প্রবেশের সময় কেবল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বৈধভাবে থাকার অনুমতি পাবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থীর পড়াশোনা ওই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ না হয়, তবে তাকে দেশটিতে অবস্থান করার জন্য মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে নতুন করে মেয়াদ বাড়ানোর আনুষ্ঠানিক আবেদন করতে হবে। প্রস্তাবিত এই নতুন বিধিমালায় মূলত এফ ভিসা প্রাপ্ত শিক্ষার্থী, জে এক্সচেঞ্জ ভিজিটর, আই ভিসাধারী সাংবাদিক এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। নতুন নিয়মে শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য সর্বোচ্চ চার বছরের একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর শিক্ষা সমাপন না হলে তাদের বাধ্যতামূলকভাবে এক্সটেনশনের জন্য আবেদন করতে হবে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের একাডেমিক যাত্রার ক্ষেত্রে এতকাল ধরে চলে আসা নমনীয়তা বা বিভিন্ন আইনি সুযোগ-সুবিধাও অনেক বেশি সংকুচিত ও কঠোর করার প্রস্তাব করা হয়েছে এই নীতিমালায়।

সূত্র : দ্য ইকোনমিক টাইমস

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

কবি আল মুজাহিদী'র ইন্তেকালে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীর শোক প্রকাশ ও দোয়া

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত, ষাটের দশকের প্রথিতযশা কবি, টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান, দৈনিক ইত্তেফাকের খ্যাতিমান সাবেক সাহিত্য সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক কবি আল মুজাহিদীর ইন্তেকালে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করেছে। রোববার (২১ জুন) বাদ মাগরেব কুইন্সের এক বাসায় এই দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, কবি আল মুজাহিদী (৮৩) বাংলাদেশ সময় গত ১৯ জুন শুক্রবার বাদ জুমা বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক অসুস্থতায় ঢাকাস্থ ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল মুজাহিদী ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারী টাঙ্গাইল জেলার নারুচি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক প্রবাসী টাঙ্গাইলের ঘাটাইলের সন্তান এনওয়াইপিডি'র অফিসার ও প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক শামীম মিয়ার নতুন বাড়ী ক্রয় উপলক্ষ্যে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীরা সপরিবারে রোববার সন্ধ্যায় কুইন্সের বাড়ীতে সমবেত এবং সেখানে সংগঠনের কর্মকর্তারা এক সভায় মিলিত হন। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আরিফ বিন আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কবি আল মুজাহিদীর'র ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ ও বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আনিস।

পরবর্তীতে সভায় আগামী ১৬ আগষ্ট রোববার অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক বনভোজন কর্মসূচীর প্রস্তুতি ও অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা খন্দকার ফরহাদ ও আশেক খন্দকার, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ফরিদ খান, মোজাম্মেল হক, বদরুজ্জামান পিকলু ও আব্দুল হাকিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ও শরীফ শিকদার, সহ সভাপতি সুলতান বোখারী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ শাহজাহান সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

স্টেট অ্যাসেম্বলিতে জিততে পারেননি ৫ বাংলাদেশি

(প্রথম পাতার পর)

নির্বাচনে চারজন বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থী অংশ নিলেও শেষ পর্যন্ত কেউই জয়ের মুখ দেখতে পারেননি। তবে এই নির্বাচনে কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর প্রার্থী শামসুল হক মাত্র ১৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়ে পুরো কমিউনিটিতে এক বড় আক্ষেপ ও নতুন আশার আলো তৈরি করেছেন।এবারের ঐতিহাসিক এই নির্বাচনী লড়াইয়ে নিউইয়র্কের কুইন্স থেকে তিনজন এবং ব্রক্স থেকে একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তারা হলেন–ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর শামসুল হক, ডিস্ট্রিক্ট ৩২-এর মোহাম্মদ মোল্লা, ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এর মেরি জোবাইদা, ডিস্ট্রিক্ট-৩৭ পিয়া রহমান এবং ব্রক্সের ডিস্ট্রিক্ট ৮৭-এর জাকির চৌধুরী।

সবচেয়ে হাড্ডাহাড্ডি ও শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই হয়েছে কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট ৩০ আসনে। সেখানে সাবেক এনওয়াইপিডি ডিটেকটিভ ও সুপরিচিত কমিউনিটি নেতা শামসুল হক ২,৬৯০ ভোট (৪২.৪৬ শতাংশ) পেয়ে ১৩ ভোটের ব্যবধানে হেরে যান। তার বিপরীতে বিজয়ী প্রার্থী প্যাট্রিক মার্টিনেজ পেয়েছেন ২,৭০৩ ভোট (৪২.৬৬ শতাংশ)। ডিস্ট্রিক্ট ৩২-এ প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়ে মোহাম্মদ মোল্লা ৭৫৫ ভোট (১০.৮ শতাংশ) পেয়েছেন। ওই আসনে নাথানিয়েল হেজেকিয়াহ ৩,৬১৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। এ ছাড়া ব্রক্সের ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ থেকে প্রথমবারের মতো লড়ে জাকির চৌধুরী ১,৬০৯ ভোট (২৮.১ শতাংশ) পেলেও কারিনেস রেয়েসের কাছে পরাজিত হন।

ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ থেকে একমাত্র বাংলাদেশি-আমেরিকান নারী প্রার্থী মেরি জোবাইদা ১,৯৬৮ ভোট (১৭ শতাংশ) পেয়েছেন, যেখানে বিজয়ী ডায়ানা মোরেনো পেয়েছেন ৯,০৫১ ভোট। এর আগেও মেরি জোবাইদা এই আসনে এবং পরবর্তীতে সিটির মেয়র জোহরান মামদানির ছেড়ে দেওয়া আসনের উপনির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।ডিস্ট্রিক্ট ৩৭-এ পিয়া রহমান ১৮২৭ ভোট। এখানে সামান্তা খাত্তান ৭৬৩৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

প্রবাসীদের জন্য চালু হচ্ছে টাকাভিত্তিক ব্যাংক হিসাব

(প্রথম পাতার পর)

টাকা অ্যাকাউন্ট (এনআরসিটিএ) খুলতে পারবেন। এ হিসাবে রাখা আমানত ও অর্জিত সুদ বা মুনাফা অবাধে বিদেশে নেয়ার সুযোগ থাকবে। ২৩ জুন (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের মুদ্রা নীতি বিভাগ-১ (এফইপিডি-১) পরিচালক হারুন অর রশিদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, অফশোর ব্যাংকিং আইন, ২০২৪ এবং বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭-এর আওতায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য এ নতুন হিসাব সুবিধা চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনা, বিনিয়োগ এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ আরো বাড়বে বলে আশা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।প্রজ্ঞাপনের তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসীরা সঞ্চয়ী, চলতি বা মেয়াদি আমানতসহ যেকোনো ধরনের এনআরসিটিএ খুলতে পারবেন। তবে এসব হিসাব পরিচালিত হবে ব্যাংকিং চ্যানেলে আসা বৈদেশিক মুদ্রা দেশে এনে টাকায় রূপান্তরের মাধ্যমে।

যেভাবে অর্থ জমা হবে : এনআরসিটিএ হিসাবে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ জমা করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে বিদেশ থেকে পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা, ব্যক্তিগত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব বা নন-রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাব থেকে টাকায় রূপান্তরিত অর্থ, অন্য এনআরসিটিএ থেকে স্থানান্তরিত অর্থ এবং হিসাবের অর্থের ওপর অর্জিত সুদ বা মুনাফা। এ ছাড়া এনআরসিটিএ থেকে করা বিদেশি বিনিয়োগ বা বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত অন্যান্য বিনিয়োগ থেকে ফেরত আসা অর্থও এ হিসাবে জমা করা যাবে। নতুন ইস্যুতে শেয়ার কেনার জন্য দেয়া অর্থের ফেরত, অন্যান্য অনুমোদিত রিফান্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত অন্যান্য অর্থপ্রাপ্তিও এ হিসাবের আওতায় থাকবে।

বিদেশে নেয়া যাবে মূলধন ও মুনাফা : বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, এনআরসিটিএ একাউন্টে রাখা অর্থ যদি আমানত আকারে থাকে, তাহলে তা বাজার-ভিত্তিক সুদ বা মুনাফা প্রদানকারী টাকাভিত্তিক হিসাব হবে। এ হিসাবের মূল অর্থ এবং অর্জিত সুদ বা মুনাফা অবাধে বিদেশে পাঠানো যাবে। এ অর্থ স্থানীয় বৈধ ব্যয়, অন্য এনআরসিটিএ বা নন-রেসিডেন্ট টাকা হিসাবে স্থানান্তর, সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যক্তিগত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব বা নন-রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবে স্থানান্তর করা যাবে। পাশাপাশি সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) বা পোর্টফোলিও বিনিয়োগেও ব্যবহার করা যাবে।

এনআরসিটিএ আমানত থেকে ঋণ দেয়ার সুযোগ : নতুন এ হিসাবের আওতায় সংগৃহীত আমানত দেশের বিশেষায়িত অঞ্চলের (স্পেশালাইজড জোন) টাইপ-এ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে টাকায় ঋণ দেয়ার কাজে ব্যবহার করতে পারবে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটগুলো। তবে এসব ঋণ শুধু বেতন, মজুরি ও ইউটিলিটি বিলের মতো অনুমোদিত চলতি হিসাবের ব্যয় মেটাতে ব্যবহার করা যাবে। ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি আয় থেকে। এ ছাড়া এনআরসিটিএ হিসাবের বিপরীতে দেশীয় ব্যাংকিং ইউনিট (ডিবিইউ) প্রবাসী বাংলাদেশী বা তাদের মনোনীত তৃতীয় পক্ষকে ঋণ দিতে পারবে। তবে এসব ঋণ পুনঃঋণ প্রদান, কৃষি, বাগানভিত্তিক কার্যক্রম বা আবাসন ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য দেয়া যাবে না। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এনআর-সিটিএ আমানত জামানত রেখে নেয়া ঋণের অর্থ বাংলাদেশে ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া বাংলাদেশে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য আবাসিক সম্পত্তি কেনা বা নির্দিষ্ট শর্তে দেশে এমন কিছু বিনিয়োগেও ব্যবহার করা যাবে, যেগুলো থেকে অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসনের সুযোগ থাকবে না।

অনলাইন সুবিধা চালুর নির্দেশ : বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ব্যাংকগুলোকে প্রবাসীদের জন্য এনআরসিটিএ খোলার ক্ষেত্রে অনলাইন ইন্টার্যাকটিভ ওয়েব প্ল্যাটফর্ম ও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সুবিধা চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। তবে এ সুবিধা চালুর আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে হিসাবের বৈশিষ্ট্য, পরিচালন পদ্ধতি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও কমপ্লায়েন্স কাঠামো সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, এনআরসিটিএ পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রাহক পরিচিতি (কেওয়াইসি), অর্থপাচার প্রতিরোধ (এএমএল/সিএফটি) করসংক্রান্ত বিধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়মিত প্রতিবেদন দেয়ার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, প্রবাসীদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দেশে আনার ক্ষেত্রে নতুন এ হিসাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এতে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর পাশাপাশি দেশের বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এটি সহায়ক হবে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে দেশের ব্যাংকগুলোতে প্রবাসীদের জন্য নন রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (এনএফসিডি) হিসাব খোলার সুযোগ রয়েছে। প্রবাসীরা বাংলাদেশে বা বিদেশ থেকে বৈধ পথে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার জন্য এই মেয়াদি হিসাব খুলতে পারেন। নির্দিষ্ট মেয়াদে (এক, তিন, ছয় বা ১২ মাস) রাখা এই আমানতে করমুক্ত মুনাফা পাওয়া যায় এবং জমানো অর্থ যেকোনো সময় বিদেশে পাঠানো যায়। আর বিদেশফেরতদের জন্য রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (আরএফসিডি) নামের অন্য একটি হিসাব চালুর সযোগ রয়েছে। বিদেশ সফর থেকে ফিরে আসা বাংলাদেশী নাগরিকরা সঙ্গে আনা অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা (সাধারণত ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ ডলার পর্যন্ত কোনো ঘোষণা ছাড়া) জমা রাখার জন্য এই হিসাব খুলতে পারেন। এই হিসাব থেকে সহজে বিদেশে অর্থ পাঠানো বা ভ্রমণের সময় বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে নেয়া যায়। এছাড়া বৈদেশিক আয়কারীদের জন্য প্রাইভেট এফসি ও এক্সপোর্টার্স রিটেনশন কোটা (ইআরকিউ) হিসাব খোলার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় মেয়াদি আমানত ও বিভিন্ন সরকারি ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করা যায়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বেইজিংয়ে প্রধানমন্ত্রীকে লালগালিচা সংবর্ধনা

(প্রথম পাতার পর)

লালগালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে।

চীনের দালিয়ান থেকে বেইজিংয়ে এসে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে বেইজিংয়ের চাউমিং রেলস্টেশনে এসে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান।এ সময় চাউমিং রেলস্টেশনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণীকে লালগালিচা সংবর্ধনা ও গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। রেলস্টেশন থেকে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ মোটর শোভাযাত্রা সহকারে চীনের দিয়াওইউতাই গেস্ট হাউসে (রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন) নিয়ে যাওয়া হয়। বেইজিংয়ে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহধর্মিণীসহ সফরসঙ্গীরা এই গেস্ট হাউসেই থাকবেন। এর আগে স্থানীয় সময় বেলা ১টা ৫৮ মিনিটে দালিয়ান উত্তর রেলস্টেশন থেকে হাইস্পিড ট্রেনে (বুলেট ট্রেন) বেইজিংয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন, প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন, ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম রনি প্রমুখ।

বেইজিংয়ে আসার আগে সকালে চীনের দালিয়ানে 'দালিয়ান আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে' স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) আয়োজিত 'গ্রীষ্মকালীন দাভোসে' বার্ষিক সভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। মালয়েশিয়ায় দুই দিনের সফর শেষ করে গত সোমবার সফরসঙ্গীদের নিয়ে চীনের দালিয়ানে আসেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সরকারপ্রধানের দায়িত্ব নিয়ে মালয়েশিয়া ও চীনে এটা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম সফর।

চীনে ব্যস্ততা প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জলবায়ু সহনশীলতা তৈরিতে অংশীদারত্ব, প্রযুক্তি, অর্থায়ন এবং যৌথ অঙ্গীকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, জলবায়ু 'ক্ষয়ক্ষতি তহবিল'কে প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবায়নে আনা, জলবায়ু অর্থায়নকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য আরও সহজলভ্য করা এবং পাশাপাশি 'সবুজ জলবায়ু তহবিল' (জিসিএফ)-কে কার্যকর করা প্রয়োজন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) আয়োজিত 'গ্রীষ্মকালীন দাভোস'-এ 'ক্লাইমেট লিডারশিপ ইন এ শিপটিং গ্লোবাল ল্যান্ডস্ক্যাপ' শীর্ষক সেশনে 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে' জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এই গুরুত্বারোপ করেন। স্থানীয় সময় বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে চীনের দালিয়ান শহরের দালিয়ান আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই সেশন অনুষ্ঠিত হয়। বেইজিং সফরে চীনের সঙ্গে ১৫ থেকে ১৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সইয়ের সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনার মধ্যে তিস্তা মহাপরিকল্পনা থাকবে আলোচনার একটি বড় অংশজুড়ে। গ্রীষ্মকালীন দাভোস সেশনে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে 'প্রশমনের পাশাপাশি অভিযোজন'ও অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন। এর আগে সম্মেলনস্থলে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ডব্লিউইএফের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আলোইস জভিংগি। চীনের দালিয়ান শহরে ২৩ থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত চলছে ডব্লিউইএফের গ্রীষ্মকালীন দাভোস। 'বৃহৎ পরিসরে উদ্ভাবন' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আয়োজিত এবারের সম্মেলনে বৈশ্বিক অর্থনীতি, শিল্পকাঠামোর পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও উদীয়মান প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগ, চীনের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, তরুণদের কর্মসংস্থান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও এর বিস্তৃত অর্থনৈতিক সুফলের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমানোর বিষয়টি এবারের সম্মেলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। এবারের সম্মেলনে ৯০টিরও বেশি দেশের প্রায় ১ হাজার ৭০০-এর বেশি সরকারি প্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ডব্লিউইএফ প্রেসিডেন্ট ও সিইও আলোইস জভিংগির বৈঠক : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ডব্লিউইএফের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আলোইস জভিংগির সাক্ষাৎ ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের মতো অন্যান্য ডেল্টা রাষ্ট্র এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর সহযোগিতায় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশ আগামী পাঁচ বছরে ২৫০ মিলিয়ন বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার নদী ও খাল পুনঃখননের মাধ্যমে পানির প্রবাহ পুনরুদ্ধার, বন্যার ঝুঁকি হ্রাস এবং পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি আরও জানান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে করসুবিধা প্রদান করেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আলোইস জভিংগি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অভিজ্ঞতা ও উদ্যোগকে বৈশ্বিক পরিসরে কাজে লাগানোর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আলোইস জভিংগি বলেন, বাংলাদেশের জলবায়ু সহনশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন উদ্যোগ আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ তৈরি করবে। তিনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। আলোইস জভিংগি প্রধানমন্ত্রীকে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন উপস্থিত ছিলেন।

চীনে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রধানমন্ত্রী : চীন সফরে অত্যন্ত ব্যস্ততম সময় পার করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সকালে গিনির প্রধানমন্ত্রী আমাদু ওউরি বাহ-এর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আলোইস জভিংগির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় বিনিয়োগ, ব্যবসাবাণিজ্যসহ এ অঞ্চলের অর্থনীতি গতিশীল করতে বাংলাদেশকে অংশীদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। চীনের দালিয়ানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ১৭তম বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি ক্লাইমেট লিডারশিপ ইন এ শিফটিং গ্লোবাল ল্যান্ডস্ক্যাপ শীর্ষক সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন তারেক রহমান। ২৫ জুন বেইজিংয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ও বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কথা রয়েছে।

বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের মর্যাদা নিশ্চিত করছেন প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন বলেছেন, ন্যায্যতা ও ভারসাম্যের মাধ্যমে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের মর্যাদা এবং দৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দেশেই যেমন জনগণের আস্থা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও একটি মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মান পাচ্ছেন। চীনের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দালিয়ানের সাংগ্রি-লা হোটেলে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে সফরের বিভিন্ন কর্মসূচি, দ্বিপক্ষীয় বৈঠক এবং সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন মাহদী আমিন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়ায় ফলপ্রসূ সফরের ধারাবাহিকতায় চীনেও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক থেকে বর্তমানে বহুপক্ষীয় বিষয় নিয়ে উপস্থিত বিশ্বনেতাদের সঙ্গে ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু করেছেন। মাহদী আমিন সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কর্মব্যস্ত বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি জানান, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আয়োজিত সামার দাভোস-২০২৬ বর্তমানে চীনের দালিয়ানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 'ইনোভেটিং অ্যাট স্কেল' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এই বৈশ্বিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের প্রতিনিধিদল, আমন্ত্রিত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ এবং শীর্ষ ব্যবসায়ী, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, শিক্ষাবিদ ও করপোরেট নেতারা অংশগ্রহণ করেছেন। একজন সরকারপ্রধান হিসেবে বাংলাদেশের বাইরে এই প্রথম কোনো বৈশ্বিক সম্মেলনে যোগদান করবেন তারেক রহমান। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জলবায়ু সহনশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও অংশীদারত্বের সঙ্গে আরও গভীরভাবে সংযুক্ত করা। একসঙ্গে 'বাংলাদেশ ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত' বার্তার মাধ্যমে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আস্থাশীল ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের পরিকল্পনা উত্থাপন : মাহদী আমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনেতাদের সামনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। আগামী পাঁচ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী ও খাল খনন-পুনঃখনন, পদ্মা ও তিস্তা অববাহিকার পানিব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ, সবুজশিল্পের বিকাশে পাটশিল্প ও পরিবেশবান্ধব ইলেক্ট্রিক ভ্যাহিকেল চালু এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জলবায়ু কার্যক্রম কোনো ব্যয় নয়; এটি আমাদের সমৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অপরিহার্য বিনিয়োগ। প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতি তহবিলের কার্যকর বাস্তবায়ন, সহজলভ্য ও পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ এবং প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রমে সমান গুরুত্ব দেওয়ার ওপর জোর দেন। তিনি জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক সংহতি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও যৌথ দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে কার্যকর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানান।

বিশ্বনেতাদের সঙ্গে নৈশভোজে অংশগ্রহণ : সংবাদ সম্মেলনে মাহদী আমিন জানান, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চীনের প্রিমিয়ার তথা প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের আমন্ত্রণে একটি নৈশভোজে সস্ত্রীক অংশ নেন। সেখানে বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী কিম মিন-সিওক, মঙ্গোলিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিয়াম-ওসোরিন উচরাল, গিনির প্রধানমন্ত্রী আমাদু ওউরি বাহ, মন্টিনিগ্রোর প্রধানমন্ত্রী মিলোজকো স্পাজিচ, কাজাখস্তানের প্রধানমন্ত্রী ওলজাস বেকটেনভের সঙ্গে, অর্থাৎ সাত দেশের সরকারপ্রধানের একসঙ্গে রাষ্ট্রীয় ভোজ এবং উন্মুক্ত আলাপচারিতার দুয়ার উন্মোচিত হচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের 'অ্যানুয়াল মিটিংয়ে' যোগ দেবেন : মাহদী আমিন জানান, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের 'অ্যানুয়াল মিটিং অব দ্য নিউ চ্যাম্পিয়নস' অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে অন্যান্য বৈশ্বিক নেতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পলিসি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন। দুপুরে দালিয়ানা থেকে বেইজিংয়ে একটি হাইস্পিড ট্রেনের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের উদ্দেশে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীরা স্থানীয় সময় বেলা ২টায় বেইজিংয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন।

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের আত্মমর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থান : মাহদী আমিন জানান, প্রধানমন্ত্রীর কর্মযজ্ঞের ফলে দীর্ঘদিন পর বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এমন একজন স্টেটসম্যান, যিনি সমতা, ন্যায্যতা ও ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বিশ্বের প্রতিটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে কার্যকরভাবে ধারণ করছেন, নিশ্চিত করছেন বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের আত্মমর্যাদা, সম্মান ও দৃঢ় অবস্থান। তিনি জানান, দালিয়ানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সামার দাভোসে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ বাংলাদেশের জন্য একদিকে নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করছে। অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের বেস্ট প্র্যাকটিস গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় সক্ষমতাকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করছে।

তিস্তা মহাপরিকল্পনায় কী আছে : প্রায় ২৪০ বছরের পুরোনো নদী তিস্তার সঙ্গে রয়েছে উত্তরের ২৫টি নদীর প্রবাহ। ২০১৪ সাল থেকে ভারত সরকার একতরফা তিস্তার পানি প্রত্যাহার করছে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে নদীটি একেবারেই শুকিয়ে যায়। তিস্তা নদীকে ঘিরে উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে চীন। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং চীনের পাওয়ার কনস্ট্রাকশন করপোরেশন অব চায়না বা পাওয়ার চায়নার মধ্যে ২০১৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মহাপরিকল্পনায় পূর্ব চীনের জিয়াংসু প্রদেশের সুকিয়ান সিটির আদলে তিস্তার দুই পারে পরিকল্পিত স্যাটেলাইট শহর গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকার চীনের সেই প্রস্তাবনার আলোকেই তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা বলেছে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হতে চীন গেলেন দুই মন্ত্রী : চীনের বেইজিংয়ে সফররত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফরসঙ্গী হতে চীন গেলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন এবং পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। মঙ্গলবার রাতে ঢাকা থেকে একটি ফ্লাইটে তাঁরা চীনের উদ্দেশে রওনা করেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। তিনি বলেন, তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েক ইস্যুতে যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে তিনজন পূর্ণ মন্ত্রী আছেন বলেও জানান তিনি।

চীনে ডব্লিউইএফ সম্মেলনে অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: চীনের দালিয়ানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে (প্ল্যানারি সেশন) অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।স্থানীয় সময় বুধবার সকাল ১০টায় দালিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে এ সম্মেলন শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন বলেন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী যোগদান করেছেন। সম্মেলনে আসা বিশ্বনেতাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। এই ফোরামে অংশ নেওয়া চীনা বিনিয়োগকারী ও শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ, নীতিগত সুবিধা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত-প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করবেন। সম্মেলনের এই প্ল্যানারি সেশনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'ইনোভেটিং অ্যাট স্কেল' (বৃহৎ পরিসরে উদ্ভাবন)। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আলোইস জভিংগি।প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এই প্রথম ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন তারেক রহমান। এর আগে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আলোইস জভিংগি। চীনের দালিয়ান আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে করসুবিধা দেওয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎচাহিদার ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে পূরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জবাবে আলোইস জভিংগি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অভিজ্ঞতা ও উদ্যোগ বৈশ্বিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশের জলবায়ুসহনশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী, অর্থায়নকারী সংস্থাগুলোর আগ্রহ বাড়াবে। বাংলাদেশের উত্থাপিত বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন আলোইস জভিংগি। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পক্ষ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

Contact with us
718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
●
আমরা কোনো ফি নেই না।
●
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
●
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:

888-216-STAR (7827)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আওয়ামী লীগের বয়সজনিত রোগব্যাধি!

(প্রথম পাতার পর)

দিল। পাকিস্তান আমলে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ঐতিহ্যের ধারক আওয়ামী লীগ এখন রীতিমতো বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। বয়স বাড়লেই যে সব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বাড়ে না, তা মানুষের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুর ক্ষেত্রেও সত্য। মানুষের বয়স বৃদ্ধি পেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের স্মৃতিভ্রম ঘটে, বার্ধক্যজনিত রোগব্যাধি তো আছেই, ভীমরতিতেও ধরে। পরিপক্বতা আসে খুব কমসংখ্যক বৃদ্ধের মধ্যে। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অতীতের জাবর কাটার মধ্যে সুখ খোঁজেন। যেখানে তাঁদের সামান্য ও তুচ্ছ ভূমিকা ছিল অথবা আদৌ ছিল না, সেগুলোকে ফুলিয়েফাঁপিয়ে বলেন। কোথাও তাঁদের নিন্দনীয় ভূমিকা থাকলে তা বেমালুম চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

বাংলাদেশে মানবসৃষ্ট দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর বেলায়ও তাদের বয়সজনিত সমস্যাগুলোর সম্পর্ক প্রবল। দুটি দলই প্রাচীন। দুই দিন পর ২৩ জুন আওয়ামী লীগের বয়স ৭৮ বছরে পড়বে। জামায়াতে ইসলামীর বয়স এখন ৮৫ বছর চলছে। দল দুটির মধ্যে অনেক মিল এবং অনেক অমিল আছে। ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে তাদের অস্বস্তিকর প্রেম হয়েছে- ১৯৬৫ সালে আইউব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন জানানোর ক্ষেত্রে, ১৯৮৬ সালে এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য দল দুটির গোপন আঁতাতে উপনীত হতে এবং ১৯৯৬ সালে বিএনপিকে পরাজিত করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার ক্ষেত্রে।

আওয়ামী লীগ-জামায়াত প্রেম যেমন চকিতে হয়েছে, তেমন দ্রুততায় তাদের প্রেমের বন্ধন টুটেও গেছে। আরও মিল আছে এই দল দুটির ড় জামায়াতে ইসলামী 'একাত্তরে' তাদের ভূমিকা যথাসম্ভব আড়াল করে, একইভাবে আওয়ামী লীগ ১৯৭৫ সালের 'বাকশাল-কাণ্ড' চেপে যায়। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতারা সর্বক্ষণ শেখ মুজিবের প্রতিটি 'স্বপ্ন' বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর বলে মুখ ফেনায়িত করলেও ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০২৪ মেয়াদে শেখ হাসিনা একটি বারের জন্যও তাঁর পিতার মহান উদ্যোগ 'দ্বিতীয় বিপ্লব' খ্যাত 'বাকশাল' পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাংখা ব্যক্ত করেননি। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কি করেছিল, তা সবার জানা এবং কেউ তাদের অপরাধকে ক্ষমার চোখে দেখেনি, তার প্রমাণ ছিল ২০২৪ এর জুলাই-আগস্ট। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনেও তারা একই কাজ করেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ তখন মাত্র ২১ বছর বয়সী তরুণ একটি দল। এই বয়সের অনেকে রক্তের গরমে অনেক গুরুতর ভুল করে বসে। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভুলকে দেশবাসী বয়সজনিত ভুল বলে মেনে নিয়েছিল।

এরপর অনেক সময় পার হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশে কত দলের জন্ম হয়েছে, কত দলে ভাঙচুর হয়েছে এবং অস্তিত্বহীন হয়েছে, তা নিষ্ঠাবান রাষ্ট্রবিজ্ঞানিদের গবেষণার চমৎকার বিষয় হতে পারে। ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনে একক ভূমিকা রেখেছিল। দলটি অখন্ড পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানেও শাসন পরিচালনা করেছে। মুসলিম লীগ ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতা ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-এ-ইসলাম, গণতন্ত্রী দল, খিলাফত-ই-রাব্বানি পার্টি সমন্বয়ে গঠিত 'যুক্তফ্রন্ট' পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সরকার গঠন করেছিল। 'মুসলিম' বর্জিত আওয়ামী লীগ ছাড়া একসময়ে ক্ষমতার অংশীদার দলগুলোর নাম বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসপড়ুয়ারা ছাড়া কেউ জানে না। ভেঙেছে জামায়াতে ইসলামীর মতো ক্যাডার-ভিত্তিক সংগঠনও - একবার মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে বড় আকারে, আরেকবার মাওলানা আবদুল জব্বারের নেতৃত্বে ছোট আকারে। জামায়াতের সেই দুই ভগ্নাংশ এখন আর অস্তিত্বে নেই।

আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেইজিংপন্থি প্রত্যেক বাম নেতার এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও উপদল ছিল। এখন একটিরও অস্তিত্ব নেই। দাপটের সঙ্গে ক্ষমতায় থাকা ও জাতীয় সংসদে কয়েক দফা বিরোধী দলে থাকা এরশাদের জাতীয় পার্টি তিন-চার খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এখন প্রতিটি খণ্ড নিভু নিভু অবস্থার মধ্যে আছে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ সংবিধান সংশোধন করে নিজেরাই নিজেদের দলকে বিলুপ্ত করে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদের সাধের ফসল বাকশাল-এর ওপর 'তাওয়াক্কুল' বা আস্থা রাখতে পারেনি। যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আওয়ামী নেতাদের চোখের বিষ, তাঁরা সেই সামরিক শাসকের ঘোষিত 'পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন অ্যাক্ট' (পি-পআর) বা 'রাজনৈতিক দলবিধি'র নিয়মকানুন মেনে চলার কসম কেটে নতুন করে 'আওয়ামী লীগ' বাংলাদেশের রাজনীতিতে কদম রাখার অনুমতি পেয়েছে। জীবজগতে কোনো জীবের মৃত্যু হলে তাদের বয়স যেমন সেখানেই থেমে যায়, অনুরূপ কোনো দল নিজের মৃত্যু নিশ্চিত করার পর ১৯৭৫ সালেই দলটির অস্তিত্বের বিনাশ ঘটেছিল কিনা, তা নির্ণয় করার জন্য গবেষণার প্রয়োজন নেই।

বর্তমান আওয়ামী লীগের বয়স গণনা করতে যুক্তির খাতিরে হলেও ১৯৭৬ সাল থেকে গণনা করাই সংগত, যখন দলটির নেতারা তাদের দ্বারা বিলুপ্ত প্রাণপ্রিয় দলকে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। ভাগ্যের কী বিড়ম্বনা! যে দল পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় লড়াই করেছে, মাত্র ছয় বছর আগে যে দলের নেতাদের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ামাত্র যে দলের নেতারা দেশের মা-বাপ এবং অসহায় জনগণের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাই সামরিক সরকারের কাছে নিবেদন করেছেন রাজনীতি করার 'একটুখানি সুযোগ' দিতে। সামরিক সরকার তাঁদের রাজনীতি করার 'সদয়' অনুমতি দান করে এবং অনুমোদন লাভের পর মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে দলটির আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কোনো সংগঠনের সূচনা আহ্বায়ক কমিটির হাত ধরেই ঘটে। তবে 'দল' যেহেতু একটি 'ধারণা' বা 'আদর্শ,' অতএব এর পুনর্জন্মের সুযোগ রয়েছে। সে হিসেবে আওয়ামী লীগ যদি তাদের ১৯৪৯ সালের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মাঝের বিরতিসহ বয়স হিসাব করে, তাহলে তা দোষণীয় হবে না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক শাখায় মানুষের 'নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স' (এনডিই) বা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেও আবার বেঁচে ওঠার মতো ১৯৭৬ সালে আওয়ামী লীগের পুনরায় রাজনীতিতে ফিরে আসার মতো দৃষ্টান্ত বিশ্বে আরও রয়েছে। রাজনৈতিক দলের এ ধরনের প্রত্যাবর্তনকে রাজনৈতিক মনোবিজ্ঞানে 'আইডেনটিটি বেজড পোলারাইজেশন' (পরিচয়ভিত্তিক মেরুকরণ) বলে বর্ণনা করা হয়েছে; অর্থাৎ এই ফিরে আসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলের নীতির কঠোর অনুসরণের কোনো সম্পর্কের চেয়ে দেশে দৃশ্যত রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে পুরোনো সমর্থকদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে নিকট ভবিষ্যতে দাপুটে অবস্থান সৃষ্টি করার প্রত্যাশাই অধিক থাকে। আওয়ামী লীগের পুনরাবির্ভাবের পেছনেও তাদের নীতির ওপর অটল থাকার বালাই ছিল না। তবু স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় যেতে দীর্ঘ ২১ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। আওয়ামী লীগের পক্ষে তা-ও সম্ভব হতো না, যদি ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে জামায়াতে ইসলামী বিএনপির ওপর নানা কারণে গোস্‌সা হয়ে তাদের কোল থেকে নেমে না পড়ত।

যা হোক আওয়ামী লীগের বাকশাল-পরবর্তী এবং জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের বদান্যতাসমৃদ্ধ পুনরাবির্ভূত আওয়ামী লীগের ভাঙন দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। মস্কোপন্থি মহিউদ্দিন আহমদ এবং ভারতপন্থি আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে যে অংশটি বাকশাল-এর ওপরই আস্থাশীল ছিলেন, একপর্যায়ে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ক্ষমতার আসনে থেকে এক নেতার এক দল বাকশালের যে ফায়দা ছিল, ক্ষমতাহীন অবস্থায় কেবল বাকশাল সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রাজনীতিতে সুবিধা করা যাবে না। অতএব কয়েক বছর পর তাঁরা বাকশালের ওপর আস্থা হারিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। সামরিক সরকারের অনুমোদন লাভের পর আওয়ামী লীগ যখন মাঠের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়, তখন দলটিতে শুরু হয় নেতৃত্বের কোন্দল। এই কোন্দলে আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয়ে বৃহৎ অংশ আবদুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে এবং ক্ষুদ্র অংশ মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে। মানুষের মন বড় বিচিত্র। অল্প সময়ের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের একসময়ের জাঁদরেল নেতা ও সাবেক মন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী আরেক সামরিক সরকারের প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রস্তাব পেয়ে তা লুফে নেন এবং তাঁর অংশের আওয়ামী লীগকে দাফন করে এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে মোটামুটি ১ বছর ৯ মাস বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানজনক ও লাভজনক আসন অলংকৃত করেন। মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর ভাগে পড়া খণ্ডিত আওয়ামী লীগকে দাফন করে অন্যায় কিছু করেননি। তিনি এটা না করে যদি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগে বিলীন হতেন তাহলে কি তাঁর পক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হতো? কস্মিনকালেও না! ক্ষমতার রাজনীতিতে পদ অতি গুরুত্বপূর্ণ, তা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী পদ হোক, অথবা তাসের রাজার মতো আলংকারিক পদ হোক। এরশাদ ক্ষমতা দখল করার দুই বছর পর ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সাত বছরে তিনি চারজনকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। একেক জনের মেয়াদকাল বেশি ছিল না। তারা যত স্বল্পসময় ও যত ক্ষমতাহীন হয়ে থাকুন কেন, ইরেজার দিয়ে ঘষাঘষি করেও তারা যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যাবে না। রাজনীতিবিদদের ৯৯.৯ শতাংশই তো পদের আশায়ই রাজনীতি করেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ যতবার সরকার গঠন করেছে, ততবার তিনিই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। দলে যদি তাঁর চেয়ে যোগ্য নেতার অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তাহলেও তাঁর জীবদ্দশায় এই পদ যে দলের অন্য কারও ভাগ্যে নেই, তা স্বতঃসিদ্ধ ছিল।

রাজনৈতিক দলের 'ন্যাচারাল ডেথ' বা স্বাভাবিক মৃত্যু এক বিষয়, আর সংবিধান সংশোধন করে, নতুন আইন সৃষ্টি করে ঐতিহ্যের দাবিদার, অর্জনে-অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ একটি দলকে মেরে ফেলা হত্যার মতো গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার শামিল। এ কাজটিই করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি শুধু তাঁর দলকে হত্যা করেননি, দেশের ছোটবড় সব রাজনৈতিক দলকে কবরস্থ করেছিলেন। সংবাদপত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ যা বিশ্বাস করে বলে তাদের দলের গঠনতন্ত্রে মুদ্রিত ছিল বা এখনো আছে, তারা যদি সেগুলো সত্যিই বিশ্বাস করত, তাহলে একদলীয়, এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'বাকশালী' শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারত না।

আওয়ামী লীগ নেতারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলেন, দলটির গঠনতন্ত্রের ছত্রে ছত্রে 'সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, জনগণের পছন্দমতো ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, জনগণের ঐক্য ও সংহতির বিধান' করার মতো সুন্দর সুন্দর কথামালা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এসব কথা বলে জনগণকে প্রলুব্ধ করে এবং ভোটের অধিকার হরণ করে কীভাবে ক্ষমতায় জেঁকে বসতে হয়, সে কৌশল আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো দলের অজানা। কিন্তু কৌশল খাটিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পরও যদি আওয়ামী লীগ দেশ ও জনগণের জন্য ভালো কিছু করত, তাহলেও জনগণ স্বস্তিবোধ করতে পারত। কিন্তু কোনোভাবে ক্ষমতায় যাওয়ামাত্র আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা তালগোল পাকিয়ে ফেলে, রাজনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে যায়, এবং একেবারে দলদাস ছাড়া সবার মাঝে তারা সরকার বিরোধী ও আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ খুঁজে পায়।

এভাবে তারা আওয়ামী লীগকে কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক দলে পরিণত করেছিল। সবকিছু মিলিয়ে তারা দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যা থেকে তারা নিজেরাও উদ্ধার পায়নি। তারা দেশকেও বিপদের মধ্যে ফেলেছে। পঁচাত্তরের আগস্ট এবং চব্বিশের আগস্ট আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব নিজেরাই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বলা হলে কি বাড়িয়ে বলা হবে? আওয়ামী লীগ নিজের খনন করা খাদে পড়েছে। একটি বড় দল হিসেবে তারা ঘুরেফিরে বারবার ক্ষমতায় আসতে পারত। তাদের কি প্রয়োজন ছিল জাতীয়তাবাদকে উগ্র রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের রূপ দেওয়ার? সবাই জানে ও মানে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর চেতনা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ব্যর্থ প্রমাণ করেছে। কি প্রয়োজন ছিল দেশবাসীকে তাদের রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে তাদেরকে 'স্বাধীনতার পক্ষ' ও 'স্বাধীনতার বিপক্ষ' শক্তি হিসেবে বিভক্ত করার?

ভোটের রাজনীতিতে সব দলকে, সব প্রার্থীকে সব পক্ষের ভোটারের কাছে গিয়েই তো ভোট ভিক্ষা করতে হয়। পাঁচ বছর পরপর যাদের কাছে গিয়ে অবনত হতে হয়, ক্ষমতায় গিয়ে তাদের ওপর খড়্গহস্ত হওয়ার পরিণতি যে কখনো শুভ হয় না, বাংলাদেশে বারবার তা প্রমাণিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারা এখনো অনলাইনে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প নেই' বলে দাবি করেন। তাঁরা যদি তাঁদের নিজেদের সৃষ্ট বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান ও আত্মসমালোচনা করতেন, ভুল থেকে কিছু সবক নিতেন, তাহলে এমন দাবি করার আগে হাজারবার ভাবতেন। দেশ কোনো দলকে নিয়ে নয়, জনগণকে নিয়ে।

নিউইয়র্কে মামদানি ম্যাজিক : প্রাইমারিতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের জয়

(প্রথম পাতার পর)

গোল্ডম্যান। প্রগতিশীল প্রতিদ্বন্দ্বী ব্র্যাড ল্যান্ডারের কাছে তাঁর এই পরাজয়কে দলটির ভেতরে বামপন্থী ধারার একটি বড় বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই জয় মূলত নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট মেয়র জোহরান মামদানির সমর্থিত প্রার্থীদের একটি নিরঙ্কুশ বিজয়ের অংশ। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এই ফলাফল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে আরও বামপন্থার দিকে ঝুঁকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মামদানির হাতকে শক্তিশালী করবে। নিউইয়র্কের ১০ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টের এই নির্বাচনী লড়াইয়ে মূলত গাজা যুদ্ধ নিয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরের গভীর বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নির্বাচনে জয়ী ব্র্যাড ল্যান্ডার গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানকে 'গণহত্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করে তীব্র সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে, দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করা ড্যান গোল্ডম্যানকে সমর্থন দিয়েছিল ইসরায়েলপন্থী শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলো। উল্লেখ্য, ল্যান্ডার এবং গোল্ডম্যানদুউভয়েই ইহুদি ধর্মাবলম্বী।

ভারমন্টের ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের সমর্থনপুষ্ট ল্যান্ডার সহজেই গোল্ডম্যানকে পরাজিত করেন। অধিকাংশ ভোট গণনার পর দেখা গেছে, ল্যান্ডার পেয়েছেন ৬৫ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট, আর গোল্ডম্যান পেয়েছেন ৩৪ দশমিক ১ শতাংশ ভোট। নিউইয়র্ক সিটির সাবেক কম্পট্রোলার ল্যান্ডারের এই বিজয়কে মেয়র মামদানির রাজনৈতিক প্রভাবের একটি বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছিল। পরাজিত ড্যান গোল্ডম্যান বিখ্যাত জিন্স প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান 'লেভি স্ট্রস'-এর উত্তরাধিকারী। ২০১৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রথম অভিশংসন (ইমপিচমেন্ট) তদন্তে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি নিজ দলের প্রশংসার পাত্র হয়েছিলেন। তবে ইসরায়েলের প্রতি তাঁর অন্ধ সমর্থন নিউইয়র্কের অনেক ভোটারের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়। গত সপ্তাহান্তে ব্রুকলিনের একটি কফি শপে

গোল্ডম্যান ও তাঁর সাত বছরের মেয়েকে ঢুকতে না দেওয়ার ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলেছিল। কফি শপ কর্তৃপক্ষ পোস্টে লিখেছিল, তারা 'বর্ণবাদী, ফ্যাসিস্ট, সমকামী-বিদ্বেষী কিংবা গণহত্যার সহায়তাকারীদের' সেবা দেয় না। পরে অবশ্য পোস্টটি মুছে ফেলা হয়।

মঙ্গলবারের এই প্রাইমারি নির্বাচনে মামদানি সমর্থিত আরও দুই ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট প্রার্থী জয় পেয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন: ৭ম ডিস্ট্রিক্ট: অ্যাসেম্বলি ওম্যান ক্লেয়ার ভালদেস ব্রুকলিনের বরো প্রেসিডেন্ট অ্যান্টোনিও রেনোসোকে পরাজিত করেছেন। ১৩শ ডিস্ট্রিক্ট: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ডক্টরাল শিক্ষার্থী দারিয়ালিজা আভিলা শ্যাভালিয়ার জয়ী হয়েছেন। এই তিন বিজয়ী প্রার্থীই অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা আইসিই বিলুপ্ত করার দাবি জানিয়েছেন এবং ধনীদের ওপর কর বাড়ানোর পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। এ ছাড়া তাঁরা তিনজনই গাজায় ইসরায়েলি পদক্ষেপকে গণহত্যা বলে অভিহিত করেছেন। মেয়র জোহরান মামদানি নির্বাচনের দিন মন্তব্য করেন, 'এটি কেবল আরও বেশি ডেমোক্র্যাট নির্বাচিত করার বিষয় নয়। এটি মূলত আরও "ভালো" ডেমোক্র্যাটদের বেছে নেওয়ার লড়াই। আমি যখন এই প্রার্থীদের দিকে তাকাই, তখন তাঁদের মধ্যে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে আমাদের রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার একটি ইচ্ছা দেখতে পাই।' এদিকে নিউইয়র্কের অভিজাত ১২তম ডিস্ট্রিক্টে হেরে গেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

বিশ্বকে এক ভয়ংকর শিক্ষা দিল ইরান

(প্রথম পাতার পর)

নৌ-অবরোধ তুলে নেবে, ইরানের তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করবে এবং ইরানের জব্দ করা অর্থ ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। একই সঙ্গে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনাও শুরু হতে যাচ্ছে। এই চুক্তি যদি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, তাহলেও দেখা যাবে, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ইরান এই যুদ্ধ থেকে একটি কৌশলগত বিজয়ী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহ পথের একক 'দ্বাররক্ষক' হিসেবে তেহরানের অবস্থান এখন আরও শক্তিশালী। বিশ্বের অন্য দেশগুলোও এই ঘটনা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করবে এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য তারাও হয়তো এমন কোনো নৌপথ বা কৌশলগত অঞ্চল খোঁজার চেষ্টা করবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও ঘোষণা করেছেন যে হরমুজ প্রণালি 'চিরদিনের জন্য টোলমুক্ত' থাকবে, তবে এই জলপথের ওপর ইরানের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। গত তিন মাসে ইরানি কর্তৃপক্ষ কিছু জাহাজের কাছ থেকে যাতায়াত বাবদ প্রায় ২০ লাখ ডলার পর্যন্ত টোল আদায় করেছে বলে জানা গেছে।

এই ফির পরিমাণ যদি এর চেয়ে অনেক কমও হয়, ধরা যাক প্রতি জাহাজের জন্য কয়েক লাখ ডলার, যা সুয়েজ বা পানামা খালের হারের কাছাকাছি, তবু ইরান প্রতিবছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের একটি স্থায়ী তহবিল পেয়ে যাবে। এই বিপুল আর্থিক মুনাফাই তেহরানকে তার নতুন অবস্থান ধরে রাখতে সবচেয়ে বেশি প্ররোচিত করবে।

এই প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ইরানের হাতে থাকায় তারা বড় ধরনের কৌশলগত সুবিধাও পাচ্ছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচিসহ বিশ্বের অনেক নেতাই ইতিমধ্যে তাঁদের দেশে তেলবাহী ট্যাংকারের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে ইরান সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়, তেহরান এখন বিশ্বের যেকোনো দেশের সরকারের সঙ্গে নিজেদের মতো করে আলাদা চুক্তি করার অবস্থানে রয়েছে। সময়ের ব্যবধানে এই নতুন প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্রটি মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থেকে আরও রেহাই এবং অন্যান্য কূটনৈতিক সুবিধাও আদায় করে নিতে পারে। আর স্বাভাবিকভাবেই, এই প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার যেকোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হুমকি ইরানকে সামরিক হামলা কিংবা অর্থনৈতিক চাপ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ঢাল হিসেবে কাজ করবে। জাহাজের মালিক ও জ্বালানি ব্যবসায়ীরা ইরানকে টোল দেওয়ার বিষয়ে ক্ষুব্ধ হতে পারেন, তবে এই খরচ তাঁদের জন্য খুব একটা বড় বোঝা হবে না। একটি বড় তেল ট্যাংকারের জন্য ২০ লাখ ডলার টোল দেওয়ার অর্থ হলো প্রতি ব্যারেল তেলের জন্য মাত্র ১ ডলার বাড়তি দেওয়া, যা একটি সাধারণ ক্রেডিট কার্ডের ট্রানজেকশন ফির চেয়েও কম। হরমুজ প্রণালিতে জাহাজের ওপর ইরানের হুমকির কারণে এই পথে বিমা খরচ আকাশচুম্বী হয়েছিল; কোনো কোনো জাহাজের ক্ষেত্রে প্রতি যাত্রায় বিমা প্রিমিয়াম ৭৫ লাখ ডলারে গিয়ে ঠেকেছিল।

এখন ইরানকে টোল দেওয়ার মাধ্যমে যদি নিরাপদ যাতায়াতের নিশ্চয়তা মেলে, তবে বিমা খরচ অনেকটাই কমে আসবে, যা মূলত টোলের বাড়তি খরচকে পুষিয়ে দেবে। ২০০টির বেশি জাহাজ ও ট্যাংকারের মালিক গ্রিক শিপিং টাইকুন ইভানজ্যালোস মারিনাকিস বলেছেন, এত 'ঝামেলা পোড়ানোর' চেয়ে টোল দেওয়াটাই তাঁর কাছে বেশি শ্রেয়। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতও হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাবে। তাদের সবচেয়ে বড় ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী এই জলপথের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখলে সবচেয়ে বেশি লোকসান হবে এই দুটি দেশেরই। কিন্তু একই সঙ্গে তারা হরমুজ প্রণালি দ্রুত খুলে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে আছে, যাতে তারা পূর্ণ গতিতে লাভজনক তেল রপ্তানি আবার শুরু করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন; কারণ তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে এটি মধ্যপ্রাচ্যে একটি পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্ম দেবে। এই যুদ্ধ শুরু করার মাধ্যমে ট্রাম্প মূলত সেই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তবে পরিহাসের বিষয় হলোড়হরমুজ প্রণালিতে ইরানের এই অভাবনীয় সাফল্য বিশ্বে অন্য এক ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্ম দিতে যাচ্ছে; যেখানে প্রতিটি দেশই এখন এমন কোনো কৌশলগত চোকপয়েন্ট বা প্রবেশদ্বার খুঁজবে, যা দিয়ে রাতারাতি অর্থ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করা যায়। উপসাগরীয় এই দেশগুলো ইরানের টোল আদায়ের বিষয়টিকে একটি 'সাময়িক অনিষ্ট' হিসেবে মেনে নিতে পারে। কারণ, এটি তাদের হরমুজ প্রণালি এড়িয়ে নতুন পাইপলাইন তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেবে, যে প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্তত এক দশক লেগে যেতে পারে। কাতারের উপপ্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন যে এই 'সাময়িক' ফি বা টোলের বিষয়টি 'আলোচনাসাপেক্ষ'।

ট্রাম্প অবশ্য জেদ ধরে আছেন যে ইরান বা তার প্রতিবেশী ওমান, কেউই এই জলপথ শাসন করতে পারবে না। কিন্তু গত কয়েক মাসের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করেছে যে যুক্তরাষ্ট্র চাইলেই গায়ের জোরে এই প্রণালি উন্মুক্ত *(বাকিঅংশ ৩২ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের ইরান নীতিতে বড় পরিবর্তন

(প্রথম পাতার পর)

দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান। চুক্তির শর্ত মতে, ওয়াশিংটন অঙ্গীকার করে, তেহরান যদি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড মেনে চলতে পারে, তাহলে জব্দ থাকা ইরানি সম্পদ মুক্ত করবে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি ইরানকে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রক্রিয়া ও বাজারে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার কথাও জানায় যুক্তরাষ্ট্র। চুক্তি সইয়ের পর গত ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। ইরানের তেল খাত প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে এসেছে বড় পরিবর্তন। আগের নীতি থেকে বের হয়ে এসে ইরানের তেলের ওপর থেকে বিধিনিষেধ সরিয়ে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে আলজাজিরা। বিধিনিষেধ চালু থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর নিজেদের এই গুরুত্বপূর্ণ খনিজসম্পদ বাইরের ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে এসেছে ইরান। তবে সে ক্ষেত্রে তাদেরকে মোটা অঙ্কের মূল্য ছাড় দিতে হয়েছিল। ক্রেতাদের যুক্তি, 'ইরানের কাছ থেকে তেল কিনে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু হওয়ার ঝুঁকি নিতে হচ্ছে।' যার ফলে অবিশ্বাস্য কম দামে ইরানের তেল কিনে নিতে পারত ওই সব দেশ। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্ণ দামে তেল বিক্রি করার সুযোগ পাবে ইরান; অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারে যে দামে তেল বিক্রি হবে, ইরানের

কাছ থেকে তেল কিনতে হলেও সে দামই চুকাতে হবে। এতে ইরানের ভঙ্গুর অর্থনীতিতে নতুন করে হাজারো লাখ মার্কিন ডলার আসতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি ইরানবাসীদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দেবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, অন্যান্য বিধিনিষেধ থেকে বের হয়ে আসতে ইরানকে আরো বেশ কয়েক ধরনের 'মানদণ্ড' মানতে হবে। রয়টার্সের খবর মতে, সোমবার থেকে শুরু করে আগামী ৬০ দিন পর্যন্ত ইরানের ওপর প্রযোজ্য বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইরান যদি চুক্তির শর্ত না মানে, তাহলে 'যা করার প্রয়োজন' তাই করবেন তিনি। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে নতুন করে তীব্র হুমকি দেয়ার পর সুইজারল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চলমান উচ্চপর্যায়ের দ্বিপক্ষীয় শান্তি আলোচনা বয়কট করে সভাকক্ষ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল ইরানের প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার আনাদোলু এজেন্সিকে ইরানের প্রধান আলোচক ও দেশটির পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের গালিবাফ আনুষ্ঠানিকভাবে এই আলোচনা বর্জনের কথা নিশ্চিত করেছেন।

নিজের দেশের অবস্থান পরিষ্কার করে বাকের গালিবাফ বলেন, আমাদের নির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি রয়েছে এবং এ পর্যন্ত আমরা কখনোই আমেরিকানদের সাথে একই টেবিলে বসে সরাসরি সংলাপে অংশ নিতে চাইনি। মধ্যস্থতাকারীদের বিশেষ অনুরোধে ইরান কেবল পরোক্ষ আলোচনায় অংশ নিতে রাজি হয়েছিল। গালিবাফ বলেন, 'আলোচনার মাঝপথে আমি জানতে পারি যে ট্রাম্প আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আমাদের এই প্রতিনিধিদল এবং একই সাথে ইরানের মূল ভূখণ্ডে নতুন করে সামরিক হামলা চালানোর তীব্র হুমকি দিয়েছেন।' এই খবর পাওয়ার পরপরই তিনি মার্কিন প্রতিনিধিদলের প্রধান ও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ইরানি স্পিকার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টকে স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দেন যে ট্রাম্পের এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির শর্তগুলোকে সরাসরি লঙ্ঘন করে। তিনি জেডি ভ্যান্সকে উদ্দেশ্য করে সভাকক্ষে বলেন, আমি ভ্যান্সকে বলেছিলাম যে আমরা এখানে আলোচনার টেবিলে বসে আছি এবং আমাদের স্বাক্ষরিত সমঝোতার প্রথম ধারা অনুযায়ী যেকোনো পক্ষকে হুমকি দেয়া বা সামরিক বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আপনাদের প্রেসিডেন্ট আজকেই নতুন করে আমাদের হুমকি দিয়েছেন। তিনি আরো যোগ করেন, আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে ইরান কখনোই কোনো ধরনের হুমকি বা চাপের মুখে নতি স্বীকার করে আলোচনা পরিচালনা করে না। এ ঘটনার পরপরই ইরানের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিদল তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠকটি সমাপ্ত ঘোষণা করে আলোচনার টেবিল থেকে একযোগে উঠে দাঁড়ায় এবং সভাকক্ষ ত্যাগ করে। গালিবাফ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আমরা আলোচনা শেষ করে বৈঠক থেকে বের হয়ে এসেছি এবং সেখানে আর কখনোই ফিরে যাইনি। পরে মার্কিন প্রতিনিধিদল মধ্যস্থতাকারীদের উপস্থিতিতে আরেকটি জরুরি বৈঠক বসার জন্য জোরালো আকুতি জানালেও তেহরান ওয়াশিংটনের সেই প্রস্তাবটি সরাসরি নাকচ করে দেয়। আমেরিকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর কাতার ও পাকিস্তানের বিশেষ মধ্যস্থতাকারীরা ইরানি প্রতিনিধিদলের সাথে তাদের নিজস্ব আবাসে এসে দেখা করেন। ইরানি স্পিকার মধ্যস্থতাকারীদের সাফ জানিয়ে দেন, 'কাতারি ও পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীরা আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা তাদের বলেছি যে আমরা কেবল আপনাদের সাথেই কথা বলব, তবে আমেরিকানদের সাথে আমরা আর কোনো ধরনের সংলাপে বসব না।' পরে দুই দেশের মধ্যকার এই অচলাবস্থা নিরসনে কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীরা দীর্ঘ ৮০ মিনিট ধরে ইরানের সাথে এক নিবিড় আলোচনা পরিচালনা করেন এবং সবশেষে একটি যৌথ কূটনৈতিক বিবৃতি প্রকাশ করেন।

পরমাণু পরিদর্শক পাঠানোর মার্কিন দাবি প্রত্যাখ্যান : বিবিসি জানায়, তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য প্রথম দফার আলোচনার পর মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স দাবি করেছেন, পরমাণু পরিদর্শকদের আবার ইরানে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। তবে তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান। সুইজারল্যান্ডে আলোচনার পর জেডি ভ্যান্স জানিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সাথে আলোচনা 'আজ থেকেই শুরু হতে পারে'। কিন্তু পরমাণু কর্মসূচি পরিদর্শনের বিষয়ে তেহরান নতুন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি বলে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছে। বিবিসি জানায়, তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য প্রথম দফার আলোচনার পর মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স দাবি করেছেন, পরমাণু পরিদর্শকদের আবার ইরানে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। তবে তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান। সুইজারল্যান্ডে আলোচনার পর জেডি ভ্যান্স জানিয়েছিলেন যে, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সাথে আলোচনা 'আজ থেকেই শুরু হতে পারে'। কিন্তু পরমাণু কর্মসূচি পরিদর্শনের বিষয়ে তেহরান নতুন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি বলে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছে। এমন সময় এই ঘটনা ঘটল যখন যুক্তরাষ্ট্র সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার ফলে কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো ইরান মার্কিন ডলারে তাদের তেল বিক্রি করতে পারবে। গত সোমবার কাতার ও পাকিস্তানের

(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রের ইরান নীতিতে বড় পরিবর্তন

(৩০ পাতার পর)

মধ্যস্থতাকারীদের দেয়া এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়, সুইজারল্যান্ডের শহর বার্গেনস্টকে প্রথম দফার আলোচনার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান '৬০ দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর রোডম্যাপ' তৈরিতে সম্মত হয়েছে। এই আলোচনাকে একটি 'খুব ভালো ভিত্তি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি জানান, উভয়পক্ষ হরমুজ প্রণালী আবার খুলে দেয়া এবং 'আঞ্চলিক যুদ্ধবিরতির জন্য সজ্ঘাত নিরসন' নিয়ে আলোচনা করেছে। গত সোমবার ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা ৬০ দিনের জন্য মওকুফ করেছে মার্কিন অর্থ বিভাগ, যার মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটনের দীর্ঘ দিনের অবরোধের মূল ভিত্তিকে ভেঙে দেয়া হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে, যা ঐতিহ-াসিকভাবে তেহরানের অর্থনীতিকে স্থবির করে রেখেছিল। এর ফলে ২১ অগাস্ট পর্যন্ত ইরান অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদন, বিক্রি এবং সরবরাহের অনুমোদন দেয়। এই নিষেধাজ্ঞা শিথিলের আওতায় ইরানি তেল সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রেও আমদানি করা যাবে। এটি ব্যাংকিং লেনদেন, বীমা ও পরিবহনের পথ খুলে দিয়েছে এবং অপরিশোধিত তেল বিক্রির জন্য ইরান আগে যে জটিল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করত তার প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে। যদিও মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছেন, এই ৬০ দিনের ছাড়ের বিনিময়ে তেহরান হরমুজ প্রণালী খোলা রাখা এবং আইএইএ-এর পরমাণু পরিদর্শকদের আবার দেশে প্রবেশের অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছিল। পরিদর্শকরা কখন ইরানে ফিরবেন, সোমবার সকালে সাংবাদিকরা জেডি ভ্যান্সের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়া 'চলতি সপ্তাহের মধ্যেই' শুরু হবে, এমনকি পরিদর্শকদের সাথে আলোচনা 'আজই হতে পারে'। সামাজিক মাধ্যমে এ বিষয়ে পোস্ট করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনিও দাবি করেছেন যে, 'প্রধান অস্ত্র পরিদর্শনে সম্মত হবে' ইরান। তবে ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, পরমাণু পরিদর্শনের বিষয়ে 'নতুন কোনো প্রতিশ্রুতি' তারা দেননি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, জাতিসঙ্ঘের পরিদর্শকদের সাথে যেকোনো সম্পৃক্ততা 'পার্লামেন্ট ও সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বিদ্যমান প্রক্রিয়ার অধীনেই' হবে। এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি আইএইএ। গত গ্রীষ্মে ১২ দিনের যুদ্ধের সময় ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র যেসব স্থানে বোমা হামলা চালিয়েছিল, সেখানে পরিদর্শনের সুযোগ স্থগিত করে দিয়েছিল ইরান। পরের মাসেই জাতিসঙ্ঘের পরমাণু পর্যবেক্ষক সংস্থা জানিয়েছিল যে, তারা দেশটিতে থাকা তাদের পরিদর্শকদের সরিয়ে নিয়েছে। ২০১৫ সালে ইরান এবং ছয় বিশ্বশক্তি- যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি ও ব্রিটেন- একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল, যার মাধ্যমে ইরানে পরমাণু স্থাপনা পরিদর্শনের সুযোগ পায় আইএইএ। নিজের প্রথম মেয়াদে অর্থাৎ ২০১৮ সালে এই চুক্তিকে 'বাজে চুক্তি' হিসেবে আখ্যা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ট্রাম্প। ভ্যান্স সোমবার জানান যে, যুক্তরাষ্ট্র আবারো 'ইরানের ওপর কঠোর আঘাত' করতে পারে, ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প এই হুঁশিয়ারি দেয়ার পর আলোচনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিল ইরানিরা। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি ইরানি আলোচকদের জানিয়েছিলেন যে, ট্রাম্প কেবল ইরানের 'উসকানিমূলক মন্তব্যের' জবাব দিচ্ছিলেন। সোমবার ওভাল অফিস থেকে ইরানের উদ্দেশে নতুন করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ইরান যদি তাদের চুক্তি মেনে না চলে বা আচরণ ঠিক না রাখে, তবে আমি যা করার তা-ই করব। এ দিকে ইরানি গণমাধ্যম জানিয়েছে, দেশটির প্রধান আলোচকরা সোমবার আলোচনা থেকে বেরিয়ে গেছেন, তবে উভয়পক্ষের মধ্যে কারিগরি আলোচনা অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনার মধ্যস্থতাকারী- কাতার ও পাকিস্তানের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে 'ভুল বোঝাবুঝি ও দুর্ঘটনা এড়াতে' একটি 'যোগাযোগ ব্যবস্থা' তৈরি করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোর সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও লেবাননের মধ্যে একটি 'সজ্ঘাত নিরসন সেল' তৈরিতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়েছে, যার লক্ষ্য লেবাননে সামরিক অভিযানের অবসান ঘটানো। লেবানন পরিস্থিতিকে 'আসল পরীক্ষা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচিও। গত শনিবার রাত থেকে লেবানন, ইসরাইল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে লড়াই কমে এসেছে এবং একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি এখনো বজায় রয়েছে।

নিউইয়র্কে মামদানি ম্যাজিক

(২৮ পাতার পর)

কেনেডির নাতি জ্যাক শ্লসবর্গ। ৩৩ বছর বয়সী শ্লসবর্গ পেশায় ভোগ ম্যাগাজিনের প্রতিনিধি এবং হার্ভার্ড ল স্কুলের স্নাতক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের বিচিত্র পোস্টের জন্য তিনি বেশ পরিচিত। জনপ্রিয় কংগ্রেস সদস্য জেরি নাডলারের উত্তরসূরি হওয়ার এই লড়াইয়ে শ্লসবর্গকে হারিয়েছেন অ্যাসেম্বলি মেম্বার মিকাহ ল্যাশার, তিনি নাডলারের সাবেক সহকারী। এই আসনে আরেক প্রার্থী ট্রাম্প-বিরোধী রিপাবলিকান গ্রুপ 'লিংকন প্রজেক্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষণশীল আইনজীবী জর্জ কনওয়ে মাত্র ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। মেয়র মামদানি এই আসনে কোনো প্রার্থীকে সমর্থন দেননি।

মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে মূলধারার উদ্বেগ : ওয়াশিংটনের মূলধারার ডেমোক্র্যাট নেতারা আশঙ্কা করছেন, এই বামপন্থী প্রার্থীরা আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী (মিডটার্ম) নির্বাচনে সাধারণ ও দোদুল্যমান ভোটারদের আকর্ষণ করতে পারবেন না। প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রেটিক পার্টির দলনেতা হাকিম জেফরিস মেয়র মামদানির রাজনৈতিক কৌশলের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, 'আমরা তীব্রভাবে দ্বিমত পোষণ করতে একমত হয়েছি। একটি বা দুটি অঙ্গরাজ্যে হাতে গোনা কয়েকটি প্রাইমারি নির্বাচনের ফলাফল হাউস ডেমোক্র্যাট হিসেবে আমাদের মূল আদর্শকে বদলে দিতে পারবে না।'

বিশ্বে ৪৫ লাখ মানুষ রাষ্ট্রহীন, এর মধ্যে ১৮ লাখ রোহিঙ্গা

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রহীন মানুষের সংকট ক্রমেই গভীর হচ্ছে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার সর্বশেষ বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের মোট রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪১ শতাংশই রোহিঙ্গা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বে আনুমানিক ৪৫ লাখ মানুষ রাষ্ট্রহীন অবস্থায় জীবনযাপন করছেন। এর মধ্যে প্রায় ১৮ লাখ রোহিঙ্গার কোনো স্বীকৃত নাগরিকত্ব নেই। তাদের বড় একটি অংশ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করছেন। নাগরিকত্ব না থাকায় তারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হচ্ছেন।

প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা সংকটকে বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী শরণার্থী সংকট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের কোনো বাস্তব সুযোগ না থাকায় বছরের পর বছর ধরে তারা শরণার্থী জীবন কাটাচ্ছেন। এতে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী প্রতি ১০ জন শরণার্থীর মধ্যে প্রায় ৭ জন দীর্ঘস্থায়ী সংকটের মধ্যে রয়েছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি'র তারাগঞ্জে ব্লিং লেদার প্রডাক্টস কারখানা পরিদর্শন

রংপুর: রংপুরের তারাগঞ্জে অবস্থিত ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের রংপুর রেঞ্জে বর্তমান ডিআইজি আমিনুল ইসলাম। ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস্ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউএসএ প্রবাসী মোঃ হাসানুজ্জামান হাসান এর নেতৃত্বে, সিইও ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস্ লিমিটেড এমএম খালিদ আহসান এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আজ ২৩শে জুন বিকালে তারাগঞ্জ উপজেলার কুর্শা ঘনিরামপুর গ্রামে অবস্থিত ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড পরিদর্শন করেন রংপুর জেলার বর্তমান ডিআইজি আমিনুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক,নীলফামারী জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার মোঃ ফরহাদ হোসেন খান,তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন প্রমুখ।

পরিচালিত ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড মূলত একটি ১০০% রপ্তানিমুখী অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মানের জুতা তৈরি ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। এটি উত্তরবঙ্গের এবং বিশেষ করে তারাগঞ্জ এলাকার অর্থনৈতিক চিত্র ও বেকারত্ব দূরীকরণে বড় ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বকে এক ভয়ংকর শিক্ষা দিল ইরান

(২৯ পাতার পর)

রাখতে পারে না। মে মাসের শুরুতে মার্কিন সামরিক বাহিনী যখন এমন চেষ্টা করেছিল, তখন ইরান অত্যন্ত আগ্রাসীভাবে তার পাল্টা জবাব দেয়। এর ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ট্রাম্প সেই অভিযান স্থগিত করতে বাধ্য হন। ঠিক একই দিনে তেহরান 'পার্সিয়ান গালফ স্ট্রেইট অথরিটি' নামের একটি সরকারি সংস্থা চালু করে, যার কাজ এই জলপথের ট্রাফিক বা জাহাজ চলাচল তদারকি করা। এর পর থেকে ইরান সেখানে নিজের নিয়ন্ত্রণ দিন দিন আরও সুসংহত করেছে।

সস্তা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের ওপর ভর করেই ইরান এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে; আর দেশটির এই সক্ষমতাকে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারবে না। ইরানে সরকার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত, ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসির) যখনই চাইবে তখনই এই প্রণালিতে জাহাজ চলাচল হুমকির মুখে ফেলার সক্ষমতা ধরে রাখবে। এই পথ খোলা রাখার বিনিময়ে ইরান নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিপূরণ দাবি করবে। তারা যদি সরাসরি জাহাজের মালিকদের কাছ থেকে টোল আদায় নাও করে, তবে পরোক্ষভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মাধ্যমে সেই উশুল তুলে নেবে। দুই পথেরই যেকোনো একটিতে নিরাপদ যাতায়াতের অনুমতি দেওয়ার জন্য তেহরান পুরস্কৃত হবে। আর নিরাপদ যাতায়াত যদি ইরানের সম্মতির ওপরই নির্ভর করে, তবে প্রকারান্তরে ইরানই এই প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখল।

এই জটিল সমস্যা অনুধাবন করতে পেরে ট্রাম্প বিশ্বের অন্য নেতাদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন, যার অংশ হিসেবে গত মে মাসে বেইজিংয়ে গিয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন। কিন্তু ট্রাম্পকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করার পেছনে সি চিন পিংয়ের নিজের কোনো স্বার্থ নেই। ইরানের সবচেয়ে বড় তেল ক্রেতা হিসেবে চীন হয়তো অন্য দেশগুলোর তুলনায় নিজেদের জাহাজের জন্য বিশেষ কোনো সুবিধা বা ছাড় আদায় করে নেবে। এ ছাড়া হরমুজ প্রণালিতে ইরানের নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘ মেয়াদে চীনের জন্যই লাভজনক হতে পারে। কারণ, এটি চীনের আধিপত্য থাকা পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রযুক্তির (এনার্জি টেকনোলজি) বৈশ্বিক চাহিদা আরও বাড়িয়ে দেবে। গত মার্চ মাসেই চীনের তৈরি সোলার প্যানেল ও বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) রপ্তানি আগের মাসের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে রেকর্ড ছুঁয়েছে।

বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের এক-পঞ্চমাংশ যদি স্থায়ীভাবে ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ডের (আইআর-জিসি) হামলার ঝুঁকিতে থাকে, তবে বিশ্বের দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে আরও বেশি বাধ্য হবে। এর ফলে চীন থেকে তৈরি সোলার প্যানেল, বৈদ্যুতিক গাড়ি ও ব্যাটারির আমদানি বহুগুণ বেড়ে যাবে। তবে তার মানে দাঁড়াবে, বিশ্ব এক ঝুঁকিপূর্ণ পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে অন্য একটি নতুন পরনির্ভরশীলতার ফাঁদে পা দেবে। গত বছর বিরল খনিজ পদার্থ (রেয়ার আর্থ মিনারেল) রপ্তানির ওপর চীনের নিষেধাজ্ঞা বিশ্বকে কৌশলগত নৌপথ ও বাণিজ্যের এই 'চোকপয়েন্ট' বা প্রতিবন্ধকতার ক্ষমতা সম্পর্কে আরেকটি শিক্ষা দিয়েছিল। চীনের সেই চালের কারণে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছিল। *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

প্রোহেলথ হোমকেয়ার

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।

মামুনুর রশীদ
চিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914

প্রোহেলথ হোমকেয়ার
ProHealth Home Care, Inc.
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-633-1112
Fax: 718-633-1117

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী পররাষ্ট্র সচিব হচ্ছেন

(প্রথম পাতার পর)

আসছে। পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়ামকে সরিয়ে নতুন পররাষ্ট্র সচিব নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত। নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরীকে নতুন পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। এছাড়া ব্রিটেন ও জাতিসংঘে চুক্তিভিত্তিক নতুন দূত নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক সূত্রগুলো আমার দেশকে এসব তথ্য জানিয়েছে। সূত্র জানায়, নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আবদুল মুহিতকে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সালাহউদ্দিন নোমানকে পররাষ্ট্র সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হলে তার স্থলে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী আইরিন খানকে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। আইরিন খান মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মতপ্রকাশ ও মতের স্বাধীনতার জন্য জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি তার মানবাধিকার-বিষয়ক নানামুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ডেইলি স্টার পত্রিকার পরামর্শক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ এসব পদে পরিবর্তন এবং নতুন নিয়োগকে কেন্দ্র করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মাঝে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। পররাষ্ট্র সচিব পদে ঘন ঘন পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিকে ব্যাহত করছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একপ্রকার অকার্যকর ছিল। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি তখন নিয়ন্ত্রিত হতো দিল্লির ইচ্ছাতেই। জুলাই বিপ্লবের পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কার্যকর ও গতিশীল করতে উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা এখন পর্যন্ত সফল হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর তৎকালীন বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনকে সরিয়ে চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. জসীম উদ্দিনকে ওই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

জসীম উদ্দিন ২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন। কিন্তু মাত্র ৯ মাসের মাথায় ২০২৫ সালের ২৩ মে উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্র সচিবের পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর নতুন পররাষ্ট্র সচিব নিয়োগ নিয়ে তৎকালীন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের মতভেদ তৈরি হয়। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়ামকে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আসাদ আলম সিয়াম ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে মাত্র ছয় মাস দায়িত্ব পালন শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ২০২৫ সালের ১৯ জুন পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব নেন। পররাষ্ট্র সচিবের সাধারণ মেয়াদ তিন বছর। মাত্র এক বছর দায়িত্ব পালন শেষে এখন আসাদ আলম সিয়ামকে সরিয়ে নতুন একজনকে পররাষ্ট্র সচিব নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যখন বাংলাদেশ একটি চ্যালেঞ্জিং সময় পার করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে পররাষ্ট্র সচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ মিশনে রাষ্ট্রদূত পদে পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে নানা প্রশ্নের জন্ম দেবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা এই পরিবর্তন সম্পর্কে আমার দেশ-এর সঙ্গে আলাপে বলেন, আসাদ আলম সিয়ামকে সরিয়ে কর্মরত অন্যান্য সিনিয়র কূটনীতিকদের বাদ দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরীকে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগের কথাই ভাবছেন। সিনিয়রিটির দিক দিয়ে সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী ১৯তম। এছাড়া তার অভিজ্ঞতা নিয়েও আলোচনা আছে। নিউইয়র্কে স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের আগে রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি শুধু নেপালে দায়িত্ব পালন করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত সিনিয়র কূটনীতিকদের মাঝে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রীতিমতো হতাশা তৈরি হয়েছে। একাধিক সিনিয়র কূটনীতিক তাদের হতাশার কথা জানিয়ে বলেন, আমাদের প্রত্যাশা ছিল নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নতুনভাবে তার যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে- সম্মানের সঙ্গে অবসরে যাওয়াটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

২২ হাজার প্রবাসীর এনআইডি আবেদন বাতিল

(প্রথম পাতার পর)

২২ হাজার প্রবাসীর করা আবেদন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। যথাযথ না হওয়ায় ওইসব আবেদন বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এনআইডি শাখার কর্মকর্তারা বিষয়টি জানিয়েছেন। প্রবাসীদের আবেদন সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ২০২৩ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট নিবন্ধন আবেদন পড়েছে ৮৯ হাজার ৮৯৭টি। বায়োমেট্রিক প্রদান করেছেন ৫৩ হাজার ২২৯ জন। তদন্তের পর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে এমন আবেদনের সংখ্যা ২ হাজার ৯৭৮টি। তদন্তের পর অনুমোদন হয়েছে ৪৭ হাজার ১৩২টি আবেদন। বাতিল হয়েছে ২২ হাজার ৩৫২টি আবেদন। সার্ভারে তথ্য আপলোডের অপেক্ষায় রয়েছে ১০ হাজার ১৪১ জনের আবেদন। আপলোড করা হয়েছে ৩৭ হাজার ১৬ জনের আবেদন। এ ছাড়া আবেদন অনুমোদনের পর এনআইডি প্রিন্ট করা হয়েছে ২২ হাজার ১৮টি। সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে যা বিতরণ চলছে। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবী ও দুবাই, সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা, যুক্তরাজ্যের লন্ডন, ম্যানচেস্টার ও বার্মিংহাম, ইতালির রোম ও মিলান, কুয়েতের কুয়েত সিটি, কাতারের দোহা, মালয়েশিয়ার কুয়ালামপুর, অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা ও সিডনি, কানাডার অটোয়া ও টরেন্টো, জাপানের টোকিও, আমেরিকার নিউইয়র্ক, মিয়ামি, ওয়াশিংটন ডিসি ও লস অ্যাঞ্জেলেস, মালদ্বীপের মালে, ওমানের মাসকাট, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়াসহ মোট ১৪টি দেশের ২৪টি স্টেশনে ভোটার তালিকা ও এনআইডি বিতরণ কার্যক্রম চলছে। কর্মকর্তারা বলছেন, আবেদন বাতিল হলেও অসুবিধা নেই। ফের আবেদন করা যাবে। সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে, ২৩ হাজার ৯৪০টি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সবচেয়ে কম আবেদন এসেছে, ১২৬টি। সৌদি আরবে আবেদন জমা পড়েছে ৬ হাজার ৩৫২টি, যুক্তরাজ্যে ১৭ হাজার ৩০টি, ইতালিতে ৯ হাজার ৩৮টি, কুয়েতে ৫ হাজার ৫৭৩টি, কাতারে ৫ হাজার ৪০৬টি, মালয়েশিয়ায় ১ হাজার ৮৩৩টি, অস্ট্রেলিয়াতে ১ হাজার ২০৬টি, কানাডায় ৩ হাজার ২৯৮টি, জাপানে ৩০৯টি, যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ হাজার ৮১২টি, মালদ্বীপে ২৯৮টি ও ওমান থেকে আবেদন এসেছে ২ হাজার ২৪৬টি।

প্রবাসীদের চার তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক : বিদেশে বসে ভোটার হওয়ার জন্য অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্র (ফরম-২(ক), মেয়াদ সংবলিত বাংলাদেশি পাসপোর্ট/মেয়াদহীন পাসপোর্ট/এনআইডিধারী তিন নাগরিকের প্রত্যায়ন, অনলাইন জন্ম নিবন্ধন ও পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি বাধ্যতামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কেন্দ্রে (দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট ডেস্কে) জমা দিতে হবে।এদিকে বিশেষ ৫৬টি উপজেলা/থানার (চট্টগ্রাম অঞ্চল) নাগরিকদের জন্য 'বিশেষ তথ্য ফরম' পূরণ, শিক্ষা সনদ, বাবা-মার এনআইডি, মৃত হলে মৃত্যু সনদ, ড্রাইভিং লাইসেন্স/টিআইএন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), কতিপয় দেশের ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), নিকাহনামা এবং স্বামী-স্ত্রীর এনআইডি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), নাগরিকত্ব সনদ (কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান/মেয়র/সিইও কর্তৃক), ইউটিলিটি বিলের কপি (ভোটার এলাকার ঠিকানার বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস বিলের কপি, ভাড়াটিয়া হলে বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র ও বাড়িওয়ালার অনাপত্তিপত্র) জমা দিতে হবে। বাধ্যতামূলক নয়- এমন তথ্য নিবন্ধন কেন্দ্রে জমা দিতে না পারলে প্রবাসী নাগরিকরা দেশে বসবাসকারী তাদের আত্মীয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে পারবেন। প্রবাসীরা সংশ্লিষ্ট দেশে বসে ভোটার হওয়ার ফরম পূরণ করলে এবং সব তথ্য সঠিক থাকলে নির্বাচন কমিশন ওই ব্যক্তির উপজেলায় তদন্ত করে তথ্যের সঠিকতা পেলে তার আবেদন অনুমোদন করে। একই সঙ্গে তার এনআইডি সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্বকাপ ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন দলের

(প্রথম পাতার পর)

ইনফ্যান্তিনো নিশ্চিত করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে উপস্থিত থাকবেন এবং তার সঙ্গে যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেবেন। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২৩ জুন) আমেরিকান সম্প্রচারমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইনফ্যান্তিনো বলেন, 'আমরা প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প)-এর সঙ্গে থাকব, ফাইনাল উপভোগ করব এবং অবশ্যই একসঙ্গে বিজয়ীর হাতে ট্রফি তুলে দেব। আমরা সব সময়ই একসঙ্গে আছি।' এই আনুষ্ঠানিক বক্তব্যের অংশটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ হোয়াইট হাউসের সরকারি অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ট্রাম্প এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি।

২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল ১৯ জুলাই নিউ জার্সি-এর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বিশ্বকাপের ফাইনালে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপস্থিতি নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল। ট্রাম্প খেলাধুলার একজন বড় অনুরাগী এবং বিভিন্ন বড় ক্রীড়া আয়োজনে অংশ নিলেও, তিনি এই টুর্নামেন্টে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো দলের ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন না। ট্রাম্প ও ইনফ্যান্তিনো এর আগেও যুক্তরাষ্ট্রে একটি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত প্রথম ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে চেলসি ৩-০ গোলে পিএসজিকে পরাজিত করার পর পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে তারা দুইজনই উপস্থিত ছিলেন।

হরমুজে আটকে পড়া ১১ হাজার নাবিককে সরিয়ে নিচ্ছে জাতিসংঘ

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালিতে আটকে পড়া ১১ হাজারের বেশি নাবিককে নিরাপদে সরিয়ে আনার কাজ শুরু করেছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (আইএমও)। যুদ্ধ বন্ধে ইরান আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাটি এ উদ্যোগ নিয়েছে। আইএমওর মহাসচিব আর্সেনিও ডোমিনগুয়েজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেন, ইরান আর ওমানসহ এ অঞ্চলের অন্য সব উপকূলীয় দেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও সমুদ্র চলাচল শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্তদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যক্রমটি চালানো হবে। আর্সেনিও ডোমিনগুয়েজ আরও বলেন, 'এ কার্যক্রম এগিয়ে নিতে আমরা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিশ্চিত করেছি। সেই সঙ্গে নিরাপদে নৌ চলাচলের পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে দেখেছি।'

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit
Immigration Form Fill-up Service
Family Petition
Citizenship Application
Affidavit of Support
Green Card Renewal
Green Card Condition Removal

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Maximum Refund Affordable Fees Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

‘ভালো’র জমজমাট পথমেলা

(শেষ পাতার পর)

মানুষের অংশগ্রহণে মেলাটি পরিণত হয় সম্প্রীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধনের এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়। ১৯ জুন শুক্রবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ ও ১৭৫ স্ট্রিট সংলগ্ন মেজর পার্ক এবং ১৭৩ স্ট্রিটজুড়ে এ পথমেলার আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানে উইলিয়ামসসহ, জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। তাদের স্বাগত জানান ‘ভালো’ সংগঠনের প্রধান নির্বাহী শাহরিয়ার রহমান।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস ভালোর প্রশংসা করে বলেন, এ সংগঠনটি মানবসেবায় বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কম্যুনিটি সেবা এবং উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সব সময় প্রশংসনীয়। আমি ভালোর সঙ্গে আছি এবং আগামী দিনেও থাকবো।জুমানি উইলিয়ামস বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে কম্যুনিটির পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভালো এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেশ এবং সমাজকে সমৃদ্ধ করছে। মেলায় ছিল শিশুদের জন্য বিভিন্ন রাইড, বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা উপভোগের ব্যবস্থা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খাবার, পোশাক, খেলনা, হস্তশিল্প এবং বিভিন্ন পেশাজীবী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের শতাধিক স্টল ঘিরে দর্শনার্থীদের ছিল ব্যাপক আগ্রহ। বিশেষ করে খাবারের স্টলগুলোতে ছিল উপচে পড়া ভিড় এবং উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা।

বিকেলে আয়োজিত আলোচনা ও শুভেচ্ছা পর্বে বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার ড. নাতাশা উইলিয়ামস, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, কংগ্রেস প্রার্থী চাক পার্ক, সাবেক সংসদ সদস্য ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, মেয়রের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাদেক, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারি ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ইলহাম একাডেমির কর্ণধার মাওলানা শহীদুল্লাহ প্রমুখ। মেলার মূল মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী রাজিব রহমান, বিউটি দাসসহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা।মেলায় একদিকে ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান, অন্যদিকে বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার। বিপুল সংখ্যক দর্শক খেলা উপভোগ করেন।

বাংলাদেশ কেন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলতে পারে না

(১০ পাতার পর)

তা কেন মিইয়ে গেল? প্রথমত, এই উত্তেজনা এমন এক সময়ের গল্প, যখন সংস্কৃতি আর রাজনীতিটা নিয়ন্ত্রণ করতেন মধ্যবিত্ত। নব্বইয়ের দশকের পর নিওলিবারেলিজমের আবির্ভাবে মধ্যবিত্ত এই নিয়ন্ত্রণ হারাল। আর ঢাকা শহর সামষ্টিক পরিচয় হারিয়ে ফেলল।

খেলার মাঠ, সিনেমা হল, পাবলিক লাইব্রেরি কিংবা এলাকার পার্কগুলো পরিণত হলো বুনো পুঁজিবাদের শিকারে। এর সঙ্গে যুক্ত হলো রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। ফলে যেই ক্লাবের খেলা দেখতে একসময় নারী, শিশুরাও যেত, সেই ক্লাবগুলো হয়ে গেল রাজনৈতিক দখলদারি আর জুয়া খেলার জায়গা। দ্বিতীয়ত, আবাহনী আর মোহামেডান ছিল অনেকটাই উসকে দেওয়া উত্তেজনা। এদের বাইরে সত্যিকারের ক্লাব সংস্কৃতি এ দেশে গড়েই ওঠেনি। ভারতের মতো বাংলাদেশও ফুটবলের বদলে ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকে গেল এই শতকের গোড়ার দিকে। জনসংখ্যা বাদে অন্য সবকিছুতে পিছিয়ে থাকা, প্রায় ক্ষমতাহীন দক্ষিণ এশিয়ার যে গুটিকয় জায়গায় আধিপত্য তার একটা হলো ক্রিকেট। এই কারণে বাংলাদেশ গুরুত্ব পেল। যদিও এই দেশে ক্রিকেটের চেয়ে ফুটবল বরাবরই এগিয়ে ছিল, পাকিস্তান আমলে জাতীয় দল হতো পূর্ব অংশের খেলোয়াড়দের দিয়েই, কিন্তু ক্রিকেটের ধাক্কায় ফুটবল পিছিয়ে গেল। স্বাধীনতার পর এ অঞ্চলে ফুটবল নিয়ে রাষ্ট্রীয় বা বাণিজ্যিকভাবে বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সবাই ব্যস্ত ছিল ফুটবলের উন্মাদনার ফলটা ভোগ করতে, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশিদের কাঠামো নির্মাণ ও দীর্ঘ পরিকল্পনার যে অভাব তার প্রভাব ছিল ফুটবলেও। সবকিছু থেকেই রাজনৈতিক ফায়দা এবং লুটপাটের ব্যাপার তো ছিলই। ফুটবল যখন ধুঁকছে তখন ক্রিকেট হাজির হলো দমকা বাতাস হয়ে। এই দেশের বিপুল জনসংখ্যা ক্রিকেট-বাণিজ্যের বড় লক্ষ্যবস্তু হলো, আর ক্রিকেটটা ঠিক ক্লাবভিত্তিক খেলা না বরং একটা এলিট খেলা। গত শতকের শেষের দিকে তা হলো জাতীয়তাবাদী প্রজেক্ট। ভারতের মতো বাংলাদেশও এই সুযোগ লুফে নিল।

এমন না যে ঘরোয়া ক্রিকেট দেখতে বাংলাদেশিরা মাঠে যায় বা ক্রিকেটের সৌন্দর্যে বেশির ভাগ বিমোহিত হয়। বরং খেলাধুলার দুনিয়ায় কোনো স্থান না পাওয়া এই দেশের মানুষ জাতীয়তাবাদে বুঁদ হয়ে ক্রিকেটকে বেছে নিল, যা একসময় এই দেশে গুটিকয় অভিজাতের খেলা ছিল। আবার মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। ফুটবলের উন্নতি কি কেবল ক্লাব সংস্কৃতি আর দীর্ঘকালের ঐতিহ্য দিয়েই হয়? না। ভারত বা চীনের উদাহরণে স্পষ্ট যে ঐতিহ্য খুব জরুরি। কিন্তু ফুটবল রোমান্টিকদের সবচেয়ে প্রিয় উদাহরণ ব্রাজিলও দেখায় যে ফুটবলের জন্য দরকার বিপুল বিনিয়োগ ও প্রণোদনা।

১৯৫০ সালে মারাকানা ট্র্যাজেডির পর ব্রাজিল ঠিক তাই করে। যদিও বলা হয়, ব্রাজিলের ফাভোলা বা বস্তিতে বেড়ে ওঠা শিশুরা জীবনযাপনের কারণেই তুখোড় ফুটবলার হয়, কিন্তু ব্রাজিলের পরবর্তীকালে দুনিয়ার সেরা দল হয়ে ওঠার একটা বড় কারণ বিনিয়োগ ও পরিকল্পনা। ব্রাজিলের এই বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে গাদা গাদা বই লেখা হয়েছে। গত কয়েক দশকে এই কাজটি করছে একদা ঐতিহ্য না থাকা এশিয়া ও আফ্রিকার দলগুলো। জাপানের গল্প তো প্রায় সবাই জানে, নতুন নতুন বিস্ময় হয়ে আসছে ভিয়েতনাম ও তাজিকিস্তানের মতো দল। ক্রীড়াবিজ্ঞানের আধুনিক প্রয়োগে শুধু যে ফুটবলের উন্নতি হচ্ছে তা-ই না, তরুণদের জীবনধারাও পরিবর্তিত হচ্ছে।

এখন আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকাই? বাংলাদেশের একটা তরুণ কোন ভরসায় ফুটবলে মনোযোগ দেবে? ফুটবল কি তাঁকে জীবিকার নিরাপত্তা দেবে? গরিব ছেলেদের যতই প্রতিভা থাক, ওদের এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা আর বিনিয়োগ কই? প্রতিষ্ঠানই-বা কই? ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা নিয়ে ক্ষণিকের উত্তেজনা দেখিয়ে আবার উপার্জনের খোঁজে যাওয়াটাই তো এঁদের একমাত্র উপায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, এই হতাশার মধ্যে দারুণ একটা আশার আলো আছে। আমাদের মেয়েরা। ছেলেরা যেই জায়গায় যাওয়ার স্বপ্নও দেখতে পারছে না, মেয়েরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। সীমিত সুযোগ আর বিপুল সামাজিক বাধার পরেও ওরা এগিয়ে যাচ্ছে।

এর গভীরে অবশ্য অন্য একটা দুঃখের দিক আছে। আমাদের মেয়েরা আসছে কলসিন্ধুরের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। বেশির ভাগ জায়গায় বঞ্চিত পাহাড়ি মেয়েরা নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছে। তবে ফিফার প্রণোদনার লোভেই হোক আর প্রথম আলো কিংবা ব্র্যাকের মতো প্রতিষ্ঠানের আন্তরিকতাতেই হোক, এই মেয়েরা সামান্য হলেও কাঠামোগত প্রণোদনা পাচ্ছে। অল্প হলেও কোচিং পাচ্ছে, দুই বেলা খাবার পাচ্ছে। তাতেই ওরা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের সাফল্যেই আবার প্রমাণ হয় যে সঠিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সদিচ্ছা জরুরি।

বাংলাদেশে হামজা চৌধুরীর মতো বিশ্বমানের খেলোয়াড়েরা দেশের হয়ে খেলার জন্য ফিরছেন। আমরা দেখছি প্রবাসীর সন্তানদের দেশে ফেরানোর এই মডেলে সফল হচ্ছে মরক্কোর মতো দল। তবে ক্লাবভিত্তিক বনিয়াদ আর দীর্ঘ পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ না থাকলে ফুটবল এগোয় না। মরক্কোও দীর্ঘদিন ধরে এই কাজটি করে সাফল্য পেয়েছে। প্রবাসীরাও ফিরছেন ওই প্রজেক্টের সফলতা দেখেই। বাংলাদেশের সামনে অনেক উদাহরণ, অনেক কিছু পাওয়ার হাতছানি। কিন্তু কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় কি আমরা আদৌ হতে পারব? ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার বদলে কি নিজেদের পতাকা নিয়ে উচ্ছ্বাস করতে পারব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আসরে?

সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ, ক্রীড়া বিশ্লেষক ও সাংবাদিক।

হিন্দুত্ববাদের দুর্গে তেলাপোকাদের হানা

(৪ পাতার পর)

আন্দোলনকারীরা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলে।

এই ব্যাপারে তরুণদের ডাকে যাঁরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁদের বিরাট দায়িত্ব ছিল, তরুণদের নির্দেশনা বা গাইডেন্স দেওয়ার। কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি। অভিভাবকেরাই গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসেছিলেন। ফলে বিগত জাতীয় নির্বাচনের আগেই জুলাই আন্দোলনকারীরা দারুণভাবে হোঁচট খেয়েছেন এবং বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের বড় একটা অংশ জামায়াতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনীতিতে টিকে আছে।

আমাদের জেন-জিরা আন্দোলনপরবর্তী পদক্ষেপগুলো ঠিকভাবে নিতে পারেনি এটা সত্য, কিন্তু এটাও সত্য,তাঁদের আন্দোলন আমাদের দেশ থেকে একদলীয় শাসনব্যবস্থার জগদ্দল পাথর সরিয়েছে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারে উত্তরণে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে এখনো জিইয়ে রেখেছে। এটা আমাদের জেন-জিদের কম সাফল্য নয়!

জেন-জি আন্দোলনের আরেক ধারা অঙ্কুরিত হয়েছে ভারতে, যাকে বলা হচ্ছে তেলাপোকা আন্দোলন। যদিও এই আন্দোলনের সবেমাত্র শুরু এবং এই আন্দোলন কতটুকু এগোবে তা এখনো নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে একটা বিষয় বোধ হয় বলা যেতে পারে, ভারতে এই ধরনের আন্দোলন সফল হওয়ার চ্যালেঞ্জগুলো আরও বেশি।

সম্প্রতি তেলাপোকারা তাদের রাজনৈতিক দল গঠন করেছে, নাম দিয়েছে ‘তেলাপোকা জনতা পার্টি’, যার মূলমন্ত্রড় একতা, সহনশীল ও অপ্রতিরোধ্য’। ভারতে কেউ কেউ তাদের বলছে, ‘একঝলক নির্মল বাতাস’, কারও কাছে এটা ‘কৌতুকের খোরাক’।

ভারতে একটা পপুলিস্ট বা জনপ্রিয় আন্দোলন বেশ কয়েক বছর আগে শুরু হয়েছেড়সেটা হলো ‘হিন্দুত্ববাদী’ আন্দোলন, যার ওপর ভর করে ভারতের হিন্দু গরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন নিয়ে নরেন্দ্র মোদির বিজেপি অনেক বছর ধরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন রয়েছে। এমনকি এই ধর্মীয় রাজনৈতিক পরিচিতি ভারতের রাজ্যগুলোর স্থানীয় পরিচিতিকে হারিয়ে দিয়েছে। সর্বশেষ উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গে। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গে তেলাপোকাদের যে সংঘাত হবে তাতে কার জয় হবে, সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে ভারতে ধর্মীয় রাজনীতির জাগরণকে পরাজিত করা তেলাপোকাদের পক্ষেও সহজ হবে না। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত জাতীয় কংগ্রেস সবই ধর্মীয় পরিচয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। তেলাপোকা জনতা পার্টি কি পারবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) হারিয়ে ভারতের বুকে সংস্কার এবং সহনশীলতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে?

সালেহ উদ্দিন আহমদ, শিক্ষক, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতির উত্তরাধিকার

(৮ পাতার পর)

এবং জ্বালানি সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সুসম্পর্ক এবং একপক্ষীয় কৌশলগত নির্ভরতা বা সমর্পণ কখনোই এক বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পারস্পরিক সমতা ও সার্বভৌম সমতার (Sovereign Equality) নীতি লঙ্ঘিত হলে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অতিমাত্রায় 'ভারত-কেন্দ্রিকতা' এবং জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে একপক্ষীয় ছাড় দেওয়ার নীতি নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র সমালোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ দেড় দশকেও তিস্তা নদীর পানিবণ্টন চুক্তির কোনো অগ্রগতি না হওয়া, সীমান্তে প্রতিনিয়ত নিরপরাধ বাংলাদেশি নাগরিক হত্যা অব্যাহত থাকা, বিশাল দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব এবং ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা দেশের মানুষের ক্ষোভকে উসকে দিয়েছে। এর ফলে দেশের একটি সিংহভাগ জনগণ এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা জোরালোভাবে মনে করেন, বাংলাদেশের কূটনৈতিক পরিসরকে আবার বহুমাত্রিক, গতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ করা রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের স্বার্থেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণের স্বাধীনতাকে সংকীর্ণ করে ফেলেছিল, যা থেকে উত্তরণ জরুরি ছিল। এই জটিল ও সংবেদনশীল ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া এবং চীন সফর বাংলাদেশের রাজনীতি ও কূটনীতিতে এক বিশেষ তাৎপর্য এবং গভীর বার্তা বহন করে। এই সফরগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একটি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বার্তা দিচ্ছে, বাংলাদেশ কোনো একক দেশ বা নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ব্লকের ভূরাজনৈতিক বলয়ের মধ্যে নিজেকে বন্দি রাখতে চায় না। ঢাকা তার কৌশলগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর।

মালয়েশিয়া সফরের আলোচ্যসূচি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি সম্পূর্ণরূপে 'অর্থনৈতিক কূটনীতি'র আধুনিক রূপ। দেশের ফ্রিজিং শ্রমবাজারকে আবার সচল করা, মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীদের আইনি বৈধতা নিশ্চিতকরণ, উচ্চ প্রযুক্তির সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে (Semiconductor Industry) যৌথ সহযোগিতা, বিলিয়ন ডলারের হালাল অর্থনীতির (Halal Economy) বাজার ধরা এবং শিক্ষা ও পর্যটন খাতের সম্প্রসারণড়সবকিছুই দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে চাঙা করার যুগোপযোগী প্রয়াস। বিশ্ব অর্থনীতি আজ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের (৪ওজ) হাত ধরে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল অর্থনীতি, মাইক্রোচিপ ও সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন এবং প্রযুক্তিভিত্তিক হেভি-ম্যানুফ্যাকচারিংই হলো ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। মালয়েশিয়া বর্তমানে গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর চেইনের অন্যতম প্রধান হাব বা কেন্দ্র। ফলে দেশটির সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক গভীর করা বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্প রূপান্তর ও মেধা পাচার রোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি ভূ-অর্থনৈতিক ও কৌশলগত রূপান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের জীবনরেখাখ্যাত তিস্তা মহাপরিকল্পনা (Teesta Mega Plan) বাস্তবায়ন, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) খাতে যৌথ গবেষণা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং সরাসরি চীনা বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণড়সব মিলিয়ে এটি বাংলাদেশের সামগ্রিক কাঠামোগত পরিবর্তনের এক মহাসুযোগ এনে দিয়েছে। তবে এই সফরের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো ক্ষমতার ভারসাম্য। মালয়েশিয়া ও চীন সফর একই সঙ্গে মুসলিম বিশ্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে যে, বাংলাদেশ তার স্বকীয়তা নিয়ে বৈশ্বিক মণ্ডলে আবির্ভূত হচ্ছে।

সমকালীন বিশ্বব্যবস্থায় এবং বহুমেরুকেন্দ্রিক (Multi-polar) আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সফল ও উদীয়মান রাষ্ট্রগুলো কখনোই কোনো একক পরাশক্তি বা আঞ্চলিক শক্তির ওপর নিজেদের ভাগ্য সমর্পণ করে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক বাঘ যেমনড় ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়াড়তাদের কূটনীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তারা একই সঙ্গে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং প্রতিবেশী আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সুসম্পর্ক ও ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। তারা ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বে কোনো পক্ষ না নিয়ে নিজেদের জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থকে (National Economic Interest) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। এই তাত্ত্বিক কৌশলকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় 'হেজিং' (Hedging) বলা হয়। বাংলাদেশের জন্যও এই মুহূর্তে সবচেয়ে কার্যকর, নিরাপদ ও টেকসই পথ হলো সেই বহুমাত্রিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি বা 'হেজিং স্ট্র্যাটেজি'। কারণ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ অত্যন্ত কৌশলগতভাবে দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে (Crossroads) অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির এই নতুন বাস্তবতায় বাংলাদেশ যদি নিজের মেরুদণ্ড সোজা রেখে দূরদর্শী কূটনীতি পরিচালনা করতে পারে, তবে এ অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কানেকটিভিটি এবং সমুদ্র অর্থনীতির (Blue Economy) অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা আমাদের রয়েছে।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহু বছর আগেই বাংলাদেশের এই ভৌগোলিক ও কৌশলগত অমিত সম্ভাবনা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি 'পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি'র মজবুত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। আজ প্রায় পাঁচ দশক পরে, বিশ্ব রাজনীতি যখন এক নতুন শীতল যুদ্ধ এবং বহুমেরুকেন্দ্রিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখন বাংলাদেশের জন্য সেই জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত কৌশল নতুন আঙ্গিকে এবং আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া ও চীন সফর সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতারই এক আধুনিক ও গতিশীল রূপ। এই নীতি কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া নয়; বরং এটি বাংলাদেশের কূটনৈতিক দিগন্তকে সম্প্রসারিত করার সার্বভৌম প্রয়াস। জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষা, টেকসই অর্থনৈতিক মুক্তি এবং ভূরাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে এটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে 'পূর্বমুখী কূটনীতির উত্তরাধিকার'কে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবিত করার এক সাহসী এবং সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ। পররাষ্ট্রনীতির চূড়ান্ত সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভর করে একটি রাষ্ট্র কতটা দক্ষতার সঙ্গে নিজের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে এর ওপর। বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উন্নত প্রযুক্তি, অবাধ বাণিজ্য, কৌশলগত নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা-সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছে সেই জাতীয় স্বার্থের অবিচল বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতির উত্তরাধিকার আমাদের আজ সেই পরম শিক্ষাই দেয়ড় এটি শুধু অতীতের কোনো গৌরবময় স্মৃতি নয়, বরং এটি আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের এক অবিকল্প পথনির্দেশনা। আর বর্তমান সময়ের বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বাস্তবতায় সেই পথনির্দেশনা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি অর্থবহ এবং অনিবার্য।

লেখক : রাজনীতি বিশ্লেষক, সাবেক অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

চোরতন্ত্র আর ব্যাংক ডাকাতির আখ্যান

(৪ পাতার পর)

আইন (এভিডেন্স অ্যাক্ট) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বক্তব্য চোর শনাক্ত করে তদন্ত বা বিচারের কাজটি পরিচালনা করার জন্য একটি শক্তিশালী ও উচ্চ মূল্যের সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি ও তাঁরই তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই চুরি এবং চোরদের ইতিমধ্যে শনাক্ত করেছেন। এখন শুধু আদালতে মামলা করে সাক্ষ্য দিলেই চোরেরা শাস্তির আওতায় চলে আসবে।

আমাদের ফৌজদারি আদালতের বিচারকেরা চাইলে নিজেরাই মামলাটি দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে পারেন। সে রকম কোনো উদ্যোগী বিচারক যদি অপরাধীদের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতেন, তাহলে আমাদের কৃষক-মজুরের শ্রমে-ঘামে উপার্জিত টাকা থেকে আমানতকারীদের অর্থ পরিশোধ করার প্রয়োজন দেখা দিত না।ব্যাংকের একতৃতীয়াংশ টাকা চুরি-ডাকাতি হওয়ার উদাহরণ খুব বেশি নেই। সরকার যদি নির্ধারিত ভূমিকা রাখত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যদি রেগুলেটরি দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করত, তবে এ রকম চুরি-ডাকাতি হওয়ার কথা নয়। তৎকালীন সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের এ অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রসঙ্গটি সংগত কারণেই পরীক্ষার দাবি রাখে। চুরি-ডাকাতির মামলা হলে বিষয়টি আপনা থেকেই চলে আসবে।বর্তমানে দেশে প্রচলিত বিচারব্যবস্থাটি একটি বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানি চালু করেছিল। সেই কোম্পানিটি যে সেনাপতির নেতৃত্বে বাংলা দখল করেছিল, তাকে 'ব্যাংকার অব দ্য ওয়ার্ল্ড' খেতাবধারী এ দেশের তখনকার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী কাজটি সম্পাদন করার জন্য এত বিপুল পরিমাণ টাকা দেন যে সেই কর্নেল ক্লাইভ সেই টাকা নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার পর ইউরোপের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজন বনে যান। ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন' হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সেই জুয়েল এক কর্নেল সাহেব জয় করার পর অন্য যে বিলাতি শাসক সম্প্রসারণ ও স্থায়িত্ব দেন, তাঁর নাম ওয়ারেন হেস্টিংস। কর্নেল ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসকে তাঁদেরই দেশ অভিশংসনের মুখোমুখি করেছিল। তাঁদের প্রকাশ্যে বিচার হয়েছিল। অন্যতম অভিযোগ ছিল, তাঁরা বাংলা ও ভারতের সম্পদ লুট করেছিলেন। 'যাদের জন্য করল চুরি, তারাই বলে চোর'ড়এ রকমই ঘটেছিল। আর আমরা চুরি হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখলাম। আরও পরিতাপের বিষয়, খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির বিচার হয়নি। তাহলে চোরতন্ত্রই কি অব্যাহত থাকবে?

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক

(শেষ পাতার পর)

সোনিয়া এবং এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি এম আজিজ। অনুষ্ঠানে ২০২৬ থেকে ২০২৯ মেয়াদের জন্য নতুন কার্যকরী কমিটির শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার মির্জা মনিরুজ্জামান শামীম। পরে নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজী এম আর খান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মাসুদ রানা তপন আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে মুন্সিগঞ্জ ও বিক্রমপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রবাসীরা দীর্ঘদিন পর একত্রিত হয়ে প্রবাস জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও নিজ এলাকার স্মৃতি ও আবেগকে নতুন করে অনুভব করেন। এতে বক্তারা বলেন, এটি শুধু একটি সাংগঠনিক অভিষেক নয়, বরং প্রবাসে মাতৃভূমির সঙ্গে আবেগের এক গভীর বন্ধন।অনুষ্ঠানে আরও জানানো হয়, মুন্সিগঞ্জ জেলার ৬টি থানার কোনো প্রবাসী সদস্য মারা গেলে কাফনসহ দাফনের সম্পূর্ণ ব্যয় বহনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি নিউইয়র্কে নিজস্ব অর্থায়নে 'বিক্রমপুর ভবন' নির্মাণের পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানান এবং প্রবাসীদের ঐক্য ও সামাজিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সবশেষে সাংস্কৃতিক ও সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।এতে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ওম্যান জেনিফার রাজকুমার, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, অটর্নি মঈন চৌধুরী, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাই-নুদ্দিন পিন্টু , সন্দীপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ফিরোজ আহমেদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি জে এফএম রাসেলসহ আরও অনেকে।

স্কচটাউনে বাংলাদেশ সেমিটারিতে প্রথম দাফন

(শেষ পাতার পর)

বৃহত্তম মুসলিম কবরস্থান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গত ২০ জুন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির উপদেষ্টা মরহুম এস এম আমানতের দাফনের মধ্য দিয়ে এ সেমিট্রিতে প্রথম কবর সম্পন্ন হয় এবং একই সঙ্গে শুরু হয় নতুন এক ইতিহাসের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য কবরস্থানের সংকট দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে করোনা মহামারির সময়ে এই সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। সেই বাস্তবতা থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রায় ১২৬ একর জমি ক্রয় করে একটি স্থায়ী মুসলিম কবরস্থান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই প্রকল্পটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। প্রায় এক বছর পর ২০২৬ সালের ২০ জুন মরহুম এস এম আমানতের দাফনের মধ্য দিয়ে এর বাস্তব ব্যবহার শুরু হয়। যিনি দীর্ঘদিন ক্যানসারে ভুগছিলেন এবং গত ১৮ জুন ব্রুকলিনের একটি হাসপাতালে চিকিৎস-াধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাঈন উদ্দীন পিন্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি ও প্রকল্পটির স্বপ্নদ্রষ্টা জাহিদ মিন্টু, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজি মফিজুর রহমান, সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সালামত উল্যাহ, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য খোকন মোশাররফ, উপদেষ্টা মোমিনুল হক, রেজাউল করিম চৌধুরী, সোহেল হেলাল, মাই-নুল উদ্দীন মাহবুব, সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ জসীম, সহ-সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদ চৌধুরী রুহেল, ডা. মুন্নাসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃ বৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটি, সন্দীপ সোসাইটি, লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতি, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, চন্দ্রগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তব্যে জাহিদ মিন্টু মহান আল্লাহর প্রতি শুক-রিয়া আদায় করে বলেন, প্রায় ১,৪০০ দিন ধরে জমিটি বাজারে ছিল। কেউ কিনতে পারেনি। আল্লাহর রহমতে আমরা এটি কিনতে সক্ষম হয়েছি। নোয়াখালী সোসাইটির জন্ম মানবকল্যাণের জন্য, আর এই প্রকল্প তারই একটি বাস্তব উদাহরণ। তিনি বলেন, অনেকে আমাকে এ প্রকল্পের স্বপ্নদ্রষ্টা বলেন। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পেছনে জামাল উদ্দিন, মনসুর আহমেদ, পিয়াস, মাইনুল উদ্দীন মাহবুবসহ অনেকের অবদান রয়েছে। বিএ-নএস বেলাল, মহিউদ্দিন এবং মরহুম এস এম আমানতের অবদানও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

জাহিদ মিন্টু জানান, ইতোমধ্যে প্রায় ২০ হাজার কবর বিক্রি হয়েছে এবং আগামী আগস্ট থেকে প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু হবে। তিনি বলেন, "এখানে প্রায় ৮ হাজার বর্গফুটের একটি ভবন নির্মাণ করা হবে, যেখানে জানাজা ও নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে। একসঙ্গে প্রায় ১৫০ জন মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন। মরদেহ সংরক্ষণ ও গোসলের ব্যবস্থাও রাখা হবে।" বাংলাদেশ সেমিট্রি নিয়ে তিনি বলেন, এটি কোনো ব্যক্তির প্রকল্প নয়, পুরো কমিউনিটির সম্পদ। আমরা শুধু এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করব।সাবেক সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক বলেন, নোয়াখালীবাসীর সহযোগিতা ও ঐক্যের কারণেই আমরা এ বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পেরেছি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান বলেন, জাহিদ মিন্টু বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট হলেও তার দূরদর্শিতা, সাহস ও নেতৃত্বের কারণেই আজ এই প্রকল্প বাস্তব রূপ পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে কবর ক্রয়কারীদের প্রতিনিধিরাও বক্তব্য দেন। তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে কবরস্থান নিয়ে উদ্বেগ ছিল। এখন আমাদের নিজেদের একটি স্থায়ী কবরস্থান হয়েছে। বিদেশের মাটিতে এক লাখ মুসলমানের জন্য কবরস্থানের ব্যবস্থা হবেড়একসময় এটি কল্পনাও করা যেত না। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ সেমিট্রি প্রাঙ্গণে জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করা হয়। নামাজে ইমামতি করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ।

বিশ্বকে এক ভয়ংকর শিক্ষা দিল ইরান

(৩২ পাতার পর)

ফলে ট্রাম্প বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিলের পথ বেছে নেন এবং উন্নত কম্পিউটার চিপ রপ্তানির ওপর নিয়ন্ত্রণ সহজ করেন। এবার ইরান দেখাল যে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকেও পিছু হটতে বাধ্য করা যায়। কৌশলগত চোকপয়েন্টগুলো নিয়ন্ত্রণ করা অন্য দেশগুলোর নজরও নিশ্চয়ই এ ঘটনার দিকে রয়েছে। ইতিহাসের এক দীর্ঘ সময়জুড়ে ভৌগোলিক চোকপয়েন্ট বা প্রবেশদ্বারগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ফায়দা নেওয়ার এই প্রবণতা বেশ স্বাভাবিক ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধে স্পার্টা এথেন্সের 'হেলেস্পন্ট' (যা বর্তমানে দার্দানেলিস নামে পরিচিত) যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়ে তাদের পরাজিত করেছিল। কারণ, শস্য আমদানির জন্য এথেন্স এই পথের ওপরই নির্ভরশীল ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ইতিহাসের প্রথম বৈদেশিক যুদ্ধটি লড়েছিল ত্রিপোলির অটোমান রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে, যারা ভূমধ্যসাগরে মার্কিন নাবিকদের নিরাপদ যাতায়াতের বিনিময়ে কর বা নজরানা দাবি করেছিল। একইভাবে ডেনমার্ক তাদের সমুদ্রসীমায় দীর্ঘ ৪০০ বছরের বেশি সময় ধরে জাহাজ চলাচলের ওপর টোল (যা 'সাউন্ড ডিউজ' নামে পরিচিত) আদায় করেছিল, যা ছিল দেশটির সরকারের মোট রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ। পরবর্তীকালে ১৮৫৭ সালের কোপেনহেগেন কনভেনশনের মাধ্যমে তারা এই টোল প্রথা বিলুপ্ত করতে সম্মত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বে মুক্ত জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা মূলত টিকে ছিল যুক্তরাষ্ট্র এর নিরাপত্তা গ্যারান্টি দেওয়ার কারণে। হরমুজ প্রণালিতে ইরানের এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সেই দীর্ঘদিনের চেনা কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। সম্প্রতি এক ক্যাবিনেট বৈঠকে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমরা কি অনুধাবন করতে পারছি যে পূর্ব এশিয়ার ৭০ শতাংশ জ্বালানি চাহিদা এবং ৭০ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয় ইন্দোনেশিয়ার প্রণালিগুলোর মাধ্যমে?' যদিও ইন্দোনেশীয় কর্মকর্তারা পরবর্তীকালে মালাক্কা প্রণালিতে কোনো ধরনের টোল আরোপের পরিকল্পনা অস্বীকার করেছেন (যে পথ দিয়ে বিশ্বের মোট বাণিজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবাহিত হয়)। কিন্তু এ ধরনের একটি ধারণা যে খোদ সরকারি পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে, তা-ই প্রমাণ করে যে মার্কিন শক্তির ওপর ভর করে গড়ে ওঠা মুক্ত ও উন্মুক্ত বিশ্ববাণিজ্যের যুগটি এখন অন্য কোনো অচেনা রূপের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এখন খুব সহজেই কল্পনা করা যায় যে ইয়েমেনের হুথিরা আরব উপদ্বীপ ও হর্ন অব আফ্রিকার মধ্যবর্তী 'বাব আল-মান্দেব' প্রণালিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করছে; রাশিয়া সমুদ্রের তলদেশের ইন্টারনেট কেব্ ল বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে; কিংবা চীন তাইওয়ানের বন্দরে আসা জাহাজগুলোর কাছ থেকে কাস্টমস শুল্ক দাবি করছে। বাস্তবেও এ মাসেই বেইজিং তাইওয়ান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাদের মেরিটাইম এজেন্সির জাহাজ পাঠিয়েছে। এ ধরনের অভিযান ইতিহাসে প্রথম, যাকে চীনা কর্মকর্তারা 'বিশেষ সামুদ্রিক ট্রাফিক আইন প্রয়োগ' বলে অভিহিত করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা এক প্রজন্ম ধরে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। কারণ, তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে এটি মধ্যপ্রাচ্যে একটি পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্ম দেবে। এই যুদ্ধ শুরু করার মাধ্যমে ট্রাম্প মূলত সেই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তবে পরিহাসের বিষয় হলো হরমুজ প্রণালিতে ইরানের এই অভাবনীয় সাফল্য বিশ্বে অন্য একধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্ম দিতে যাচ্ছে; যেখানে প্রতিটি দেশই এখন এমন কোনো কৌশলগত চোকপয়েন্ট বা প্রবেশদ্বার খুঁজবে, যা দিয়ে রাতারাতি অর্থ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করা যায়।

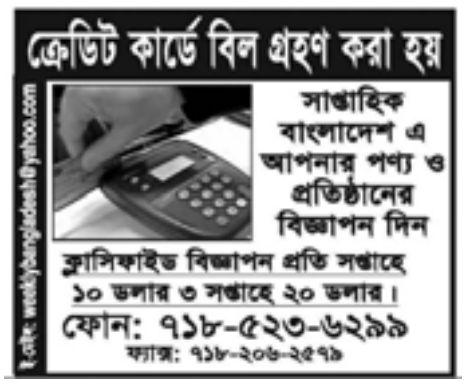

গণতন্ত্র ও দারিদ্র্য

(৫ পাতার পর)

গণতন্ত্র জগৎমুখী, দারিদ্র্য আত্মমুখী। গণতন্ত্র আলাপ করে দারিদ্র্য করে কলহ। না, গণতন্ত্র ও দারিদ্র্য কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে পারে না। তার চেয়েও বড় কথা, দারিদ্র্য থাকলে গণতন্ত্র থাকে না, থাকতে পারে না। কেবল যে ভোট কেনাবেচা কিংবা ছিনতাই হয় তা-ই নয়, মানুষ মানুষে মিলনটাই গড়ে ওঠে না। উন্মুক্ত প্রান্তরে আসে না, অন্যের সঙ্গে সমঝোতা, সহযোগিতা কিছুই করে না। মন্ত্রীরা যখন বলেন দারিদ্র্যই গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু, তখন খুবই যথার্থ কথা বলেন বটে। প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু হচ্ছে দারিদ্র্য।

কিন্তু দারিদ্র্যের কারণ কী তা তো কেউ বলেন না। না, সেটা বলেন না। বলেন যখনতখন আসল কথা না বলে আজেবাজে কথা বলেন। মুখ্যকে গৌণ করে, গৌণকেই ধরে টানাটানি করেন। বলেন, দারিদ্র্যের কারণ আমাদের আলস্য। আমরা কাজ করি না। ফাঁকি দিই। বলেন, দারিদ্র্যের কারণ আমাদের জনসংখ্যা। এত মানুষ, এদের কে খাওয়াবে, যা আছে খাওয়াতেই শেষ, উন্নতি কী করে হবে? কী করে ঘুচবে দারিদ্র্য? কেউ বলেন, অন্য কিছু নয়, দায়ী আমাদের দুর্নীতি। চোর। চোরে ছেয়ে গেছে দেশ। চাটার দল। বেত চাই। বেতাতে হবে। এসব বলেন, কিন্তু দারিদ্র্যের আসল কারণটা দেখেন না, বা দেখলেও মানতে চান না।

অন্য কারণ অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে বৈষম্য। এই বৈষম্যই দারিদ্র্য সৃষ্টি করছে এবং করেছে। না, দারিদ্র্য বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। উল্টোটাই সত্য। বলা হবে, এবং হচ্ছে যে প্রতিযোগিতা থাকা ভালো। হ্যাঁ, তা ভালো বৈকি।

প্রতিযোগিতা ছাড়া উন্নতি নেই। কিন্তু কার সঙ্গে কার প্রতিযোগিতা, সেটা তো দেখতে হবে। হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দিয়ে যদি বলি তুমি আমার সঙ্গে সাঁতরাও দেখি, পাল্লা দাও, তাহলে লোকটি তো পারবে না, ডুবেই মরবে। সাঁতরাতে বলার আগে তার হাত-পায়ের বন্ধনগুলো কাটতে হবে, তাকে মুক্ত করতে হবে, তবেই সাঁতারের প্রশ্নটা উঠবে। নইলে তা নিষ্ঠুর বিদ্রুপ ছাড়া আর কী। দেশের অধিকাংশ মানুষই এই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে দারিদ্র্যের জলাশয়ে। তাদের অবস্থা সাঁতরে তীরে ওঠার নয়, অবস্থা ডুবে মরবার।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

FULL-TIME RADIOLOGIC TECHNOLOGIST & TECHNICIAN NEEDED

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree in Radiologic Technology. **Call 917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com."**

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters

718-545-2600, 917-834-9269

30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা

জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন

KEY STAR AUTO LLC

ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY

Foreign & Domestic

* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work

অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি

- ★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
- ★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
- ★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড মেশিনারিজ
- ★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
- ★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
- ★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি

we Accepet all Major Credit Cards

OPEN Monday to Saturda

Tel: 718-739-4030

Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483

139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র 'প্যাট্রন্স এপ্রিসিয়েশন নাইট'

(শেষ পাতার পর)

কল্যাণে অনন্য মুখপত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অবদান রেখে চলেছে নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় 'আলোকিত বাংলাদেশী কমিউনিটি' গড়তে । বক্তাগন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এর অব্যাহত প্রকাশনা ও সমৃদ্ধি কামনার পাশাপাশি সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

নিউইয়র্ক সিটির কিউ গার্ডেনের আগ্রা প্যালেসে গত ২০ জুন, শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোর-আন থেকে তেলাওয়াত করেন জ্যাকসন হাইটসের মসজিদ নামিরা'র ইমাম খলিলুর রহমান সিরাজী। এরপর পরিবেশিত হয় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। পরবর্তীতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান। আলোচনায় অংশ নেন পত্রিকাটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দিনাজ খান ও উপদেষ্টা সম্পাদক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু। অনুষ্ঠানের শুরুতে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এর পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতার প্রতি স্বীকৃতি জানানো হয়। এছাড়া সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য তথ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয় অনুষ্ঠানে।

কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, মূলধারার রাজ-নীতিক, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার,সিটি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর *(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র 'প্যাট্রন্স এপ্রিসিয়েশন নাইট'

(৩৮ পাতার পর)

ড. দীন আল রশীদ, বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা, মনিবুর রহমান খান, ডা. মাসুদ সিকদার, অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ডাঃ সৈয়দ আল আমীন রাসেল, এন ওয়াই সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার'র সিএফও মোহাম্মদ জাহিদ আলম, হিলসাইড হোন্ডা'র সেলস ম্যানেজার মোহাম্মদ চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক আদিত্য শাহীন।

অনুষ্ঠানে ডা. ওয়াজেদ এ খান সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরে বলেন, একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৮ সালে যাত্রা শুরু করে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ। সেই থেকে পত্রিকাটি প্রবাসে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ-কে তুলে ধরার পাশাপাশি দেশপ্রেমিক ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি গড়তে বিগত প্রায় তিন দশক যাবত অব্যাহতভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। সাপ্তাহিক বাংলাদেশ স্বদেশের কথা বলে, স্বাধীনতার কথা বলে, কমিউনি-টির কথা বলে। তিনি বলেন, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সম্মানিত পৃষ্ঠপোষকদের অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতায় পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। বিনামূল্যে বিতড়ন করা হচ্ছে বাংলাদেশী আমেরিকান পাঠকদের মাঝে। প্রিন্ট সংস্করণ পাশাপাশি পত্রিকাটির অনলাইন ভার্সন এবং ফেসবুকে সমান তালে প্রচারণা চলছে।ডা. ওয়াজেদ খান তার বক্তব্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মরহুম আফতাব সৈয়দ এবং সাবেক নির্বাহী সম্পাদক ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ-কে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। সকল পৃষ্ঠপোষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ডাঃ ওয়াজেদ খান।

মোহম্মদ দিনাজ খান সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত উল্লেখ করে বলেন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ দেশের জনগণের কথা বলে, প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির কথা বলে, পত্রিকাটি আমাদের সকলের কথা বলে। তিনি বলেন, নানা কারণে আজ প্রিন্ট মি-ডিয়ার জগত সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। তারপরও প্রিন্ট মিডিয়া থাকবে। হাতে নিয়ে পত্রিকা পড়ার মজাই আলাদা।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু বলেন, মহামারী করোনা'র পর থেকে মিডিয়া জগত সহ বিভিন্ন সেক্টরে ধ্বস নেমেছে। ফলে নানা সঙ্কট মোকাবেলা করেই সকল সেক্টরকে চলতে হচ্ছে। বিশ্বখ্যাত শীর্ষ পত্রিকা দ্য নিউয়র্ক টাইমস সহ অনেক পত্রিকা তাদের প্রকাশনা সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হচ্ছে। এখন সবাই অনলাইনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তিনি বলেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। তারপরও পৃষ্ঠাপোষকতদের সার্বিক সহগযোগিতায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। অতিথি বক্তাগণ বলেন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রকাশনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জাতীয় মর্যাদাবোধকে বরাবরই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটি বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পত্রিকাটি পালন করছে বলে মন্তব্য করেন বক্তাগণ। পত্রিকাটির প্রতি ভবিষ্যতে পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন তারা। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী চন্দন চৌধুরী ও নিপা জামান একক ও দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাদের পরিবেশিত দেশাত্মবোধক গান এবং আধুনিক ও লোকসঙ্গীত উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠান চলে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর পৃষ্ঠপোষক ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারি ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সেক্রেটারি এনায়েত মুন্সী, জ্যামাইকা ফার্মেসীরড় ফার্মাসিস্ট মোঃ কবীর, এন ওয়াই সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ারের সিএফও মোহাম্মদ জাহিদ আলম, হিলসাইড হোন্ডার সেলস

(বাকি অংশ ৫০ পাতায়)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

আল মামুর স্কুলের ফান্ড রেইজিং

বাঁ থেকে-ইমাম আবু জাফর, ড. টম ফাচিনে, ড. রানা রাশেদ, ডা. মাহমুদুর রহমান, ডা. নাজমুল খান, ড. আতিয়া পাশা, ড. মহসীন পাটোয়ারী, সামি-উর-রব।

(শেষ পাতার পর)

রিসার্চের রিসার্চ ডাইরেক্টর ড. টম ফাচিনে। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং ইসলামে ওয়াকফের গুরুত্ব ও আবশ্যকীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। রাতের খাবারের পর অনুষ্ঠান হলে Knicks দলের খেলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং আগত অতিথিরা খেলা উপভোগ করেন। পরিবেশ ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য। আল মামুর স্কুলের পরিচালক ফার্মাসিস্ট মোহাম্মদ রাশেদ রানা'র নেতৃত্বে ফান্ড রেইজিং কমিটি ও তহবিল সংগ্রহকারী দল, যার মধ্যে প্যারেন্টস টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষক, প্রশাসক ও বোর্ড সদস্যরা তহবিল সংগ্রহ কাজ সুচারুভাবে পরিচালনা করেছেন। আল মামুর স্কুলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে যে, অনুষ্ঠানে এক লাখ ডলারের বেশি অনুদান সংগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি পাওয়া প্রদান করেছেন। বোর্ডের পক্ষ থেকে বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মহসীন পাটোয়ারী সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফান্ড রেইজিং কমিটির চেয়ারম্যান ফার্মাসিস্ট ড. রানা রাশেদ, বোর্ডের লক্ষ্য ও কাজ সম্পর্কে জানান বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মহসীন পাটোয়ারী, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ডা. নাজমুল খান, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন, স্কুল সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আল মামুর স্কুলের প্রিন্সিপাল ড. আতিয়া পাশা, পিটিএ প্রেসিডেন্ট ফারজানা ফ্লোরা, ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর মোহাম্মদ সিদ্দিক, জেএমসির ইমাম মাওলানা আবু জাফর বেগ। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ইমাম ড. টম ফাচিনে। এছাড়া আল মামুর স্কুল বোর্ডের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর সামি-উর-রব বক্তব্য রাখেন। গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ আমিনুল্লাহ, মোহাম্মদ ইয়ার, জুলকার হায়দার, ফাহিম হোতাকি, শেকিল চৌধুরী, ডা. কুদসিয়া বানু, ডা. নায়েম রহমান, ফার্মাসিস্ট মোহামদ কবীর. ফার্মাসিস্ট কাজী হালিম, সৈয়দ এম রহমান, ডা. সিদ্দিকুর রহমান, জামিলুর রহমান চৌধুরী, মোহাম্মদ হাশেম, ডা. নিশাদ হক, ডা. মোহাম্মদ এস আহমেদ, শাহ মোহাম্মদ আল-মাসুম, ডা. মোহাম্মদ এস তাহের, ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া, শওকত চৌধুরী।

এছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আল মামুর স্কুলের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে ছিলঃ জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মুসলিম উম্মহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা), লং আইল্যান্ড মুসলিম সোসাইটি, নাহার ফাউন্ডেশন, শেলটার রক ইসলামিক সোসাইটি, এলহাম একাডেমি ও হিলসাইড ইসলামিক সেন্টার।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

FUHAD HUSSAIN
CCO

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

(শেষ পাতার পর)

ও সিবিএন টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, লেখক, কবি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, কমিউনিটি নেতা, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, গত দশ বছরে পাঠক, লেখক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা এবং কমিউনিটির মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনই এই পথচলার সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের কাজ শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়; সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা, মানুষের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলা এবং কমিউনিটির আস্থা অর্জন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও নিউইয়র্ক কমিউনিটির প্রবীণ ব্যক্তিত্ব নারগিস আহমেদ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত নারী সাংবাদিক, লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রবাসে নারীদের সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা একটি ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করছে।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহসভাপতি মহীউদ্দিন দেওয়ান, কমিউনিটি নেতা তোফায়েল চৌধুরী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সাংবাদিক শামীম শাহেদ, রহমান মাহবুব, আদনান সৈয়দ, শেলী জামান খান, রওশন হক, রুদ্র মাসুদ, রোকেয়া দীপা, ভায়লা সালিনা, শরিফুজ্জামান পল,ডাঃ শোয়েব আহমেদ, জয়নাল আবেদীন, রাশিদা কামাল, ওয়াহিদা শামসুন বাঁধন, রুপা খানম, সাঈদা ইয়াসমিন, সেমু আফরোজা, রাশিদা আখতার, ফারমিস আক্তার, গীতিকার মাহফুজুর রহমান, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাঈনউদ্দিন পিন্টু, সংগঠক মোতাহার হোসেন, অ্যাটর্নি মো. ফারহান, আবুল কাশেম, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, আছিয়া আক্তার, সালমা ফেরদৌস, মিরসরাই সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হাসান, লেখক নুরুল খান, সুখেন গোমেজ, বিপুল গনজালেসসহ কমিউনিটির আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মোহাম্মদ মোহসীন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আলী (বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক), মোহাম্মদ মজিবুর, শামসুল আলম লিটন ও মির্জা ফরিদ উদ্দিন। এ ছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আজিমুর রহমান এবং ম্যারিল্যান্ড থেকে আগত রাজনৈতিক নেতা এটিএম কামাল। বক্তারা প্রবাসে নারায়ণগঞ্জবাসীদের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ধরে রেখে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। তারা নারায়ণগঞ্জের উন্নয়নে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি জোরালো ভূমিকা রাখার আহবানও জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন টিটু এবং সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা জামাল টিটু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক ও লেখক দর্পণ কবীর।

এই অনুষ্ঠান পরিণত হয় প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের মিলনমেলায়। আড্ডা, গান, নৃত্য ছিল অন্যতম আকর্ষণ। এ ছাড়া ছিল নারীদের বালিশ নিক্ষেপ খেলা। এই অনুষ্ঠান সফল করতে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছেন রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী মোশতাক আহমেদ নিউটন, সাবেক ছাত্রনেতা এস.এম. সায়েম মিঠু, ব্যবসায়ী রাফাত হোসেন, সংগঠক দোলন খন্দকার, রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী আশিক হোসেন কবির, ব্যবসায়ী মাহফুজ আহমেদ মনসুর প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে এ কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মোস্তফা জামাল টিটু। সংগঠনের ইসি কমিটির কর্মকর্তারা আগতদের দুপুরের খাবার পরিবেশ করার সময় বিনয়পূর্ণ আতিথেয়তার পরিচয় দেন। উল্লেখ্য, শুক্রবার অনুষ্ঠান হওয়ায় আয়োজকরা মাঠে জুমা নামাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই নামাজে মুসলিম পুরুষ ও নারী অংশ নেয়।

নারায়ণগঞ্জ সমিতির বাংলা বর্ষবরণ ও ঈদ পুর্নমিলনী

(শেষ পাতার পর)

গত ১৯ জুন শুক্রবার লং আইল্যান্ডের হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কে। এই অনুষ্ঠানে চার শতাধিক প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী ও অতিথিরা অংশ নেন। নারীরা লাল রঙের শাড়ি এবং পুরুষরা অফ হোয়াইট রঙের পাঞ্জাবী পড়ে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানকে লাল-সাদা'র বর্ণময় আনন্দ সভায় পরিণত করেন। অনুষ্ঠানের সাজ-সজ্জা ছিল ব্যতিক্রম। প্রবেশদ্বার ছিল সবুজপত্রবল্লবের সঙ্গে সাদা গোলাপে পরিপাটি এবং পাশে ছিল শীতলক্ষ্যা নদীর বিশাল ক্যানভাস। অনুষ্ঠানে আগতরা শীতলক্ষ্যা নদীর ক্যানভাসের সামনে নষ্টালজিয়ায় আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন ও কেউ কেউ স্মৃতিকাতর আনন্দ-অনুভূতির প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মতিউর রহমান। তিনি ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য

যুক্তরাষ্ট্রে ৬ কোটি টাকার বৃত্তি পেলেন সানজিদা

(শেষ পাতার পর)

ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছেন। এ জন্য তিনি প্রায় ৬ কোটি টাকার সমমূল্যের পূর্ণাঙ্গ বৃত্তি অর্জন করেছেন। বৃত্তির আওতায় তিনি টিউশন ফি সম্পূর্ণ মওকুফের পাশাপাশি বার্ষিক স্টাইপেন্ড, গ্রীষ্মকালীন গবেষণা সহায়তা এবং স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা পাবেন। ২০২৬ সালের ফল সেমিস্টার থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে অবস্থিত টুলেন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গণিত বিভাগের ডক্টরাল (পিএইচডি) প্রোগ্রামে যোগ দেবেন। বৃত্তির আওতায় তিনি বার্ষিক স্টাইপেন্ড, গ্রীষ্মকালীন গবেষণা সহায়তা, সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ এবং স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা পাবেন। ২০২৬ সালের ফল সেমিস্টার থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে অবস্থিত টুলেন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গণিত বিভাগের ডক্টরাল (পিএইচডি) প্রোগ্রামে যোগ দেবেন তিনি। সানজিদার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো ভর্তি ও আর্থিক সহায়তাসংক্রান্ত চিঠি অনুযায়ী তিনি প্রতি শিক্ষাবর্ষে স্টাইপেন্ড ও গ্রীষ্মকালীন গবেষণা সহায়তা বাবদ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার পাবেন। পাশাপাশি পূর্ণকালীন ডক্টরাল শিক্ষার্থী হিসেবে তার সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে, যার বার্ষিক মূল্য ৬৫ হাজার ৪ মার্কিন ডলার।

এ ছাড়া শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবিমার শতভাগ ব্যয়ও বহন করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পাঁচ বছর মেয়াদি পিএইচডি প্রোগ্রামে এসব সুবিধার সম্মিলিত মূল্য বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫ কোটি ৮২ লাখ টাকা। সানজিদা আক্তার তুলি মতলব উত্তর উপজেলার নবুরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মতলব উত্তর উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমান এবং সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক অজুফা সরকারের কন্যা। তার শিক্ষাজীবনের শুরু নবুরকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরে মান্দারতলী মুজাদ্দেদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে চাঁদপুর শহরের আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি এবং চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। এরপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। নিজের এ অর্জন সম্পর্কে সানজিদা আক্তার তুলি বলেন, একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণার সুযোগ পাওয়া আমার জীবনের অন্যতম বড় স্বপ্নপূরণ। পরিবারের সমর্থন, শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা এবং নিরলস পরিশ্রম আমাকে এ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। আমি চাই প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে মেয়েরা বুঝুক-জন্মস্থান নয়, স্বপ্ন ও অধ্যবসায়ই মানুষের গন্তব্য নির্ধারণ করে। তার এ সাফল্যে পরিবার, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দের আবহ বিরাজ করছে। স্থানীয়দের মতে, সানজিদার এই অর্জন মতলব উত্তরসহ পুরো চাঁদপুর জেলার শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

প্রবাসীদের খাটো করে দেখা যাবে না

(৬ পাতার পর)

লোকগুলোই তাঁদের বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে সোনা ফলাচ্ছেন।

বাহরাইনে সুন্দর রাস্তাঘাট ও ট্রান্সপোর্টের সুব্যবস্থা থাকার ফলে এসব সবজি বিভিন্ন মার্কেটে বিক্রি করতেও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এবং বিক্রির টাকা নিয়ে নিরাপদে তাঁরা ঘরে ফিরছেন। হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলোতে গ্রিন সালাদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। খাবারের তালিকায় পর্যটকদের কাছে গ্রিন সালাদ একটি আকর্ষণীয় আইটেম। বাহরাইনের সামগ্রিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। তাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাহরাইনিদের মাথাপিছু গড় আয় দাঁড়িয়েছে ৪৩ হাজার মার্কিন ডলার। অথচ কিছুদিন আগেও তেল ও মাছ ছাড়া তাদের নিজস্ব সম্পদ বলতে তেমন কিছুই ছিল না। বর্তমানে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে বাংলাদেশিসহ অন্যান্য দেশের প্রবাসী শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম। বাহরাইনের এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রবাসী শ্রমিকদের অবদান খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

বাহরাইনে বাংলাদেশের জন্য একটি চমৎকার জনশক্তি রপ্তানির বাজার গড়ে উঠছে। দেশটিতে প্রাচুর্যের অভাব নেই বিধায় রাস্তাঘাট ও দালানকোঠা নির্মাণসহ আরও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিদিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের দ্রুত প্রসার ঘটছে। জনশক্তি রপ্তানির এ সম্ভাবনাময় বাজারের প্রতি আমাদের আরও যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর মানচিত্রে সমৃদ্ধিশালী দেশগুলোর তালিকায় আরব দেশগুলোর অবস্থান প্রথম সারিতে। আর বাহরাইন আরব দেশগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম ধনী দেশ। যেহেতু এই ধনী দেশটিতে ক্রমেই আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে, সেহেতু বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত বেকারদের যথাযথ কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় জনশক্তি রপ্তানি করা গেলে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশি শ্রমিকদের চাহিদা যেমনি বাড়বে তেমনি তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে আরও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

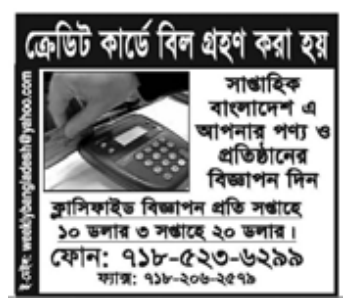

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বকাপে নিউইয়র্কবাসীকে সুবিধা দিলেন মামদানি

(শেষ পাতার পর)

পেশাদার ফুটবল ক্লাব আর্সেনাল দিয়ে। আজ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাজনীতিবিদ। মজার ব্যাপার হলো ২০২৬ বিশ্বকাপে অন্যতম আয়োজক শহর নিউ ইয়র্ক। এ শহরেই অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ। তাই এই শহরের বাসিন্দাসহ অতিথিরা যেন আরামে বিশ্বকাপ উপভোগ করতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছে মামদানির প্রশাসন। তিনি ফুটবলের উন্মাদনাকে সাধারণের নাগালে রাখতে নিয়েছেন নানা উদ্যোগ। যেখানে ফুটবলের প্রতি মামদানির আলাদা অনুরাগ স্পষ্ট। সমপ্রতি দ্য অ্যাথলেটিক-এর 'হোয়াই আই লাভ দ্য বিউটিফুল গেম' সিরিজে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ফুটবল- স্মৃতি, প্রিয় ক্লাব আর্সেনাল এবং বিশ্বকাপ নিয়ে নানা ভাবনার কথা তুলে ধরেন জোহরান মামদানি। নিউ ইয়র্ক সিটির এই মেয়র বলেন, এটি এক প্রজন্মে একবার আসা সুযোগ। আমরা চাই- এই বিশ্বকাপ এমন হোক, যেখানে আরও বেশি মানুষ ফুটবলের প্রেমে পড়বে। শুধু এমন একটি বিশ্বকাপ নয়, যেখানে কিছু মানুষ মাঠে যাওয়ার সুযোগ পাবে। উগান্ডায় জন্ম নেয়া মামদানির ফুটবলপ্রেমের শুরু পরিবার থেকেই। তিনি জানান, তার চাচার কাছ থেকেই আর্সেনাল সমর্থক হয়ে ওঠেন। ছোটবেলায় আর্সেনাল খেলোয়াড়দের ফ্রিজ ম্যাগনেট সংগ্রহ করতেন। বিশেষ করে ২০০৩-০৪ মৌসুমে অপরাজিত থেকে প্রিমিয়ার লীগ জেতা আর্সেনাল দলের প্রতি ছিল তার বিশেষ টান। সেই দলের আফ্রিকান ফুটবলারদের মধ্যে লরেন, কোলো তোরে, ইমানুয়েল এবুয়ে এবং নওয়ানকো কানু ছিলেন তার প্রিয়দের তালিকায়।

শৈশবে উগান্ডার কাম্পালায় ফুটবল খেলতেন তিনি। পরে পরিবারসহ নিউ ইয়র্কে চলে আসার পরও খেলার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় ছিল। শুরুতে স্ট্রাইকার হিসেবে খেললেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাঠে তার অবস্থান পিছিয়ে যায়। হাসতে হাসতেই মামদানি বলেন, এখন আমার খেলার ধরন হলো রক্ষণভাগে থাকা, বলকে সামনে রাখা, প্রতি ২০ বা ৩০ মিনিটে একবার প্রাণপণ দৌড় দেয়া, তারপর পরের পাঁচ মিনিট খুব একটা ভালো না খেলা।

ফুটবলের প্রতি মামদানির অনুরাগ মাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জনপ্রিয় ভিডিও গেম 'ফুটবল ম্যানেজার'-এরও ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত। গেমটির বিভিন্ন সংস্করণ নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই গেম খেলে সময় কাটিয়েছেন। এমনকি হারার পর ম্যাচ পুনরায় খেলার জন্য গেম বন্ধ করে আবার চালু করার কথাও স্বীকার করেন। স্কুলজীবনের ফুটবল স্মৃতিও তার কাছে বিশেষ। একবার কোচ দলের দুই ফরোয়ার্ডকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে এক সতীর্থ সম্পর্কে বলেছিলেন, তার প্রতিভা আছে, দক্ষতা আছে। আর মামদানির ক্ষেত্রে বলেছিলেন, তার আছে চেষ্টা, আছে পরিশ্রম, সে নিজের সর্বোচ্চটা দেয়। সেই স্মৃতি মনে করে এখনো প্রমোদ পান মামদানি। যদিও ওই মৌসুমে তিনি এবং তার সতীর্থ দুজনেই সমান আটটি করে গোল করেছিলেন। সাক্ষাৎকারে উঠে আসে তার প্রিয় গোল উদ্যাপনের কথাও। এ ক্ষেত্রে তিনি স্মরণ করেন ইতালিয়ান স্ট্রাইকার মারিও বালোতেল্লিকে। বিশেষ করে 'হোয়াই অলয়েজ মি?' লেখা টি-শার্ট দেখিয়ে করা তার বিখ্যাত উদ্যাপন এখনো মামদানির প্রিয়। তবে পুরো সাক্ষাৎকারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশ্বকাপ।

বিশ্বকাপে নিউ ইয়র্কবাসীকে যে যে সুবিধা দিলেন মামদানি : এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক শহর নিউ ইয়র্ক। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের ফাইনালসহ মোট আটটি ম্যাচ। এই আয়োজনকে ঘিরে শহরের প্রশাসনিক নেতৃত্বে রয়েছেন মামদানি। কিন্তু বিশ্বকাপ নিয়ে তার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ টিকিটের মূল্য এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। নির্বাচনী প্রচারণার সময় থেকেই তিনি ফিফা'র টিকিট নীতির সমালোচনা করে আসছিলেন। ডায়নামিক প্রাইসিং বন্ধ করা, টিকিট পুনর্বিক্রয়ে নিয়ন্ত্রণ আনা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক টিকিট সংরক্ষণের দাবি তুলেছিলেন তিনি। যদিও সব দাবি বাস্তবায়ন হয়নি, তবে ফিফা'র সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য ৫০ ডলার মূল্যের এক হাজার টিকিট নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

লটারির মাধ্যমে এসব টিকিট বিতরণ করা হয়েছে। মামদানি মনে করেন, এই উদ্যোগ বিশ্বকাপকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সাহায্য করবে। তিনি আরও বলেন, আমরা শুধু এক হাজার টিকিট নিশ্চিত করিনি, যেসব ফ্যান ফেস্টে প্রবেশমূল্য রাখার পরিকল্পনা ছিল সেগুলোও বিনামূল্যে করতে পেরেছি। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে তার বৈঠকের প্রসঙ্গও উঠে আসে সাক্ষাৎকারে। বিশ্বকাপের গুরুত্ব সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে এক ধরনের অভিন্ন উপলব্ধি রয়েছে বলে জানান তিনি। তবে আলোচনায় তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ফুটবল মূলত শ্রমজীবী মানুষের খেলা এবং বিশ্বকাপেও সেই চেতনার প্রতিফলন থাকা উচিত। তার ভাষায়, ফুটবলের মূলে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ। আমরা চাই মানুষ নিজেদের এই খেলার অংশ হিসেবে দেখতে পারুক। অনেক নিউ ইয়র্কবাসী ভাবছে তারা টেলিভিশনে খেলা দেখার খরচই কীভাবে বহন করবে। সেখানে হাজার হাজার ডলারের টিকিট তাদের নাগালের বাইরে। বিশ্বকাপ উপলক্ষে পরিবহন ব্যয়ও তাকে উদ্বিগ্ন করেছে। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ম্যাচ দেখতে যাওয়া সমর্থকদের জন্য নিউ জার্সি ট্রানজিটের যাতায়াত খরচ প্রায় ৯৮ ডলারে পৌঁছেছে। যদিও শুরুতে তা আরও বেশি ছিল। এ বিষয়ে মামদানি বলেন, বিশ্বকাপ আয়োজন কোনো শহরের জন্য অর্থ উপার্জনের প্রকল্প হওয়া উচিত নয়, বরং যত বেশি মানুষকে এই অভিজ্ঞতায় অংশ করা যায়, সেটিই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন আর কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি না হয়, যেখানে একটি ম্যাচ দেখতে যাওয়ার জন্য ট্রেন ভাড়া ৯৮ ডলার দিতে হয়। সমর্থকদের জন্য বিষয়টি যত সহজ করা যায়, ততই ভালো। আর্সেনাল প্রসঙ্গেও কথা বলেন মামদানি। সমপ্রতি চ্যাম্পিয়ন্স লীগ ফাইনালে পিএসজি'র কাছে পরাজয় এখনো তাকে কষ্ট দেয়। তবে কোচ মিকেল আর্তেতার ওপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি মনে করেন, শিরোপা জিততে হলে কখনো কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেমন ডেভিড রায়াকে দলে আনার জন্য অ্যারন র‍্যামসডেলকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত। নতুন মৌসুমে আর্সেনালের আক্রমণ ভাগে আরও গতি এবং সৃজনশীলতা দেখতে চান তিনি। তবে শুধু তারকা ফুটবলার কেনা নয়, বিশ্বকাপের মাধ্যমে নতুন কোনো অচেনা প্রতিভার আবির্ভাব দেখার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেন। মামদানি বলেন, আমি সেই সময়টাকে খুব ভালোবাসি, যখন বিশ্বকাপে কোনো অচেনা খেলোয়াড় নিজেকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরে। আমি চাই আবার এমন কাউকে দেখতে, যে এই টুর্নামেন্ট থেকেই আন্তর্জাতিক তারকা হয়ে উঠবে। সাক্ষাৎকারের শেষদিকে ফিরে যান ২০০২ সালে বিশ্বকাপের স্মৃতিতে। তখন তার বয়স মাত্র ১০ বছর। সেনেগালের ঐতিহাসিক অভিযানের কথা এখনো তার মনে গেঁথে আছে। উদ্বোধনী ম্যাচে ফ্রান্সকে হারানো, সুইডেনের বিপক্ষে অরি কামারার গোল, এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে তুরস্কের কাছে হৃদয়ভাঙা পরাজয়- সবই যেন আজও চোখের সামনে ভাসে। নিউ ইয়র্ক মেয়রের কাছে সেটি ছিল 'অঘটনের বিশ্বকাপ'। আর এখন, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে তার প্রত্যাশা একটাই- নিউ ইয়র্কের নতুন প্রজন্মও যেন এমন কিছু স্মৃতি তৈরি করতে পারে, যা তারা বহু বছর ধরে বয়ে বেড়াবে।

গ্রিনকার্ডধারীরা কতদিন যুক্তরাষ্ট্রের

(শেষ পাতার পর)

গ্রিনকার্ডধারী দ্বিধাসংশয়ের মধ্যে থাকেন। এর সহজ উত্তর হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে গ্রিনকার্ডধারী কেউ যদি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যান, তাহলে তাকে অবশ্যই ছয়মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসতে হবে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। কেউ যদি টানা ৬ মাসের বেশি বাইরে থাকেন, তাহলে ইউএস ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস বর্ডার প্রাটেকশন এজেন্টরা তার গ্রিনকার্ড বাতিল বা সংশ্লিষ্ট গ্রিনকার্ডধারী যুক্তরাষ্ট্রে তার স্থায়ী বসবাসের অধিকার ত্যাগ করেছেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো গ্রিনকার্ডধারী সর্বোচ্চ ১ বছর (৩৬৫ দিন) পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কাটাতে পারেন।

কোনো গ্রিনকার্ডধারী যদি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ৬ মাসের কম সময় থাকেন, তাহলে তিনি সাধারণত কোনো সমস্যা ছাড়াই পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু কোনো গ্রিনকার্ডধারী যদি ৬ মাসের বেশি অথবা সর্বোচ্চ ১২ মাস পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করেন তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় প্রবেশকালে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা তাকে যুক্তরাষ্ট্রে তার স্থায়ী বাসস্থান বা তার কাজের প্রমাণাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। কেউ যদি কোনো বৈধ অনুমতি ছাড়া এক বছর বা তার বেশি সময় বাইরে কাটান, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, তিনি স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের মর্যাদা ত্যাগ করেছেন। অতএব, তারা তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার অনুমতি নাও দিতে পারেন। কোনো গ্রিনকার্ডধারীকে কোনো কারণে যদি এক বছরের বেশি সময় বাইরে থাকতে হয়, যা এক বছর থেকে দুই বছর বা বেশি সময় হয়, সেক্ষেত্রে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যাওয়ার আগেই কেন তার ফিরে আসতে বিলম্ব হবে, তা ব্যাখ্যা করে পুনরায় প্রবেশ করার জন্য 'রি-এন্ট্রি পারমিট' এর জন্য আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহীরা ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS) ভিজিট করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীদের প্রবেশ অস্বীকার করার পক্ষে রায়:

গত মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত এক মামলার রায়ে ইমিগ্রেশন অফিসারদের দ্বারা গ্রিনকার্ডধারীদের যুক্তরাষ্ট্রে পুন:প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করা আরও সহজ করে দিয়েছে। ৬-৩ ভোটে কোর্ট রায় দিয়েছে যে, ফেডারেল ইমিগ্রেশন আইন বর্ডার এজেন্টদের কাছে গ্রিনকার্ডধারীরা কোনো অপরাধ করেছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য সুস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ছাড়াও তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পুনঃপ্রবেশে বাধা দিতে পারে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ স্থায়ী বাসিন্দারা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ মামলা সূত্রপাত হয়েছিল ২০১২ সালে, যখন চীনা বংশোদ্ভুত গ্রিনকার্ডধারী নিউ জার্সিতে প্রায় তিন লাখ ডলার মূল্যে নকল শর্টস বিক্রয়ের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নৈতিক স্খলনের কারণে গ্রিনকার্ড হারানোর ঝুঁকিতে পড়েন। তিনি বাইরে গেলে তাকে গ্রিনকার্ডের অধিকার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্যারোলে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এক বছর পর, তিনি ট্রেডমার্ক জালিয়াতির অপরাধ স্বীকার করেন এবং তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছরের প্রবেশন দেওয়া হয়। প্রবেশন শেষে তাকে ডিপোর্ট করার কার্যক্রম শুরু করে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ।

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

সাত্তারকে বন্দুকের নলের মুখে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেন তিনি। দেড় বছর রাষ্ট্রপতির চেয়ারে বসেননি, পুতুল বসিয়ে ক্ষমতার ছড়ি ঘুরিয়েছেন সেনাপ্রধান হিসেবে। এবার রাষ্ট্রপতির চেয়ারে পুরোপুরি বসে উর্দি খুলে সাফারি পরেছেন। সাফারি এখন বাংলাদেশের নতুন ফ্যাশন, মোসাহেবি স্যুট। সরকারি অফিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে সাফারি পরার হিড়িক পড়ে গেল।

জিয়ার দুরদর্শি নেতৃত্বে বাংলাদেশ খুব দ্রুত স্বনির্ভর হয়ে উঠছিল, একাশি সালের মে মাসে তাকে হত্যা করার পর উন্নয়নের সেই সড়ক থেকে দেশ অনেকটাই ছিটকে পড়েছে। এরশাদ কি দেশকে আবার সেই সড়কে এনে দাঁড় করাতে পারবেন? জিয়ার সঙ্গে সকলেই এরশাদকে তুলনা করছেন এজন্য দুজনই সামরিক পোশাক খুলে রাষ্ট্রনায়ক হয়েছেন, কাজেই দুজনের কাজের ধরণ, দেশপ্রেম একই রকমের হবে। সাত্তারকে সরিয়ে এরশাদ টেলিভিশনে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণে দ্রুত নির্বাচন দেবার কথা বলেছিলেন কিন্তু নির্বাচন না দিয়ে দেড় বছর পর নিজেই রাষ্ট্রপতির চেয়ারে বসে পড়ায় তার লোভের জিহ্বা বেরিয়ে পড়েছে।

প্রথম ভাষণে তাকে যতটা বুড়ো এবং ক্লান্ত লেগেছিল সেখান থেকে যেন সাপের পুরনো খোলস ছেড়ে তিনি চকচকে উজ্জ্বল নতুন চামড়ায় অতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছেন। তার বয়সের ঘড়ি কি উল্টো দিকে ঘুরছে? তিনি তরুণী পরিবেষ্টিত থাকতে পছন্দ করেন, কবিতা ও কবিদের ভালোবাসেন এবং কবিতা ভালোবাসেন বলে তার একটি কোমল, প্রেমময় মন আছে, এইসব কথা চারদিকে বলাবলি হচ্ছে। তিনি তার রচিত কবিতা দেশের প্রধান দৈনিকগুলোর প্রথম পাতায় প্রকাশের নির্দেশ দিতেন এবং সকল সম্পাদক এরশাদের একই কবিতা সব কাগজের প্রথম পাতায় ছাপতেন।

১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে এক মজার ঘটনা ঘটে। সাংবাদিক সম্মেলনে সবাই এরশাদকে নানান রাজনৈতিক প্রশ্ন করছিলেন। হঠাৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, 'মে আই আস্ক ইউ অ্যা নন-পলিটিক্যাল কোয়েশ্চেন?' এরশাদ সম্মতিসূচক মাথা দোলালে তিনি বলেন, 'আপনি ক্ষমতায় আসার আগে কেউ জানতো না আপনি একজন কবি। এখন সব পত্রিকার প্রথম পাতায় আপনার কবিতা ছাপা হয়। পত্রিকার প্রথম পাতা তো খবরের জন্য, কবিতার জন্য নয়। বাংলাদেশের প্রধানতম কবি শামসুর রাহমানেরও তো এই ভাগ্য হয়নি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কবিতা প্রথম পাতায় ছাপানোর জন্য কি কোন নির্দেশ জারি করা হয়েছে?' এরশাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করলে কেউ তা গ্রাহ্য করেননি, এরশাদ ভাবলেন উত্তরটা তাকেই দিতে হবে। তিনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, আমি দেশের জন্য এতো করি এইটুকু দেবেন না আমাকে? জাহাঙ্গীর হোসেন সাহসের সঙ্গে আবারও বলেন, প্রশ্ন করার অধিকার আমার, উত্তর দেবার অধিকার আপনার। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। একথা বলে তিনি প্রশ্নটা আবার করেন। এরশাদ এতে কিছুটা বিব্রত হন এবং এরপর থেকে কাগজের প্রথম পাতায় তার কবিতা ছাপা পুরোপুরি বন্ধ না হলেও অনেক কমে যায়। আমার যতদূর মনে পড়ে এর পরেও আল মুজাহিদী ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় এরশাদের কবিতা ছেপেছিলেন। জাহাঙ্গীর হোসেনের শাস্তি হয় এতে, ঢাকা থেকে তাকে চট্টগ্রামে বদলি করা হয়। ব্যাস, এইটুকুই।

আরো একটি ঘটনা বলি, কবি হালিম আজাদ এরশাদকে ব্যাঙ্গ করে বাংলার বাণীর সাহিত্য পাতায় একটি ছড়া লেখেন। তিনি বাংলার বাণীতেই চাকরি করতেন। অফিসে সরকারি সংস্থার গাড়ি চলে আসে। হালিম সাহেবকে প্রেসিডেন্ট ডেকেছেন। তিনি উর্দি পরা নিরাপত্তা বিভাগের লোকজন দেখে ভয় পেয়ে যান। ছুটে যান শেখ সেলিমের কাছে। শেখ সেলিম বলেন, প্রেসিডেন্ট ডাকছে না গিয়া কি পারবি? যা, দেখ কী বলে। না যাওয়ার তো কোনো উপায়ও ছিল না। এরশাদ তাকে বলেন,

ভালোই তো ছড়া লেখো, আমিও তো একজন কবি। কবির বিরুদ্ধে আরেকজন কবির কী এরকম লেখা ঠিক?

এরপর এরশাদ তাকে বলেন, বাংলার বাণীতে বেতন টেতন ঠিক মত পাও?

পাই স্যার, মাঝে মাঝে বাকি পড়ে।

অন্য কোথাও চাকরি করবে নাকি বলো?

না স্যার।

ঠিক আছে যাও।

ব্যাস এ-পর্যন্তই। তাকে বড়ো ধরণের কোনো শাস্তি পেতে হয়নি।

আমি এখন নিয়মিত কবি জসীম উদদীন পরিষদের সাহিত্য সভায় যাই। সাহিত্যসভা হয় দু'সপ্তাহে একবার, প্রতি অল্টারনেট শুক্রবারে। পরিষদের কিছু নিয়ম আছে, কেউ একটির বেশি লেখা পড়তে পারবেন না, কেউ নিজের লেখার ওপর আলোচনা করতে পারবেন না, সমালোচক তার লেখা নিয়ে যা খুশি তাই বলতে পারবেন, লেখক বা কবি সেই সমালোনার ওপর কোনো কথা বলতে পারবেন না।আলোচনা-সমালোচনা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই, আমার সমস্যা একটাই। ১৫ দিনে একবার সভা, কবিতা পড়া যাবে মাত্র একটা, এটা মেনে নিতে পারছি না। কারণ ১৫ দিনে তো আমি লিখে ফেলি অনেক কবিতা, বাকিগুলোর কী হবে?

রোজ দুপুরে খেয়ে-দেয়ে আমিনুল হক আনওয়ারের বাসায় যাই, তিনি অফিস থেকে আসেন, আমিই তাকে রিসিভ করি। আমার সামনেই তিনি ভাত খান, গুল দিয়ে দাঁত মাজেন, পান মুখে দেন, প্রতিদিন সেই একই নীল পাঞ্জাবী পরেন। এরপর আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে গুদারাঘাট, ডাক্তার জিয়ার বাসায় যাই। ওখানে অনেকক্ষণ আড্ডা দিই, দুই তিন দফা চা খাই। এরপর মাঝে মধ্যে অন্য কোথাও আড্ডা দিতে যাই। আমি এখন হক সাহেবের ছায়াসঙ্গী, আমার এই সঙ্গটা তিনি নিজেও খুব পছন্দ করেন। একদিন আমি না গেলে লোক পাঠিয়ে খোঁজ নেন, আমার কোনো সমস্যা হলো কি-না।

আমিনুল হক আনওয়ার আমাকে বাংলা কবিতার ইতিহাস বলেন, কবিতার বিভিন্ন আন্দোলনের কথা বলেন, বাংলা কবিতার প্রচলিত ছন্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, রস, অলংকার এইসব শেখান। কিছু শিখি কিছু শিখি না। কিছু বুঝি কিছু বুঝি না। প্রসঙ্গত এরশাদের কথাও ওঠে। হক সাহেব এরশাদকে বলতেন কবিরাজ। প্রথম দিন আমি শব্দটির মর্মার্থ বুঝিনি। তিনি একটা প্রাণখোলা হাসি দিয়ে বলেন, কবিদের রাজা না তিনি, তাই কবিরাজ বলি। পরক্ষণেই বলেন, আসলে এখন বাংলাদেশের কবিরাজ হচ্ছেন শামসুর রাহমান। তুমি শামসুর রাহমানের কবিতা বেশি বেশি পড়বে।

একদিন হক সাহেবের খুব মন খারাপ। আমি বলি, মন খারাপ কেন? তিনি বলেন, শোনো, একদিন রাজা তার দরবারে অনেক মানুষকে দাওয়াত দিলেন, একজন কবিকেও দাওয়াত দেন। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে তিনি দেশের গণ্যমান্য অতিথিদের হীরে-জহরত, স্বর্ণমুদ্রা এইসব উপহার দেন। যখন কবির পালা এলো, রাজা কবিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আপনি হলেন আমার রাজ্যের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ, আমি জানি অর্থ বিত্ত, স্বর্ণমুদ্রা, হীরে-জহরত কিছুই আপনাকে দেবার মত উপযুক্ত উপহার নয়। দরিদ্র কবি তো দারুণ খুশি, রাজা বোধ হয় তাকে এর চেয়েও মূল্যবান কিছু উপহার দেবে। রাজা তখন কবির গলায় একটি ফুলের মালা পরিয়ে দেন। বলেন, এর চেয়ে মূল্যবান আর কী হতে পারে আমার কবির জন্য। কবি মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে আসেন। বুঝলা, কবির কষ্ট কেউ বোঝে না। এরপর বলেন, দাও, বিশটা টাকা দাও। আমি পকেট থেকে বিশ টাকা বের করে দিলে তিনি চিৎকার করে ডাকেন,

শাহজাদা, এই শাহজাদা।

কালো, লম্বা এক তরুণ এসে মাথা নিচু করে সামনে দাঁড়ায়। তিনি বলেন, এই হলো আমার শাহজাদা। সারাদিন শুধু ঘুমায়, কোনো কাজ করে না।

যাও দোকান থেকে চা নিয়ে এসো। আজ আর রেস্টুরেন্টে যাব না। শরীরটা ভালো নেই।

সেই বিকেলটা আমরা তার জীর্ণ কুটিরেই কাটাই। রোজকার মত সেদিন আর ডাক্তার জিয়ার বৈঠকখানায় যাওয়া হলো না। প্রথম দিকে যখন তিনি বলতেন, চলো যাই। আমি বলতাম, কোথাও যাবো? তিনি হাসি দিয়ে বলতেন, কোথায় আবার, মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্তই, ডাক্তার সাহেবের বাসায়। এর সপ্তাহখানেক পরের একদিন। তিনি অফিস থেকে আসেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, গুল মাজেন, পান মুখে দেন কিন্তু পাঞ্জাবী পরেন না। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলি, মসজিদে যাবেন না? তিনি বলেন, না, আজ মসজিদ এসেছিল।পরে আমাকে বুঝিয়ে বলেন, কোনো এক কারণে আজ সকালেই ডাক্তার সাহেব তার কাছে এসেছিলেন। তিনি এখন বাসায় নেই, অন্য কোথাও গেছেন।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারকম্পিউটার এখন চীনের হাতে

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রায় এক দশক ধরে চলে আসা যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারকম্পিউটারের খেতাব ছিনিয়ে নিয়েছে একটি চীনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন কম্পিউটার। নিজস্ব প্রযুক্তিতে উন্নত কম্পিউটিং সক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেইজিংয়ের যে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা, এই অর্জন তারই একটি বড় প্রমাণ। জার্মানির হামবুর্গে অনুষ্ঠিত অন্যতম বৃহৎ কম্পিউটিং সম্মেলন 'আইএসসি'-তে বহুল প্রতীক্ষিত 'টপ৫০০' তালিকার সর্বশেষ সংস্করণে 'লাইনশাইন' নামক এই সুপারকম্পিউটারটি শীর্ষস্থান দখল করেছে। ২০১৭ সালের পর এই প্রথম কোনো চীনা সুপারকম্পিউটার এই তালিকার শীর্ষে এলো।

১৯৯৩ সাল থেকে বছরে দুইবার প্রকাশিত এই তালিকাটিকে বিশ্বজুড়ে কম্পিউটিং পরাশক্তিদের শক্তির একটি অনানুষ্ঠানিক স্কোরবোর্ড বা মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়ে 'লাইনশাইন' মার্কিন জ্বালানি বিভাগের পূর্ববর্তী বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সুপারকম্পিউটার এল ক্যাপিটান-কে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিয়েছে। চীনের শেনঝেন শহরে স্থাপিত এই কম্পিউটারটি প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ২.২ 'এক্সাফ্লপ্স' গতিতে গণনা বা হিসাব-নিকাশ করতে সক্ষম। এই অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলোড়লাইনশাইন' সম্পূর্ণভাবে চীনের নিজস্ব নকশায় তৈরি প্রসেসর দিয়ে নির্মিত হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সুপারকম্পিউটারগুলো সচরাচর যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি চিপের ওপর নির্ভর করলেও চীন এখানে কোনো মার্কিন চিপ ব্যবহার করেনি। অবশ্য এই তালিকায় এখনো শীর্ষ চারটির মধ্যে তিনটি স্থানই ধরে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। ক্যালিফোর্নিয়ার 'লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি'তে স্থাপিত 'এল ক্যাপিটান' রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। অন্যদিকে, ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে জার্মানির 'জুপিটার বুস্টার' শীর্ষ পাঁচের একদম শেষ স্থানটি দখলে রেখেছে। সূত্র : দ্য ডন

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

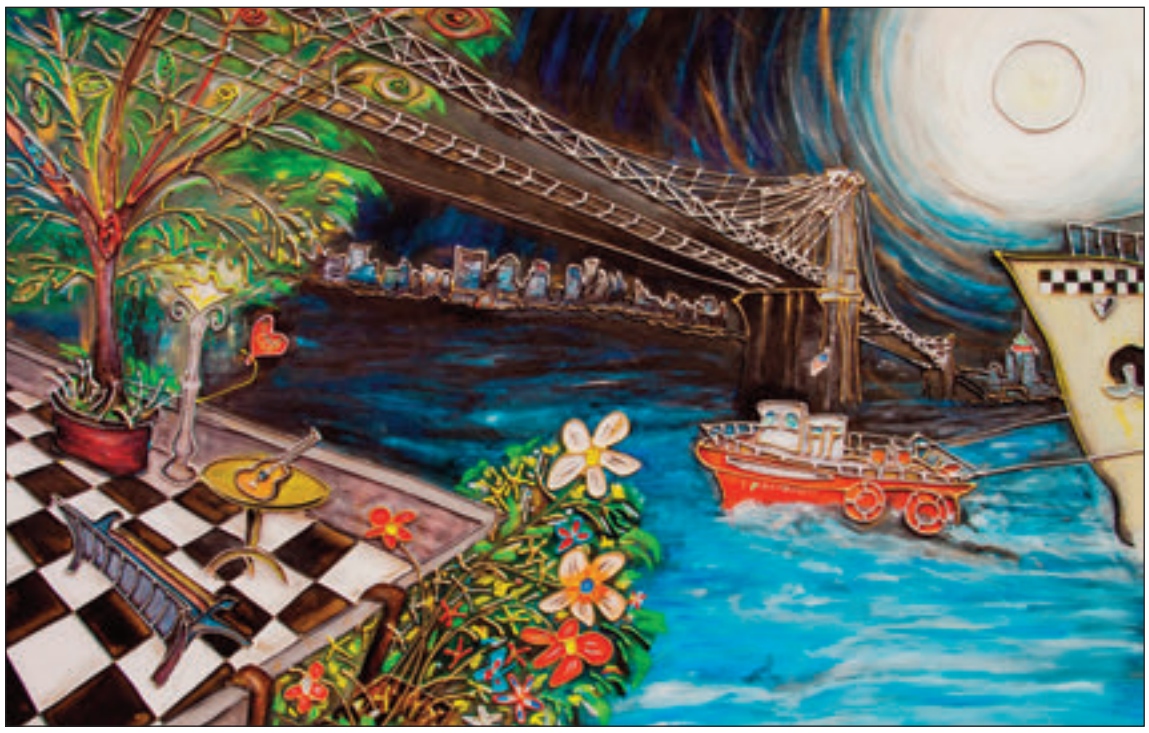

ম্যানহাটানে বাংলাদেশি তরুণের স্বপ্নের আর্ট গ্যালারি

(শেষ পাতার পর)

হয়ে এসেছিল নতুন এক গন্তব্যে। সেই গন্তব্য ছিল পৃথিবীর বাণিজ্যিক রাজধানী যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল মহানগরী নিউইয়র্কে। অচেনা বিশাল এই নগরীতে তাঁর শুরুটা ছিল টিকে থাকার প্রাণান্ত এক সংগ্রাম। সে সংগ্রামে তিনি টিকে গেছেন এবং নিজের স্থান করে নিয়েছেন। তার পুঁজি ছিল শিল্পকর্মে তার সীমাহীন আগ্রহ। নিজেকে থিতু করে নিউইয়র্কে ব্যস্ততম এবং বিশ্বের কোটি মানুষের আকর্ষণের স্থান ম্যানহাটানের থার্ড এভিনিউয়ে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন একটি আর্ট গ্যালারি 'গ্যালেরিয়া অন থার্ড'। বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্পকর্মের কপি ফ্রেমে বাঁধাই করে বিক্রয় করা ছাড়াও উঠতি শিল্পীদের শিল্পকর্মের আদর্শ স্থানে পরিণত করেন তার প্রতিষ্ঠানকে।

আড়াই দশক পর তিনি তার গ্যালারি থার্ড এভিনিউ থেকে স্থানান্তর করেছেন পরিবর্তন করে ম্যানহাটানের সেকেণ্ড এভিনিউয়ের ৪৮ স্ট্রিটে। তার গ্যালারি যেহেতু 'গ্যালেরিয়া অন থার্ড' নামে ব্র্যান্ডেড, সেজন্য সেকেন্ড এভিনিউয়ে এসেও তিনি তার প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করেননি। নতুন লোকেশনে তার পুরোনো গুণগ্রাহীরা ছাড়াও আসছেন নতুন নতুন গ্রাহক ও শিল্পবোদ্ধারা। জাতিসংঘ সদর দফতর থেকে হাঁটা দূরত্বে অবস্থিত হওয়ায় প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসে যখন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করতে সারাবিশ্বের দেশগুলো থেকে আগত উচ্চ পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিরা নিউইয়র্কে আসেন, তখন ম্যানহাটানে উপচে উঠে বিভিন্ন জাতিধর্ম ও বৈশিষ্টের লোকজন। তারা ম্যানহাটান চষে বেড়ান। তারা স্বাধীন হোসেনের 'গ্যালেরিয়া অন থার্ড' এ আসেন শিল্প বৈচিত্র্য ও ছবির ফ্রেমিং এর কারুকার্য দেখে। তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখে একটি শিল্পকর্ম কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফ্রেমের কারণে মনোরম হয়ে উঠে। পৃথক এক সৌন্দর্যমন্ডিত ও অর্থপূর্ণ অতুলনীয় শৈল্পিক রূপ ধারণ করে। যিনি শিল্পীও তিনিও নান্দনিক বাঁধাইয়ে মুগ্ধ হন, ক্রেতা ও দর্শকরাও মোহিত হন। সামগ্রিকভাবে স্বাধীন হোসেনের ব্যতিক্রমী কারিগরি দক্ষতা, সুলভ মূল্যে ছবি বাঁধাই ও অসাধারণ বন্ধুসুলভ গ্রাহকসেবার গুণে তার গ্যালারিতে আগতরা তার বন্ধুতে পরিণত হন। যারা একবার তার গ্যালারিতে আসেন, তারা বার বার আসেন এবং পরিচিতদের সুপারিশ করেন সেখানে যেতে।

প্রতিভাবান স্বাধীন হোসেন তার শিল্পগুণকে কাজে লাগিয়েছেন বিশেষ করে থ্রি-ডাইমেনশনাল বা ৩-ডি কৌশলে। এই মাধ্যমে তিনি মূলত নিউইয়র্ককে তুলে ধরেছেন। তার গ্যালারিতে তারই উদ্ভাবিত সারি সারি ৩-ডি চিত্রগুলোর ওপর চোখ ফেললে মনে হবে পুরো নিউইয়র্ক সিটি, এবং বিশেষ করে ম্যানহাটান স্থান করে নিয়েছে তার আর্ট গ্যালারিতে। তিনি কেবল শিল্পকর্ম ও চিত্রকর্মের জাদুঘর মানের কাস্টম ফ্রেমিংয়ের কাজের মাধ্যমে নিজেকে খ্যাত করেছেন তাই নয়, তার গ্যালারিকে শিল্পগন্তব্যে রূপান্তরিত করেছেন স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রেমী ও সংগ্রাহকদের জন্য একটি আন্তরিক ও স্বাগত জানানোর পরিবেশ সৃষ্টি করে। সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতার প্রমাণ রাখছেন 'চ্যারিটি এক্সিবিশন' আয়োজন করে মানবসেবায় নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সহায়তা করার মাধ্যমে। করোনাকালেও তার প্রতিষ্ঠান মাস্ক বিতরণসহ সেবামূলক কাজে নিয়োজিত ছিল। প্রতিশ্রুতিশীল উদীয়মান শিল্পীদের পরামর্শ দেওয়া এবং পরিবেশ সংগঠনগুলোকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তার সহায়তার হাত বিস্তৃত হয়েছে মসজিদ, মন্দিরের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। পথচারিদের মাঝে তিনি বিতরণ করেন সুপেয় পানি।

পরিশ্রমী ও অধ্যাবসায়ী উদ্যোক্তা স্বাধীন হোসেন বলেন, "আমরা সব ধরনের, সব আকারের ফ্রেমের সমৃদ্ধ সংগ্রহ থেকে শিল্পবোদ্ধাদের ফ্রেম ও মাউন্টিং বেছে নিতে সহায়তা করি। কেউ যখন নতুন বাড়িতে উঠেন, আমরা তার বাড়ি সাজানোর কিছু চাপ আমাদের ওপর নিয়ে নিই। অনেকের পারিবারিক ছবি, প্রিয় পোস্টার এবং চিত্রকর্ম জাদুঘর-মানের কাস্টম ফ্রেমিং করে দেই তাদের বাজেটের মধ্যে। তিনি আরও বলেন, আমরা ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, ফটোগ্রাফার, ফ্যাশন জগতের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বড় কোম্পানি এবং ছোট ব্যবসার সঙ্গেও কাজ করে যাচ্ছি। শুধু ফ্রেমিং নয়, আমরা সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের মূল শিল্পকর্মও বিক্রয় করি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি অংশ মানবিক সাহায্য সংস্থা 'স্মাইল ট্রেন' এবং 'ওয়ার্ল্ড ভিশন' এ দান করি। আমরা শিল্পকর্মকে সমাজসেবার স্থানে নিতে পেরেছি, এজন্য আমরা আত্মতৃপ্তি অনুভব করি।চ তিনি নিউ-ইয়র্কবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির মাঝেও তার সেবামূলক কাজ সম্প্রসারিত করতে চান। আগ্রহীরা 'গ্যালেরিয়া অন থার্ড' এর অনলাইন পোর্টাল galleriaonthird.com, shadin.org ভিজিট করে আরও বিস্তারিত জানতে পারেন।

কানাডায় তীব্র হচ্ছে অভিবাসী-বিরোধী হাওয়া

(শেষ পাতার পর)

নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। অধিকারকর্মীদের মতে, আবাসন ও জীবন-যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষোভ থেকে তৈরি হওয়া এই অভিবাসী-বিরোধী মনোভাব এখন সরাসরি 'মুসলিম-বিরোধী বর্ণবাদে' রূপ নিচ্ছে। ফলে সাধারণ মুসলিমদের অরক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি তাদের ওপর সহিংসতার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মসজিদে যেতে বাধা দেয়া বা প্রকাশ্য রাস্তায় হেনস্তার মতো ঘটনা এখন দেশটিতে নিত্যদিনের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।কানাডার ইসলামোফোবিয়া মোকাবেলাবিষয়ক সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি আমিরা এলঘাওয়াবি বর্তমান পরিস্থিতিকে 'এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্ত' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিগত এক দশকে কানাডায় বেশ কয়েকটি মারাত্মক মুসলিম-বিরোধী সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ফলে গ্রুপ অব সেভেন (জি-৭) দেশগুলোর মধ্যে মুসলিমদের লক্ষ্য করে সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ডের দেশ এখন কানাডা। ২০১৭ সালে কুইবেক সিটির একটি মসজিদে বন্দুক হামলায় ছয়জন মুসল্লি নিহত হন, যা দেশটির ইতিহাসে উপাসনালয়ের ওপর সবচেয়ে বড় হামলা। এর চার বছর পর, ২০২১ সালে অন্টারিওর লন্ডনে হাঁটার সময় একটি মুসলিম পরিবারের চার সদস্যকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়। দেশটিতে সাশ্রয়ী আবাসন সঙ্কট এবং আকাশছোঁয়া মূল্যস্ফীতির কারণে দুই দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো অধিকাংশ কানাডিয়ান মনে করছেন যে দেশে অভিবাসনের হার অনেক বেশি। এই ক্ষোভকে উসকে দিচ্ছে উগ্র-ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের ছড়ানো শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বা 'দ্য গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট থিওরি'। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বর্তমান সরকারগুলো শ্বেতাঙ্গদের হটিয়ে অশ্বেতাঙ্গদের জায়গা করে দিচ্ছে। সম্প্রতি টরন্টো ইসলামিক সেন্টারের বাইরে এক মুসলিম পরিবারের ওপর হামলার সময় হামলাকারী চিৎকার করে বলে, 'লিবারেলরাই কি তোমাদের এখানে এনেছে'? এই মন্তব্যটিকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও বর্ণবাদী আখ্যা দিয়ে আমিরা এলঘাওয়াবি বলেন, 'এগুলো সবই বিপজ্জনক ও মিথ্যা বয়ান। শুধু বৈচিত্র্যের সংস্পর্শে এলেই যে মানুষের মন মানসিকতা বদলায় না, টরন্টোর ঘটনাই তার প্রমাণ।'

টরন্টো ইসলামিক সেন্টারের জেনারেল ম্যানেজার শাফনি নালির বলেন, এ ধরনের হামলার মূল বার্তাই হলো- 'আপনারা এখানকার নন, আপনারা শুধু সাহায্য নিতে এসেছেন, সমাজে আপনাদের কোনো অবদান নেই।' টরন্টো মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির অপরাধবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক ফাহাদ আহমেদ ব্যাখ্যা করেন, পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় মুসলিমদের প্রায়ই 'বর্বর ও বহিরাগত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে তাদের ওপর হওয়া সহিংসতা অনেক সময় যথাযথ গুরুত্ব পায় না। ২০২৩ সালের শেষভাগ থেকে কানাডিয়ান গণমাধ্যমগুলোর সংবাদ পর্যালোচনা করে তিনি দেখান যে, গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনের পর গণমাধ্যমগুলো মুসলিমবিরোধী হুমকির তুলনায় ইহুদি-বিরোধী হুমকিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে। ফলে ইসলামোফোবিয়াকে একটি নিম্নস্তরের সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং এর প্রতিকারে রাষ্ট্রীয় সম্পদও কম বরাদ্দ করা হচ্ছে। কানাডা সরকার অবশ্য দাবি করেছে যে তারা সব ধরনের ঘৃণাজনিত অপরাধ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখে। ২০২৪ সালে অটোয়া 'ঘৃণা মোকাবেলার কর্মপরিকল্পনা' চালু করে ছয় বছরের জন্য ২৭০ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার বরাদ্দ করে। কিন্তু সম্প্রতি জাস্টিন ট্রুডোর সরকার অধিকার, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে একটি নতুন 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠনের ঘোষণা দিয়ে ইসলামোফোবিয়া এবং ইহুদি-বিদ্বেষ মোকাবেলার জন্য নিয়োজিত বিশেষ দূতদের কার্যালয় দু'টি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপে গভীর হতাশা প্রকাশ করেছে দেশটির অন্যতম শীর্ষ অধিকার সংগঠন 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব কানাডিয়ান মুসলিমস'। তারা জানায়, কানাডায় ইসলামোফোবিয়া যখন ক্রমাগত বাড়ছে, তখন এমন নিবেদিত ও টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব বন্ধ করে দেয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সরকারের বর্ণবাদবিরোধী কৌশলের তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা 'ডিপার্টমেন্ট অব কানাডিয়ান হেরিটেজ' জানিয়েছে, নতুন এই উপদেষ্টা পরিষদটি পূর্বের দূতদের কাজের ওপর ভিত্তি করেই সামাজিক সংহতি ও সব ধরনের বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে। এ দিকে গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রচারণার জবাবে ১৪ বছর বয়সী এক কানাডিয়ান মুসলিম কিশোর আহমেদ সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলে, 'গণমাধ্যমে আপনারা মুসলিমদের সম্পর্কে যা শোনেন, প্রকৃত মুসলিমরা মোটেও তেমন নয়।'

নিউইয়র্কে হোম কেয়ার কর্মসূচি

(শেষ পাতার পর)

ডিরেক্টেড পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (সিডিপিএপি) ঘিরে কথিত মেডিকেইড জালিয়াতি ঠেকাতে ফেডারেল আদালতে মামলা করেছে। অভিযোগ, এই কর্মসূচির বাস্তবায়নে অনিয়ম, বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে করদাতাদের বিপুল ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।মামলায় বিবাদী করা হয়েছে নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ, নিউ ইয়র্ক স্টেটের মেডিকেইড পরিচালক আমির বাসিরি এবং জর্জিয়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠান পাবলিক পার্টনারশিপস এলএলসি। ২০২৫ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি নিউইয়র্কের সিডিপিএপি কর্মসূচির দায়িত্ব পালন করছে।যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের ন্যাশনাল ফ্রড এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কলিন এম. ম্যাকডোনাল্ড বলেন, এই চুক্তির কারণে করদাতাদের কোটি কোটি ডলার ঝুঁকির মুখে পড়েছে। একই সঙ্গে অসংখ্য মেডিকেইড সুবিধাভোগী প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।বিচার বিভাগের অভিযোগ, সিডিপিএপি কর্মসূচির দায়িত্ব নেওয়ার পর পাবলিক পার্টনারশিপস এলএলসি অনুমোদিত সীমার বাইরে গিয়ে কোটি কোটি ডলার মুনাফা করেছে। এই অর্থের উৎস ছিল ফেডারেল করদাতাদের তহবিল। মামলায় বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ একটি প্রহসনমূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে এই লাভজনক দায়িত্ব দেয়। পরে কর্তৃপক্ষ জানতে পারে যে প্রতিষ্ঠানটি চুক্তির শর্ত এবং দরপত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। তবু যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিচার বিভাগ আদালতের কাছে আবেদন করেছে, যাতে পাবলিক পার্টনারশিপস এলএলসি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো সিডিপিএপি কর্মসূচি নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করতে না পারে। পাশাপাশি চুক্তিতে অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও করদাতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধের নির্দেশ দেওয়ারও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সিডিপিএপি হলো মেডিকেইডের আওতায় পরিচালিত একটি কর্মসূচি। এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী অথবা গুরুতর চিকিৎসা-প্রয়োজনসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বাড়িতে পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়। ২০২৪ সালে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভা শত শত পৃথক আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর পরিবর্তে পুরো ব্যবস্থাপনাকে একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত করার আইন পাস করে।বিচার বিভাগের অভিযোগ অনুযায়ী, সরকার প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের কথা বললেও বাস্তবে আগেই বহু বিলিয়ন ডলারের এই চুক্তি পাবলিক পার্টনারশিপস এলএলসিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

মামলায় আরও বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি এবং নিউইয়র্কের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্মসূচির রূপান্তরের সময়সীমা নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে। তারা জানত, ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব হবে না। এতে রোগীদের সেবায় বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু সেই তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, চুক্তিতে প্রতিষ্ঠানটির আয় ও মুনাফার ওপর যে সীমাবদ্ধতা থাকার কথা ছিল, তা কার্যকর করা হয়নি। ফলে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হারে বিল করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়েছে। এতে সিডিপিএপি সংস্কারের মাধ্যমে যে ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্য ছিল, তার বড় একটি অংশ নষ্ট হয়ে গেছে।বিচার বিভাগের সিভিল ডিভিশনের এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড অ্যাফারমেটিভ লিটিগেশন শাখা মামলাটির তদন্ত করেছে। বর্তমানে বিষয়টি ফেডারেল আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MO AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ

ব্যানার	পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড	মগ
ক্যালেন্ডার	ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন	লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার	আইডি কার্ড
মেন্যু	টি-শার্ট
পত্রিকা এড	রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড	ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার	লেমিনেশন
ক্রেস্ট	ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউ-নিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবেঅ যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বাসা ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট সিঙ্গেল রুম আছে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ আগস্ট থেকে জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং পারসন্স বুলেভার্ড 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৫-৫৬৪৬, ৩৪৭-২৬৪-৭৩২২। বি-০৩-০৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউ-নিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে সেমি বেসমেন্টে ২ বেড, কিচেন, বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণভাবে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-৫২-০২

বাসা ভাড়া

২০০-০৩ ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট অ্যালবানস, নিউইয়র্ক-১১৪১২, দ্বিতীয় তলায় ৩ বেড, ২ বাথ, লিভিং, ডাইনিংসহ ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন ও খালি। পার্কিং পাওয়া যায়। পৃথক এন্ট্রেন্স। কিউ ২ বাস স্টপেজ অতি নিকটে। কাছেই সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, দুটি মসজিদ, ফার্মেসি। সোলার প্যানেল আছে। যোগাযোগ: **646-575-7053, 646-318-9864**
বি-৫১-০১

অ্যাটিক ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (৬ ট্রেন) স্টেশন থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেসসহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশি গ্রোসারি ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। ফোন: **347-479-9876** বি-৪৮-৫০

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্ট জোনস ইউনিভার্সিটির কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬** বি-৪৮

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে **718-322-1488** ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া হবে

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পাশে ১৬৮ স্ট্রিটে অ্যাটিকে একটি স্টুডিয়ো রুম পৃথক কিচেন, পৃথক বাথরুমসহ একজন অথবা দু'জন কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: **৯২৯-৫৭১-৭০০২** বি-৪৭-৪৯

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে।
যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **917-365-1401**

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলার বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম,লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ-
917-848-4245
(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

রুম ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের কাছে একটি রুম শুধু কর্মজীবী পুরুষের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৫২-০২

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিট 'এফ' ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের কাছে একটি রুম ১লা জুলাই থেকে ইউটিলিটিসহ ভাড়া হবে। পৃথক বাথরুম। কিচেন শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: **৬৪৬-২৪৬-১১৫৩ বি-৪৯-৫১**

কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর "Broadnosh Bagel" এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: **718-600-0923** বি-৫২-০৩

Medical Office Space for Rent.

In Jackson heights Area. Prime Location! 40-24 78th. Street. Suite#1A & 1B. Elmhurst. NY 11373. 900 sq/ft. 5 Exam Rooms. All Furnished. Ready to Move. Please Contact:
917 981 7204

Full-time Radiologic Technologist & Technician needed

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree

in Radiologic Technology. Call **917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.**

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

House for Rent

- Basement, 2bd, 1 bath, living 79th street & Northern Ave.
- 4bd, 1.5 bath, living, dining Queens Village.
- 3 bd, 1bath, living, 111th Street & 101 street Ave.
- 3bd, 1bath, living & dining. 89-11, 207th Street
- 3bd, 1bath, living, dining, Jamaica Estate.
- 3bd, 1bath living dining 174th Street & 111th Ave.
- 2bd, 1bath, living 2nd floor.
- 2bd, 2bath, living and floor. Close LIRR.
- 3bd, 1bath, big living-146-13, 105th Ave.
- 3bd, 2baths, living, dining, 1st floor+ Parking, 164-25, 109th Rd.
- Attic 1bd, 1bath living, 172nd Street & 90th Ave.
- Attic 2bd, 1bath big living, 85-56, 151st street.
- 3bd, 2bath, living, dining, 2nd floor, $3200, 164, 39, 108th Ave.
- 3bd, 2bath living, dining 1st & 2nd floor, 9486 218th Street. Rent $3100 plus bills
- 3bd, 1bath, living, dining, 1st floor, 177-47, 106 Ave.
- 2bd, 1bath, kitchen and 2nd floor+nice attic, 111-16, 173rd Street.
- 3bd, 1.5 bath living, dining. $3000+Utility
- 3bd, apartment, Jackson Heights, 82nd street & 34th Ave. Close 7 train
- Basement 2bd, 1 bath, living 151-14, 85th Ave..
- Semi basement 2bd, big Living, Parsons Blvd & Hillside Ave. $2000
- 3bd, 1 bath living 88-25 172nd steet.
- 1bd, 1 bath living, dining, 88-23, 171st street
- 3bd, 1bath, dining, 1st floor 104-31, 164th Road.
- 3bd, 1bath, big living 2nd floor, 177th Street, Liverty Ave.
- 1bd, 1bath, living, 1st floor 187th & 90th Ave.
- 3bd, 2 bath, dining, parking 176-11, 120th Ave. 3400+bills.
- Jackson Heights, 2bd, 1bath, living, dining, 78th Street & 32nd Ave.
- 2bd, 1 bath, big living, 150 St & Hillside Ave
- Duplex 3 bd 2bath living, dining, Merrick Blvd & 108th Ave, 2nd flr, 3rd flr 108-41 171 St, $3200 + Electric bill
- 1bd. 1bath, living 168th St & 84th Ave
- Ozone Park 3bd 1 bath, living
- 2bd, 1bath Attic 186th St & 90th Ave
- 2bd 1 bath, living, 3rd flr
- Astoria, 2bd Apartment, 21-28 35th St
- 3bd 2 bath living, dining, 2nd flr, 177the st & Liberty Ave
- Astoria 3bd 2bath, living dining, balcony, 35-29 34th St
- 2bd, 1 bath, living, Queens village

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Radiologic Technologist & Technician

APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree.
in Radiologic Technology. Call 917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

NINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

স্টোর বিক্রয় হবে

'এম' ট্রেন সাবওয়ে ক্রস স্ট্রিট স্টেশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্থানে একটি স্টোর বিক্রয় করা হবে। লোটো, বিয়ার, সিগারেট, জাইন টোব্যাকো, ক্যান্ডি, কোল্ড ডিঙ্কস, ওষুধ, ব্যক্তিগত পরিচর্যা সামগ্রী ইত্যাদির জন্য সুবিধাজনক।
যোগাযোগ: **347-933-7455** বি-৫১-০১

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

পাত্রী আবশ্যক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সাবেক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা (স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত) পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের ডিভোর্সড পাত্রের জন্য সাধারণ পরিবারের অনুর্ধ্ব ৩৬ বছর বয়সী এইএসসি-মাস্টার্স উত্তীর্ণ পাত্রী আবশ্যক। পাত্রীকে অবশ্যই সৎ, ভদ্র ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। পাত্র বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এর 'সাবস্টিটিউট টিচার' পদে কর্মরত। এছাড়া নিউইয়র্কে কয়েকটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় লিস্টেড হয়েছেন। পাত্রী/অভিভাবক নিঃসংকোচে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ: 929-350-4297; ইমেইল: alam-sky777@gmail.com
বি-৫২-০১

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT
74TH ST, JACKSON HEIGHTS NY 11372
CALL : ISP AT:
718-426-2700
For further information.

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগঃ মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোনঃ 929-636-6816

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street

(169 Street & Hillside Ave.)

Jamaica, NY-11432

Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**

www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke

Bellerose, NY-11426

Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**

www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package — **$13** — Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package — **$15** — Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package — **$6** — Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package **$28** — Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm, Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate — INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগঃ ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইলঃHelal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* ফিনান্সেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ ষ্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

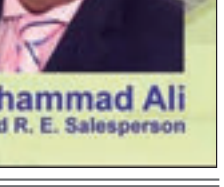

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র 'প্যাট্রন্স এপ্রিসিয়েশন নাইট'

(৩৯ পাতার পর)

ম্যানেজার মোহাম্মদ চৌধুরী, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীড়খন্দকার শামীম, কৃষিবিদ আব্দুর রহমান, ফরহাদ তালুকদার, বেস্ট কেয়ারের ডাঃ সৈয়দ আল আমিন, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ডাঃ নাজমুল খান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, মূলধারার রাজনীতিক, সিটি ইউ-নিভার্সিটির প্রফেসর ড. দীন আল রশীদ, বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মনিবুর রহমান খান, ডা. মাসুদ সিকদার, অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান, ডাঃ হাসান, ডাঃ মাহবুবুর রহমান, ডাঃ আসফিয়া মান্নান, ডাঃ সজল আশফাক, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও মোহাম্মদ মালেক, নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শাহাদাত হাসান, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মান্নান, ইঞ্জিনিয়ার এনা-মুল হক, খামার বাড়ী সুপারমার্কেটের অন্যতম স্বত্বাধিকারী কামরুজ্জামান কামরুল, বিগ ডিজাইন এর মোমিন মজুমদার, বিসমিল্লাহ সুপার মার্কেটের আহসান হাবিব, বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রিরড়প্রেসিডেন্ট সালাম ভূইয়া, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মোঃ বিলাল চৌধুরী, জিকরুল আমিন জুয়েল, করিম চৌধুরী, বাবুল হাওলাদার, জসিম চৌধুরী, সেন্টার ফর এনআরবির চেয়ারপার্সন এস এম সেকিল চৌধুরী, জাতিসংঘ কর্মকর্তা কাজী জহিরুল ইসলাম, সোস্যাল এ্যাক্টিভিস্ট জুলকার হায়দার, জাসির কবির, মোঃ মুজিবুর রহমান চৌধুরী, মোঃ হাসান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা হয়। এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে-জ্যামাইকা ফার্মেসী, ফ্যামিলি কেয়ার ফার্মেসি, স্টার কেয়ার ফার্মেসি, ইউটিকা ফার্মেসী, ব্রুকলীন, জ্যামাইকা ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার/সারা হোম কেয়ার, এন ওয়াই সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার, হিলসাইড হোন্ডা, ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড, ফাতেমা ব্রাদার্স, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, এনওয়াই হোমকেয়ার, অল

কাউন্টি হোমকেয়ার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজ-নীতিবিদ গিয়াস আহমেদ, কুইন্স সোস্যায়াল এডাল্ট ডেকেয়ার,রিস্টোরেশন হোম কেয়ার, বেস্ট কেয়ার, উৎসব ডট কম, গ্রি ম্যাকাি-নকাল ইয়ংকারস, মেডোব্রুক মর্টগেজ, জেট ডাইরেক্টর মর্টগেজ, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মোঃ বিলাল চৌধুরী ,স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস, সানম্যান এক্সপ্রেস, বিসমিল্লাহ সুপার মার্কেট, বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, সাগর রেস্টুরেন্ট, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী, এটর্নি মঈন চৌধুরী, ডাঃ নাজমুল খান, ডাঃ আতাউল ওসমানী, ডাঃ মোহাম্মদ এম রহমান, ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী,ডাঃ ইশতিয়াক হোসেইন,ডাঃ ফেরদৌসী হাসান,ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন ইমরান,ডাঃ মু-নিবুর রহমান খান,ডাঃ জাকিয়া হোসেন লিপা, ডাঃ শামীম আহমেদ প্রমুখ।

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।

● ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
● ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
● Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
● আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
● ১০০% হ্যালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace
Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

বিশ্বকাপে নিউইয়র্কবাসীকে সুবিধা দিলেন মামদানি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানির কাছে ফুটবল এক আবেগের নাম। শৈশব থেকেই তিনি ফুটবলের ভক্ত। প্রথম প্রেম শুরু হয় ইংল্যান্ডের *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

গ্রিনকার্ডধারীরা কতদিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকতে পারেন

বাংলাদেশ রিপোর্ট: আমেরিকার গ্রিনকার্ডধারীরা সর্বোচ্চ কতদিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করতে পারবেন, প্রশ্নটি নিয়ে বেশির ভাগ *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান প্যাট্রন্স এপ্রিসিয়েশন নাইটে সুধী।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র 'প্যাট্রন্স এপ্রিসিয়েশন নাইট'

বাংলাদেশ রিপোর্ট: সাপ্তাহিক বাংলাদেশ নিজ পৃষ্ঠপোষকদের সম্মানে আয়োজন করে ব্যতিক্রমী একটি অনুষ্ঠান 'প্যাট্রন্স অ্যাপ্রিসিয়েশন নাইট'। আলোচনা, সঙ্গীত ও নৈশভোজ মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি ছিলো অনবদ্য। আলোচনা পর্বে বক্তাগণ বলেন, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার পত্রিকাগুলোর মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ একটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা। নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা জ্যামাইকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ স্বদেশপ্রীতি আর কমিউনিটির *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

ম্যানহাটানে বাংলাদেশি তরুণের স্বপ্নের আর্ট গ্যালারি

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : মাত্র সতেরো বছর বয়সী কিশোর স্বাধীন হোসেন বুক-ভরা স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ থেকে অজানার পথে বের *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

কানাডায় তীব্র হচ্ছে অভিবাসী-বিরোধী হাওয়া

বাংলাদেশ ডেস্ক : কানাডায় সাম্প্রতিক সময়ে অভিবাসী-বিরোধী বক্তব্য ও মনোভাব তীব্রতর হওয়ায় দেশটির মুসলিম সম্প্রদায় এক চরম *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

বাঁ থেকে-ইমাম আবু জাফর, ড. টম ফাচিনে, ড. রানা রাশেদ, ডা. মাহমুদুর রহমান, ডা. নাজমুল খান, ড. আতিয়া পাশা, ড. মহসীন পাটোয়ারী।

আল মামুর স্কুলের ফান্ড রেইজিং

বাংলাদেশ রিপোর্ট : আল মামুর স্কুলের ফান্ডরেইজিং আল মামুর স্কুলের ইভেন্ট হলে অনুষ্ঠিত হয় গত ১৩ জুন শনিবার। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইয়াকিন ইন্সটিটিউট অফ ইসলামিক *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

পর্ব (১৪). ১৯৮৩ সালের ১০ ডিসেম্বর বিচারপতি আফম আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে

প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা পুরোপুরি নিজের দখলে নেন এরশাদ। এখন চলছে এরশাদ যুগ। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাহিদ মিন্টু। পাশে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির স্কচটাউনে বাংলাদেশ সেমিটারিতে প্রথম দাফন

বাংলাদেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবে রূপ নিয়েছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের স্কচটাউনে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ সেমিটারিতে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রায় ১২৬ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা এই বিশাল প্রকল্পটি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশিদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

নারায়ণগঞ্জ সমিতির বাংলা বর্ষবরণ ও ঈদ পুর্নমিলনী

নিউইয়র্ক : নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি নিউইয়র্কে বাংলা বর্ষবরণ ও ঈদ পুর্নামলনী অনুষ্ঠান করেছে *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

নিউইয়র্ক: গত ১৯ জুন শুক্রবার সিটির ফরেস্ট হিলসে আগ্রা প্যালেস পার্টি হলে প্রথম আলো *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

নিউইয়র্কে হোম কেয়ার কর্মসূচি নিয়ে ১০ বিলিয়ন ডলারের জালিয়াতির অভিযোগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ নিউইয়র্কের ১০ বিলিয়ন ডলারের কন-জিউমার *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

'ভালো'র জমজমাট পথমেলা

বাংলাদেশ রিপোর্ট : জ্যামাইয়া সামাজিক সংগঠন 'ভালো'র পথমেলা অনুষ্ঠিত হলো উৎসবের আমেজে। স্টল, শিশুদের বিনামূল্যের রাইড, বিশ্বকাপ ফুটবলের সরাসরি সম্প্রচার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখর এ আয়োজনে ছিল দর্শনার্থীদের ভিড়। বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে ৬ কোটি টাকার বৃত্তি পেলেন সানজিদা

বাংলাদেশ ডেস্ক : চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার নবুরকান্দি গ্রামের মেয়ে সানজিদা আক্তার তুলি যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য টুলেন *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটির অভিষেক ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। গত ১৮ জুন উডসাইডের গুলশান টেরেসে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে সংগঠনটির নতুন কমিটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শারমিন সিরাজ *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

অনুষ্ঠানে অতিথি ও কর্মকর্তাবৃন্দ।